1/9

1·4

1/9

কুমার পরিব্রাজক গ্রন্থমালা —২৬শ সংখ্যা

উপনিষৎ পঞ্চক

(ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য)

পরিবর্দ্ধিত

PRESENTED

দ্বিতীয় সংস্করণ

LIBRARY
No. 1/9
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram,
BENARAS.

প্রকাশক

শ্রীকৃষ্ণানন্দচরণাশ্রিত সেবক

শ্রীপবিত্রানন্দ-যোগাশ্রমী

কাশী—যোগাশ্রম।

সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য দশ আনা।

LIBRARY

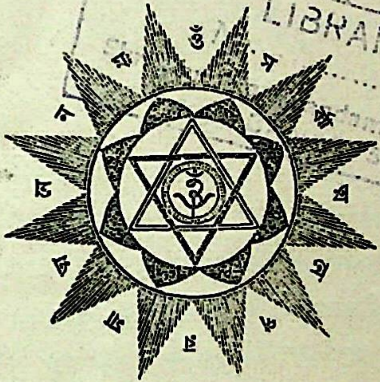

কাশী—যোগাশ্রমঃ।

যোগাশ্রমপদং রম্যং বিশ্বনাথপুরীস্থিতম্।
উত্থানবেদিকাজুষ্টং যুক্তং যোগগুহাদিভিঃ॥
দ্বিতলে স্থাপিতা যত্র শ্রীকৃষ্ণানন্দযোগিনা।
যোগেশ্বর্য্যান্নপূর্ণেতি প্রতিমা মহিমান্বিতা॥
সেবিতং সাধুভির্নিত্যং নগরেঽপি তু নির্জ্জনম্।
মুমুক্ষূণামিদং দুঃখ- শোকমোহাদিনাশনম্॥
ভক্তির্যোগস্তথা জ্ঞানং মূর্ত্তিমদিহ সংস্থিতম্।
সকৃদ্দর্শনমাত্রেণ প্রসূতে মঙ্গলং পরম্॥
বিষয়ানলদগ্ধানাং নরাণামুপশান্তয়ে।
সৎসঙ্গামৃতদানেন সদা শান্তিনিকেতনম্॥

ওঁ

প্রকাশকের নিবেদন

(২য় সংস্করণ)

আৰ্য্যশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় উপনিষদের উপদেশ ধর্ম্মাত্মগণের সাধুহৃদয়ে সুশোভিত হউক, এই আশায় আমরা "উপনিষৎ পঞ্চক"—ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—অন্বয়মুখী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করিলাম। অধিকন্তু গীতার্থ-সন্দীপনী ও বক্তৃতা প্রভৃতিতে উদ্ধৃত ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য শ্রুতির বিশেষ বিশেষ অংশের শ্রীমৎপরিব্রাজকস্বামি-মহোদয় কৃত অনুবাদ যথাস্থানে পাদটীকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মপ্রচারক পত্রে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত নিরালম্বো-পনিষদের মূল ও অনুবাদের অংশ এতৎ পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে যাহাতে মুমুক্ষু পাঠক ও পাঠিকাগণ বিশেষভাবে মূল উপনিষদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন সেইজন্য অনুবাদ পৃথক্ না করিয়া অন্বয়ের প্রত্যেক মূল শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালা

প্রতিশব্দ সংযোজিত হইয়াছে এবং ভাবার্থ পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত উহ্য ও অতিরিক্ত অর্থ "[ ]" এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরমারাধ্য গুরুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমৎ স্বামি মহোদয়ের সন্ন্যাসি সতীর্থ কর্ত্তৃক প্রধানতঃ শাঙ্করভাষ্য অবলম্বনে কৃত এই অনুবাদ আমরা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। প্রথম সংস্করণে ঈশ, কেন, কঠ ও মাণ্ডূক্য এই উপনিষৎ চতুষ্টয় সদ্‌গুরুদেবের শুভ আবির্ভাব দিনের স্মরণার্থ মনুষ্য মাত্রেরই ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিকাশের আশায় বিনামূল্যে বিতরণ জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। অতি অল্পকাল মধ্যে দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় এবং তৎপরেও অনেকে উক্ত বহি পাইতে আগ্রহ প্রকাশ করায় পুস্তকখানি সাধারণের নিকট আদরণীয় হইয়াছে মনে করিয়া বর্ত্তমানে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, এবং এই সংস্করণে—"**মুণ্ডক উপনিষৎ**" খানিও পূর্ব্ববৎ অনুবাদ সহ সংযোজিত হইল। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে,

লাহোর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক বর্ত্তমানে পাটনা গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কবিরত্ন বি, এ মহোদয় এই সংযোজিত মুণ্ডকোপনিষদের পাণ্ডুলিপি অতীব যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সাধু হৃদয় এইরূপে সৎকার্য্যে উদ্বোধিত হউক ইহাই সদ্গুরু চরণে প্রার্থনা করিতেছি। এই পুস্তকখানি ধর্ম্মপিপাসু মহাত্মগণ স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন তজ্জন্য ইহার মূল্য আট আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পুস্তক বিক্রয়ের আয় শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা যোগেশ্বরী মাতার ভোগ রাগ ও সেবার্থ উৎসৃষ্ট হইল। মা সকলের হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যারূপে প্রকাশিত হও, ইহাই তোমার শরণাগত সেবকের ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি

কাশী-যোগাশ্রম
হিন্দোলদ্বাদশী
১৩৩৪

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত
শ্রীপবিত্রানন্দ যোগাশ্রমী।

উপনিষদের আভাস।

উপনিষৎ (উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্)। উপ=সমীপ, সত্বর; নি=নিশ্চয়, সম্পূর্ণরূপে; সদ্=বিনাশ করা, গমন করা, শিথিল করা। সুতরাং যে বিদ্যা সত্বর সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান বিনষ্ট করে, বা ব্রহ্মসমীপে নিশ্চয় গমন করায়—লইয়া যায়, অথবা সংসার-বাসনা শিথিল করে, তাহাই উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে স্থিত ঈশ, কেন, কঠ ও মাণ্ডুক্য প্রভৃতি অংশ সমূহের যথানিয়মে আলোচনা ও তদনুরূপ সাধনের অভ্যাস করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া এই সকল শ্রুতিও "উপনিষৎ" নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহ ও পরলোকের ভোগসুখে বিতৃষ্ণ মুমুক্ষুই উপনিষৎ পাঠের "অধিকারী"; চরাচর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারণ আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই উপনিষদের প্রতিপাদ্য "বিষয়"; উপনিষৎ পরব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া পরব্রহ্মের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদক-প্রতিপাদ্য "সম্বন্ধ"। উপনিষদের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা শোক মোহের বিনাশ, ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি, ও জন্ম-মরণরূপ সংসার নিবৃত্তি হয় বলিয়া ইহাই উপনিষৎ-শাস্ত্রের "প্রয়োজন"।

ঈশোপনিষৎ।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতাভাগের অন্তর্গত। 'ঈশা' পদটী প্রথমেই আছে বলিয়া ইহার নাম ঈশোপনিষৎ হইয়াছে। একমাত্র ঈশ্বরের সত্তাতেই জগৎ পূর্ণ, এবং তাঁহার প্রভাবেই বহির্জগতে ও জীবের অন্তরে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, ঈশোপনিষদে এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ পূর্ব্বক নিবৃত্তিধর্ম্ম পালনে অক্ষম ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আর, পৃথক্ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও কর্ম্মব্যতীত দেবতার উপাসনায় যে দোষ হয়, এবং কর্ম্ম ও উপাসনার একত্র অনুষ্ঠানে যে শুভ ফল জন্মে ইহাতে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞ পুরুষের শোক মোহ নাশ হইয়া থাকে এবং আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; সুতরাং সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তি জীবনের অন্তিম সময়েও নিবৃত্তি পথে গমনেচ্ছু হইয়া জন্ম-মরণরহিত ব্রহ্মলোক লাভাভিলাষে ভক্তিভাবে ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিবেন।

LIBRARY
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ঈশোপনিষৎ।

(শান্তি পাঠ)

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ এই মাঙ্গলিক শব্দটী গ্রন্থারম্ভে প্রযুক্ত হইয়াছে। অদঃ (উহা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম পদার্থ ব্রহ্ম) পূর্ণং (পরিপূর্ণ) ইদং (ইহা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থ জগৎ) পূর্ণাৎ (পূর্ণব্রহ্ম হইতে) পূর্ণস্য (পূর্ণব্রহ্মের) পূর্ণং (পূর্ণতা) আদায় (গ্রহণ করিয়া) পূর্ণং (পূর্ণরূপে) উদচ্যতে (অভিব্যক্ত হইতেছে); (ব্রহ্মের পূর্ণতায় জগৎ পূর্ণ হইলেও) পূর্ণম্ এব (পরব্রহ্ম পূর্ণ ই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্টরূপে বিদ্যমান আছেন)।

[ফলিতার্থ এই, জাগতিক পদার্থের অংশ গ্রহণ করিলে গৃহীতাংশের ক্ষয় হয় কিন্তু পরব্রহ্মের সম্বন্ধে সেরূপ নহে—

জগৎ পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণতা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ হইলেও পরব্রহ্মের পূর্ণতা অক্ষয়ই রহিয়াছে।]

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥১

জগত্যাং (জগতে) যৎ কিম্ চ (যে কিছু) জগৎ (অস্থায়ী চেতন ও অচেতন পদার্থ) [আছে] ইদং সর্ব্বম্ (এই সমস্ত) ঈশা (পরমেশ্বর দ্বারা) বাস্যম্ (ব্যাপ্য) [অর্থাৎ সমস্তই পরমেশ্বরের সত্তায় পরিপূর্ণ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই] তেন (সেই হেতু) ত্যক্তেন (ত্যাগ বুদ্ধি দ্বারা অনাসক্ত হইয়া) [আত্মার সত্যতা] ভুঞ্জীথাঃ (ভোগ কর=নিশ্চয় কর) কস্যস্বিৎ (কাহারও) ধনম্ (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না) [আত্মসত্যতার ধারণা দ্বারা ধনাদি সমস্তই মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হইলে কোনও পদার্থেই লোভ হইবে না, এবং বৈরাগ্যবুদ্ধির বৃদ্ধি হইবে] ১।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি
ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২

ইহ (ইহলোকে) কর্ম্মাণি (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ আশ্রমোচিত কর্ম্মাদি) কুর্ব্বন্ এব (করিয়াই) শতং সমাঃ (শত বৎসর) জিজীবিষেৎ (জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে) এবং (এই প্রকারে) ত্বয়ি নরে (তোমার ন্যায় কর্ম্মপ্রবৃত্ত মনুষ্যে) কর্ম্ম (সকাম বা অশুভ কর্ম্ম) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হইবে না) ইতঃ (এতদ্ব্যতীত) অন্যথা (অন্য প্রকার উপায়) ন অস্তি (নাই) [ধনাদিতে লোভ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি ধর্ম্ম—সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র আত্মানুসন্ধানই শ্রেয়ঃ, অন্যথা আজীবন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।] ২।

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে
কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ *

অন্ধেন তমসা (ঘোর অন্ধকার দ্বারা) আবৃতাঃ (আচ্ছন্ন) অসুর্য্যাঃ নাম (অসুর অর্থাৎ ভোগাসক্ত জীবদিগের বাসযোগ্য) (অথবা—অসূর্য্যাঃ=আলোকহীন) তে লোকাঃ (সেই সমস্ত

---

* দম্ভ ও দর্পাদি আসুরিক বৃত্তিশীল ব্যক্তিগণ অন্ধতমসাবৃত নরকে গমন করে। যাহারা দেহাদি অনাত্ম পদার্থে আত্মবুদ্ধি করে, তাহারা আত্মঘাতী। (গীতা—১৩।২৯)

লোক=অশুভকর্ম্মফলভোগের স্থান বা জন্ম) [আছে] যে কে জনাঃ চ (এবং যে কোন ব্যক্তিরা) আত্মহনঃ (আত্মঘাতী= আত্মজ্ঞানহীন) [তাহারা] প্রেত্য (মৃত্যুর পর দেহত্যাগ করিয়া) তান্ (সেই সমস্ত অজ্ঞানান্ধকারাবৃত লোক, অর্থাৎ বিবিধ নরকাদিতে এবং বৃক্ষ পাষাণাদিরূপে বিভিন্ন জন্ম) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। ৩।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

[সেই আত্মরূপ ব্রহ্ম] একং (এক) অনেজৎ (নিশ্চল) [অথচ] মনসঃ (মন হইতেও) জবীয়ঃ (অধিক বেগবান্) দেবাঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ) পূর্ব্বম্ অর্ষৎ (প্রথমেই উপস্থিত) এনৎ (এই আত্মাকে) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হইতে পারে না) তৎ (সেই আত্মা) তিষ্ঠৎ (নিশ্চল হইয়াও) ধাবতঃ (দ্রুতগামী) অন্যান্ (অন্যান্য সকলকে অর্থাৎ মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) [অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বেই সর্ব্বত্র জ্ঞানরূপে বিদ্যমান থাকেন]; তস্মিন্ (তাঁহার সত্তাতেই অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রভাববশতঃই)

মাতরিশ্বা (অন্তরীক্ষে বিচরণশীল বায়ু অথবা হিরণ্যগর্ভ) অপঃ (বারিবর্ষণ, জীবের প্রাণধারণাদি ক্রিয়া, অথবা কর্ম্মফল) দধাতি (পৃথক্ পৃথক্ রূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন) [নিত্য সত্য ব্রহ্মসত্তার প্রভাবেই মন ও ইন্দ্রিয়াদি অন্তরে এবং বায়ু প্রভৃতি বাহিরে বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে।] ৪।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫

তৎ (তিনি—ব্রহ্ম) এজতি (গমন করেন—সক্রিয়) তৎ ন এজতি (তিনি গমন করেন না—নিষ্ক্রিয়) তৎ দূরে (তিনি দূরে) তৎ উ অন্তিকে (তিনি নিকটেও) তৎ (তিনি) অস্য সর্ব্বস্য (এই সমুদয়ের—সর্ব্ব জগতের) অন্তঃ (অন্তরস্থিত) তৎ উ (তিনিই) অস্য সর্ব্বস্য (এই সমুদয়ের) বাহ্যতঃ (বাহিরে) [বিদ্যমান] [যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ ব্রহ্মকে পৃথক্ মনে করে, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি অতিদূরে অবস্থিত, আর যাঁহারা ধ্যান দ্বারা অভিন্নভাবে তাঁহাকে অন্তরে অনুভব করেন, তিনি তাঁহাদের অতি নিকটেই থাকেন।] ৫।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬

যঃ তু (যিনি) আত্মনি এব (আত্মাতেই অর্থাৎ আপনা হইতে অভিন্নভাবে) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমুদয় সৃষ্ট পদার্থকে) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন) সর্ব্বভূতেষু চ (এবং সর্ব্ব পদার্থে) আত্মানং (আত্মস্বরূপ) [অনুভব করেন] [তিনি] ততঃ (তাহাতে অর্থাৎ অভিন্নভাবে দর্শনের ফলে) [কাহাকেও] ন বিজুগুপ্সতে (ঘৃণা করেন না) [সর্ব্বাত্মদর্শনের ফলে দ্বৈতভাব না থাকায় জ্ঞানী কাহারও প্রতি ঘৃণা না করিয়া সকলকেই আত্মরূপে প্রীতি করেন।] ৬।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ
শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ *

যস্মিন্ (যখন) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ) আত্মা এব (আত্মরূপই) অভূৎ (হইয়া যায়) তত্র (তখন=সমাধি-

---

* যে সময়ে সমস্ত ভূতই সাধকের নিজ আত্মারূপে প্রতীত হয়, সেই অদ্বিতীয় ভাবদর্শী জ্ঞানীর মোহ ও শোক কোথা হইতে হইবে? বস্তুতঃ অনাত্ম বস্তুমাত্রই পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও উহা একমাত্র মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই। (গীতা—১৩।৩১)

কালে, অথবা আত্মজ্ঞান লাভের পর) একত্বম্ অনুপশ্যতঃ (একত্বদর্শনে সমর্থ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থকেই আত্মা হইতে অভিন্নভাবে ধারণায় অভ্যস্ত) বিজানতঃ (বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির) কঃ মোহঃ (মোহ কি?) কঃ শোকঃ (শোক কি?) [সর্ব্বভূতে আত্মবোধ হইলে জ্ঞানীর মোহ ও শোক থাকিতে পারে না।] ৭।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮॥

সঃ (তিনি=পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) পর্য্যগাৎ (সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন) শুক্রং (জ্যোতির্ম্ময়=চৈতন্যস্বরূপ) অকায়ং (সূক্ষ্ম শরীর শূন্য) অব্রণং অস্নাবিরং (ব্রণ ও শিরা রহিত, সুতরাং স্থূল শরীর রহিত), শুদ্ধম্ (বাহ্য ও আন্তর মলিনতা শূন্য, অর্থাৎ জড়তা ও চিন্তা শূন্য) অপাপবিদ্ধম্ (পাপপুণ্যসম্বন্ধ-বর্জ্জিত) কবিঃ (ত্রিকালদর্শী) মনীষী (মনেরও প্রভু) পরিভূঃ (সর্ব্বোপরি বিরাজমান) স্বয়ম্ভূঃ (স্বতঃ বিদ্যমান)

[ব্রহ্ম] যাথাতথ্যতঃ (যথাযথরূপে) শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (চিরন্তন সম্বৎসর সমূহকে অর্থাৎ চিরকালকে) অর্থান্ (বিষয় সমুদয়—জীবদিগের ভোগ্য পদার্থ সমূহ) ব্যদধাৎ (বিভাগ করিয়া দিয়াছেন)।৮।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯

যে (যাহারা) অবিদ্যাং (জ্ঞান রহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম) উপাসতে (অনুষ্ঠান করে) তে (তাহারা) অন্ধং তমঃ (অজ্ঞানরূপ অন্ধকার, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাব) প্রবিশন্তি (প্রাপ্ত হয়) [মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না] যে উ (এবং যাহারা) বিদ্যায়াং রতাঃ (দেবতা চিন্তায় প্রবৃত্ত) তে (তাহারা) ততঃ ভূয়ঃ (সেই তমঃ হইতেও আর অধিক অজ্ঞানে) [প্রবেশ করে] [যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও মুক্তিলাভ করিতে পারে না, এবং স্বর্গাদি লোকে ভোগসুখে থাকিয়া অতিরিক্ত মোহে নিমগ্ন হয়; কেননা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান সহ দেবতার উপসনায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও দেবতার উপাসনা পৃথক্‌ভাবে করিলে শুভফল লাভের আশা নাই।] ৯।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০

[পণ্ডিতগণ] আহুঃ (বলেন) বিদ্যয়া (দেবোপাসনা দ্বারা) অন্যৎ এব (অন্যরূপ—স্বর্গাদি প্রাপ্তিরূপ—ফল হয়) [এবং] অবিদ্যয়া (কর্ম্ম দ্বারা=অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা) অন্যৎ এব (অন্যরূপ=পিতৃলোক প্রাপ্তি, হইয়া থাকে) [তাঁহারা] আহুঃ (বলেন) যে (যাঁহারা=বেদাচার্য্যগণ) নঃ (আমাদিগের নিকট) তৎ (তাহা=কর্ম্ম ও দেবতাজ্ঞানের তত্ত্ব) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) [সেই] ধীরাণাং (সুধীগণের নিকট) ইতি (এইরূপ) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি)। ১০।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ১১

যঃ (যিনি) বিদ্যাং (দেবতাজ্ঞান বা উপাসনা তত্ত্ব) অবিদ্যাং চ (এবং কর্ম্মতত্ত্ব) তৎ উভয়ং সহ (তাহাদের উভয়ের অর্থাৎ কর্ম্ম ও উপাসনার একত্র অনুষ্ঠান) বেদ (জানেন) [তিনি] অবিদ্যয়া (কর্ম্মদ্বারা—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) মৃত্যুং (মৃত্যু=মোক্ষের প্রতিকূল কাম্য কর্ম্মাদি) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) বিদ্যয়া (দেবতা জ্ঞান বা উপাসনার দ্বারা)

অমৃতং (দেবতা স্বরূপ বা ক্রমমুক্তি) অশ্নুতে (লাভ করেন)।১১।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো
য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২

যে (যাহারা) [অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উপেক্ষা পূর্ব্বক] অসম্ভূতিং (যাহার উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ জড় প্রকৃতিকে) উপাসতে (উপাসনা করে) [তাহারা] অন্ধং তমঃ (অজ্ঞানরূপ অন্ধকার) প্রবিশন্তি (প্রাপ্ত হয়) [আত্মজ্ঞানের অভাবে প্রকৃতি লীন হইয়া থাকে] যে উ (এবং যাহারা) সম্ভূত্যাং রতাঃ (উৎপত্তিশীল হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনায় রত) তে (তাহারা) ততঃ ভূয়ঃ ইব (তাহা হইতেও অধিকতর) তমঃ (অন্ধকার বা অজ্ঞান) [প্রাপ্ত হইয়া থাকে] [অচেতন প্রকৃতির উপাসনায় জীব মৃত্যুর পর অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, অনন্তর পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ শরীর ধারণ করে; কিন্তু হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় বিবিধ সিদ্ধিলাভ করিয়া জীব বাসনানুরূপ নানা শরীর ধারণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাতেও আত্মজ্ঞানের অভাবে আরও অধিককাল মুক্তিলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।] ১২।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩

[পণ্ডিতগণ] আহুঃ (বলেন) সম্ভবাৎ (সৃষ্ট হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা হইতে) অন্যৎ এব (পৃথক্ ফল) [উৎপন্ন হয়] [এবং] অসম্ভবাৎ (অনাদি প্রকৃতির উপাসনা হইতে) অন্যৎ (অন্যরূপ ফল) [হয়] [তাঁহারা] আহুঃ (বলেন) যে (যাঁহারা) তৎ (সেই উভয় ফল) নঃ (আমাদিগের জন্য) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) [সেই] ধীরাণাং (ধীমান্ আচার্য্যগণের নিকট) ইতি (এইরূপ) শুশ্রুম (শ্রবণ করিয়াছি) [হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় মোহকর ঐশ্বর্য্যাদি লাভ এবং প্রকৃতির উপাসনায় অজ্ঞানতায় স্থিতি হইয়া থাকে।] ১৩।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥১৪

যঃ (যিনি) [অ] সম্ভূতিং চ (প্রকৃতি) বিনাশং চ (এবং বিনাশ=বিনাশধর্ম্মযুক্ত হিরণ্যগর্ভ) তৎ উভয়ং সহ (এই উভয়ের একত্র উপাসনা) বেদ (অবগত আছেন) [তিনি] বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা) [ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিয়া] মৃত্যুং তীর্ত্বা (মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্ব্বক, অর্থাৎ বিষয়

বাসনা পরিহার পূর্ব্বক) অসম্ভূত্যা (প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা) অমৃতং (অমৃত অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয়রূপ গৌণ মুক্তি) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়েন) [এই শ্রুতিতে কামনা সহ একত্র কর্ম্মানুষ্ঠান ও দেবোপাসনার শুভ ফল বর্ণিত হইয়াছে।] ১৪।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা—সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা) সত্যস্য (সত্যস্বরূপের—আদিত্যমণ্ডলস্থিত ব্রহ্মের) মুখং (মুখ—চৈতন্যস্বরূপ) অপিহিতং (আবৃত রহিয়াছে) পূষন্ (হে জগৎ পোষক পরমাত্মন্!) ত্বং (তুমি) সত্যধর্ম্মায় (সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ—সত্য ব্রহ্মের অনুসন্ধানে তৎপর—আমার) দৃষ্টয়ে (দর্শনের—অপরোক্ষতা লাভের—নিমিত্ত) তৎ (সেই চৈতন্য-স্বরূপ) অপাবৃণু (উন্মুক্ত কর—প্রকাশ কর) [পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে নিবৃত্তির ও প্রবৃত্তির পথ বর্ণিত হইয়াছে ; এক্ষণে নিবৃত্তি পথে সূর্য্যমণ্ডলস্থ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা প্রকৃত অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে।] ১৫।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহন্ রশ্মী সমূহ তেজো।

যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬

একর্ষে পূষন্ সূর্য্য (হে একাকী গমনশীল ও জগৎপোষক সূর্য্য!) যম (হে সর্ব্ব পদার্থের সংযমকারিন্ বা সংহারক!) প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতি নন্দন!) রশ্মীন্ (রশ্মিসমূহ) ব্যূহ (অপসারিত কর) তেজঃ (জ্যোতিঃ) সমূহ (সঙ্কোচিত কর) তে (তোমার) যৎ কল্যাণতমং রূপম্ (যাহা পরম কল্যাণময় রূপ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ) তৎ (তাহা) তে (তোমার কৃপায়) পশ্যামি (দর্শন করি) যঃ অসৌ (যিনি ঐ, অর্থাৎ আদিত্য-মণ্ডলে স্থিত) অসৌ পুরুষঃ (উনিই পুরুষ, অর্থাৎ প্রাণরূপে জগতে ব্যাপ্ত অথবা বুদ্ধিতে অবস্থিত) সঃ অহম্ অস্মি (তিনি আমি হই, অর্থাৎ আমি তাঁহার চৈতন্যস্বরূপ হইতে অভিন্ন, সুতরাং তিনি ব্যতীত আমার আর পৃথক্ সত্তা নাই) [পরমাত্মার চৈতন্যস্বরূপে জীবভাবের অভেদ বোধই নিবৃত্তিপথে অমৃতত্ব লাভের উৎকৃষ্ট উপায়।] ১৬।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর,
কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

অথ (এক্ষণে—মৃত্যুকালে) বায়ুঃ (প্রাণবায়ু অর্থাৎ প্রাণবায়ু সহ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর) অনিলং অমৃতং (বায়ুরূপ সূত্রাত্মাকে) [প্রাপ্ত হউক] ইদং শরীরং (এই স্থূল শরীর) [অগ্নিতে আহুত হইয়া] ভস্মান্তং (ভস্মসাৎ) [হউক] ক্রতো (হে শুভাশুভ চিন্তাকারী মন !) ওঁ (ব্রহ্ম প্রতিপাদক প্রণব) স্মর (স্মরণকর) কৃতং (আজীবন কৃত কর্ম্ম) স্মর (স্মরণ কর) [ঐকান্তিকতা প্রকাশের জন্য একই কথা পুনরুক্ত হইয়াছে] [দেহান্তকালে শুভাশুভ কর্ম্মের স্মরণপূর্ব্বক অনুতাপ ও বৈরাগ্য সহ শরণাগত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণই এতন্মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।] ১৭।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥

ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

অগ্নে (হে অগ্নে !) অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ধনের— কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত) সুপথা (সুপথে অর্থাৎ দেবযান মার্গ দ্বারা) নয় (লইয়া যাও) দেব (হে দেব !) [তুমি]

[আমাদের] বিশ্বানি (সর্ব্ব) বয়ুনানি (কর্ম্ম ও জ্ঞান সমূহ) বিদ্বান্ (অবগত আছ) অস্মৎ (আমাদিগের) জুহুরাণং (কুটিল বা অপকারী) এনঃ (পাপসমূহ) যুযোধি (বিদূরিত কর) তে (তোমাকে) ভূয়িষ্ঠাং (বহুতর) নম-উক্তিং (নমস্কার বচন) বিধেম (প্রদান করিতেছি) [মৃত্যুকালে অন্যরূপ উপাসনায় অসমর্থ হইয়া কেবল পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।] [এইটী নিবৃত্তিমার্গগমনে উৎসুক উপাসক কর্ত্তৃক দেবযান মার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকে গমনের নিমিত্ত অগ্নিরূপী সগুণ ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা। জ্ঞানী ব্রহ্মলোকে গমন করেন না, তিনি দেহাবসানসহ নিত্য ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন।] ১৮।

"কেন" বা "তলবকার" উপনিষদের আভাস।

ইহা সামবেদের অন্তর্গত। প্রথমে "কেন" পদের উল্লেখ থাকাতে ইহার নাম কেনোপনিষৎ, এবং তলবকার শাখার অন্তর্গত বলিয়া অপর নাম তলবকারোপনিষৎ হইয়াছে। ইহা চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। যথা—(১) চক্ষু, কর্ণ, মন, প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রেরণায় পরিচালিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে জানিতে পারে না। লোকে সাধারণতঃ ব্রহ্মের যে বিশেষ বিশেষ বিভূতির উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার সগুণ রূপ, পরন্তু তাঁহার যে নিগুর্ণ স্বরূপ তাহা ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর। (২) যাহারা মনে করে যে ব্রহ্মকে জানিয়াছি, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে জানিতে পারে না, কেননা, নিগু'ণ ব্রহ্ম বুদ্ধ্যাদির অতীত। পরন্তু যাঁহারা বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মের বিকাশ ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারাই কথঞ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন এবং দেহান্তে মুক্তিলাভ করেন। সিদ্ধিলাভে মৃত্যুভয় নিবারিত হয় না; নিজের ব্রহ্মস্বরূপতা উপলব্ধি করিতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। (৩) দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি প্রভাবেই দেবতাদিগের জয়লাভ হইয়াছিল ইহা না জানিয়া দেবতারা বৃথা

গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্ম তাঁহাদের ভ্রম নিবারণার্থ সগুণ রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন; কিন্তু দেবতাগণ তাঁহাকে এইরূপে বুঝিতে না পারিয়া যথাক্রমে বায়ু ও অগ্নিকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ শক্তিহীনতা দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যেন উপেক্ষা করিয়াই সে রূপ তিরোহিত হইল, এবং তথায় হৈমবতী উমাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। (৪) দেবতারা যে ব্রহ্মের শক্তিতেই জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত যে আর কাহারও পৃথক্ শক্তি নাই, দেবী তাহা ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন। বায়ু, অগ্নি ও ইন্দ্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলেই দেবতাদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। বিদ্যুতের বিকাশ ও চক্ষুর নিমেষে এবং মনের চিন্তায় ব্রহ্মশক্তির স্ফুরণ হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, নিষ্কামকর্ম্ম, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সত্যনিষ্ঠায় অভ্যাস করা আবশ্যক।

কেনোপনিষৎ ।

(শান্তি পাঠ)

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

মম (আমার) অঙ্গানি (অঙ্গ সমূহ) বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ (বাক্য, প্রাণ, চক্ষু ও কর্ণ) অথো (এবং) বলম্ (শক্তি) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি চ (ও ইন্দ্রিয় সমূহ) আপ্যায়ন্তু (পরিপুষ্ট হউক)। ঔপনিষদং ব্রহ্ম (উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম) সর্ব্বং (সম্পূর্ণরূপে) [প্রতিভাত হউন] অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে)

মা নিরাকুর্য্যাম্ (যেন অস্বীকার না করি), ব্রহ্ম মা (আমাকে) মা নিরাকরোৎ (যেন প্রত্যাখ্যান না করেন), [তাঁহার নিকট আমার] অনিরাকরণম্ (অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক), মে (আমার নিকট) [তাঁহার] অনিরাকরণম্ (অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক), [আমাদের নিত্য সম্বন্ধ থাকুক।] [আর] তদাত্মনি নিরতে ময়ি (আত্মনিষ্ঠ আমাতে) উপনিষৎসু (উপনিষদে কথিত) যে ধর্ম্মাঃ (যে ধর্ম্ম সমূহ) তে (তাহারা) সন্তু (প্রতিভাত হউক) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) সন্তু (প্রকাশিত হউক)।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১

কেন (কাহার দ্বারা) ইষিতম্ (অভিপ্রেত) [এবং] প্রেষিতম্ (প্রেরিত হইয়া) মনঃ (মন) [স্ববিষয়ে] পততি

(ধাবিত হয়) কেন (কাহার দ্বারা) যুক্তঃ (নিযুক্ত হইয়া) প্রথমঃ প্রাণঃ (শ্রেষ্ঠ প্রাণ) প্রৈতি (গমনাগমন করে), কেন (কাহার দ্বারা) ইষিতাং (অভিপ্রেত) ইমাং বাচম্ (এই বাক্য) [লোকে] বদন্তি (উচ্চারণ করে) ক উ দেবঃ (কোন দেবতা) চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ চ (চক্ষু ও কর্ণকে) [স্ব স্ব কার্য্যে] যুনক্তি (নিযুক্ত করেন ?)। [দেহেন্দ্রিয়াদি জড় বস্তুর অতীত কোনও চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব বিষয়েই এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে।] ১।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২

যৎ (যিনি) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং (শ্রোত্রের শ্রোত্র, অর্থাৎ কর্ণের শক্তি বিধায়ক) মনসঃ মনঃ (মনের মন) বাচঃ হ বাচম্ (বাক্যেরও বাক্য) সঃ উ (তিনিই) প্রাণস্য প্রাণঃ (প্রাণের প্রাণ) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (চক্ষুর চক্ষু) [এই হেতু] ধীরাঃ (পণ্ডিতগণ) [ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি] অতিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ (ইহলোক হইতে) প্রেত্য (গমন পূর্ব্বক) [অর্থাৎ মৃত্যুর পর] অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হয়েন)। [দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি

হইতে পৃথক্ আত্মচৈতন্যের অপরোক্ষজ্ঞানেই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ হইয়া থাকে।] ২।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥

তত্র (তাহাতে—ব্রহ্ম সত্তায়) চক্ষুঃ (চক্ষু) ন গচ্ছতি (যায় না) বাক্ ন গচ্ছতি (বাক্য গমন করে না) মনঃ নো (মনও যাইতে পারে না) [অর্থাৎ ব্রহ্ম চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও মনের অগম্য] [আমরা] [তাঁহাকে] ন বিদ্মঃ (জানি না), [আচার্য্য] যথা (যেরূপ) এতৎ (এই ব্রহ্ম তত্ব) অনুশিষ্যাৎ (উপদেশ দেন) [তাহাও] ন বিজানীমঃ (জানি না) [কেননা ব্রহ্মজ্ঞান কেবল উপদেশে লাভ করা যায় না, উহা বিবেক-বৈরাগ্যাদিসহ গভীর ধ্যান দ্বারাই লব্ধ হয়।]

অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥৩

তৎ (তাহা—ব্রহ্ম সত্তা) বিদিতাৎ (জ্ঞাত পদার্থ—বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হইতে) অন্যৎ এব (ভিন্নই) অথো (এবং) অবিদিতাৎ (অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে) অধি (পৃথক্) যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদিগের নিকট) তৎ

(তাহা—ব্রহ্মতত্ত্ব) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) [সেই] পূর্ব্বেষাম্ (পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট) ইতি (ইহা) শুশ্রুম (শ্রবণ করিয়াছি)। [গুরুপরম্পরাক্রমে উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক অভ্যাস সহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়, কেবল শব্দার্থের আলোচনায় ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।] ৩।

যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৪*

যৎ (যিনি) বাচা (বাক্য দ্বারা) অনভ্যুদিতং (প্রকাশিত হন না) যেন (যাঁহা দ্বারা) বাক্ (বাক্য) অভ্যুদ্যতে (প্রকাশিত হয়), ত্বং (তুমি) তৎ এব (তাঁহাই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া).

---

* "নেদং যদিদমুপাসতে"—ইহা (নিগুর্ণ) ব্রহ্ম নহে, যাহাকে লোকে উপাসনা করে। অর্থাৎ নিগুর্ণ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয়ীভূত নহেন। তিনি অনির্ব্বচনীয়, মনোবুদ্ধির অগোচর, এবং ইন্দ্রিয়গণের বহির্ভূত। হস্ত পদাদিবিশিষ্ট জড়পিণ্ডই কেবল প্রতিমা নহে, মনোবুদ্ধির গম্য, জ্ঞানের ও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত রূপ, নাম বা ভাব, যাহায়ই তুমি উপাসনা কর, তাহাই "প্রতিমা"। এই প্রতিমা পূজা অনাদিকাল হইতে জগতে প্রচলিত।

(শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি—১৩৬ পৃষ্ঠা)

বিদ্ধি (জানিও), [লোকে] ইদং যৎ (এই যাহা—অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদিগ্রাহ্য রূপ ও শব্দাদি, এবং অন্তঃকরণগ্রাহ্য চিন্তাদি) উপাসতে (উপাসনা করে) ইদং (ইহা) [বিশুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্ত] ন (নহে)। [কেননা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থই সগুণ ব্রহ্মের বিভিন্ন বিকাশ। মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা হইয়া থাকে, বিশুদ্ধ বা নির্গুণ ব্রহ্ম অন্তঃকরণেরও অতীত, এইজন্য কেহ তাঁহার উপাসনা করিতে পারে না। সগুণ ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) উপাসনা দ্বারা ভিন্নতাকারক অন্তঃকরণাদি উপাধি বর্জ্জিত হইতে পারিলে নির্গুণ ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপতা লাভ হয়।] ৪।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫

[লোকে] মনসা (মনের দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন মনুতে (চিন্তা করিতে পারে না) যেন (যাঁহার দ্বারা) মনঃ (অন্তঃকরণ) মতং (অধিকৃত—প্রকাশিত হয়) [ব্রহ্মবিদ্‌গণ এইরূপ] আহু (বলেন), ত্বং (তুমি) তৎ এব (তাঁহাকেই) ব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ইদং যৎ (এই যাহা) [দেশ কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন নামরূপাদি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-মনোগ্রাহ্য পদার্থ] [লোকে] উপাসতে (উপাসনা করে) ইদং

(ইহা) [নিগু'ণ ব্রহ্ম] ন (নহে) [ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—বাহ্য বিষয় এবং মনোবুদ্ধির বিষয়—চিন্তনাদি সমস্তই আত্মা হইতে ভিন্ন। ইন্দ্রিয় ও মন নিগু'ণ আত্মার ধারণা করিতে পারে না ; বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধনার অভ্যাস সহ উপায়ক্রমে উহারা নিরুদ্ধ হইলেই নিগু'ণ ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশিত হয়েন।] ৫।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬

[লোকে] চক্ষুষা (চক্ষু দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন পশ্যতি (দেখিতে পায় না) যেন (যাঁহার দ্বারা) [লোকে] চক্ষূংষি (চক্ষু সমূহকে) পশ্যতি (দর্শন করে) ত্বং (তুমি) তৎ এব (তাঁহাকেই) ব্রহ্ম (নিগু'ণ ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ইদং যৎ (এই যাহা) [অর্থাৎ শব্দরূপাদিময় স্থূল পদার্থ ও চিন্তাগম্য সূক্ষ্ম পদার্থ] [লোকে] উপাসতে (উপাসনা করে) ইদং (এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়) [চিন্ময় ব্রহ্ম] ন (নহে) ৬।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি,
যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭

[লোকে] শ্রোত্রেণ (কর্ণদ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন শৃণোতি (শ্রবণ করিতে পারে না) যেন (যাঁহাদ্বারা) ইদং শ্রোত্রং (এই কর্ণ) শ্রুতম্ (অধিকৃত), [অর্থাৎ যে আত্মশক্তিতে কর্ণ শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট] ত্বং (তুমি) তৎ এব (তাঁহাকেই) ব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ইদং যৎ (এই যাহা—সৃষ্ট পদার্থ) [লোকে] উপাসতে (উপাসনা করে) ইদং (ইহা) ন (বিশুদ্ধ ব্রহ্ম সত্তা নহে) [কেননা সৃষ্ট জগতের সমস্তই সগুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ রূপ।] ৭।

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮

[লোকে] প্রাণেন (নাসিকাস্থিত প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন প্রাণিতি (গ্রহণ করিতে পারে না) যেন (যাঁহার দ্বারা) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) [স্ববিষয়ে] প্রণীয়তে (প্রেরিত হয়) ত্বং (তুমি) তৎ এব (তাঁহাকেই) ব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্ম চৈতন্য বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ইদং যৎ (এই যাহা—ইন্দ্রিয়মনোগ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থ) [লোকে] উপাসতে (উপাসনা করে) ইদং (ইহা) ন (ব্রহ্ম চৈতন্য নহে) [এ সমস্তই সগুণ ব্রহ্মের সাকার বিকাশ।] ৮।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥ ১

যদি মন্যসে (যদি মনে কর) সুবেদ ইতি (আমি ব্রহ্মের স্বরূপ উত্তমরূপে জানিয়াছি) [তাহা হইলে] নূনং (নিশ্চয়ই) ত্বং (তুমি) ব্রহ্মণঃ রূপং (ব্রহ্মের স্বরূপ) দভ্রম্ এব অপি (অল্পই) বেত্থ (জানিয়াছ)। অস্য (ইঁহার—ব্রহ্মের) যৎ (যে ভৌতিক রূপ—চরাচর দৃশ্য জগৎ) ত্বং (তুমি) [জানিয়াছ] নু (অথবা) দেবেষু (দেবতাদিগের মধ্যে) অস্য (ইঁহার—ব্রহ্মের) যৎ (যে রূপ) [দৃষ্ট হয়] [তাহাও অল্প] [অতএব] অহং (আমি—আচার্য্য) মন্যে (মনে করি) তে (তোমার) বিদিতং (পরিজ্ঞাত) [ব্রহ্মস্বরূপ] মীমাংস্যম্ (যুক্তিসহ বুঝিবার আবশ্যক)। [ভোগবাসনাশূন্য অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত না হইলে মন স্থির হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারে না; এইজন্য সুখভোগের স্থান দেবলোকেও ব্রহ্মের চিন্ময় স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।] ১।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি
বেদ চ॥ ২

[আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিষয়িণী বিচারণার পর শিষ্য বলিতেছেন—] [ব্রহ্মকে] সুবেদ (উত্তমরূপে জানিয়াছি) ইতি (এরূপ) অহং (আমি) ন মন্যে (মনে করি না) [একেবারেই] ন বেদ (জানিনা) ইতি চ (এরূপও) নো বেদ (মনে করি না)। নঃ (আমাদের মধ্যে) যঃ (যিনি) তৎ (সেই বাক্যার্থে) "নো ন বেদ (জানিই না) বেদ চ (এবং জানি)" ইতি (এইরূপে) বেদ (জানিয়াছেন) [তিনি] তৎ (সেই ব্রহ্মকে) বেদ (জানিয়াছেন)। [শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র হয়, ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য গভীর ধ্যানের অভ্যাস করা আবশ্যক।] ২।

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥৩

[ব্রহ্ম] যস্য (যাঁহার) অমতং (অবিদিত) [ব্রহ্ম] তস্য (তাঁহারই) মতম্ (পরিজ্ঞাত) [ব্রহ্ম] যস্য (যাঁহার) মতম্ (বিদিত) সঃ (তিনি) [ব্রহ্মকে] ন বেদ (জানেন না) [কারণ] বিজানতাং (সম্যক্ জ্ঞানীদিগের নিকট) [ব্রহ্ম]

অবিজ্ঞাতং (অবিদিত) [অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা পৃথক্‌ভাবে অজ্ঞাত] [বলিয়া কথিত হয়েন।] ৩।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥৪

[যাঁহাদ্বারা] [ব্রহ্ম] প্রতিবোধবিদিতং (প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতে নিত্য জ্ঞানরূপে বিদিত) [তাঁহাদ্বারাই] [ব্রহ্ম] মতম্ (চৈতন্যরূপে পরিজ্ঞাত হয়েন) [তিনিই] অমৃতত্বং (মুক্তি) হি বিন্দতে (লাভ করেন)। আত্মনা (জীবাত্মার জ্ঞান দ্বারা) [তিনি] বীর্য্যং (সিদ্ধি-শক্তি) বিন্দতে (লাভ করেন) [এবং] বিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাসে পরমাত্মজ্ঞান দ্বারা) অমৃতং মুক্তি বিন্দতে (লাভ করেন)। [পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে আত্মচৈতন্যের জ্ঞান হইলেই দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং অমৃতলাভ অর্থাৎ মৃত্যুভয় বিদূরিত হইয়া থাকে।] ৪।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ৫

[মনুষ্য] ইহ (ইহলোকে) চেৎ (যদি) [ব্রহ্মস্বরূপ] অবেদীৎ (বিদিত হইতে পারে) অথ (তাহা হইলে) [তাহার]

সত্যং (সত্য—জীবনের সফলতা) অস্তি (হয়); ইহ (ইহলোকে) চেৎ (যদি) [ব্রহ্মস্বরূপ] ন অবেদীৎ (জানিতে না পারে) [তবে] মহতী বিনষ্টিঃ (মহা অনিষ্ট) [হয়] [এইজন্য] ধীরাঃ (জ্ঞানিগণ) ভূতেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে—প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে) [ব্রহ্মভাব] বিচিত্য (উপলব্ধি করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ (ইহলোক হইতে) প্রেত্য (গমন করিয়া) অমৃতাঃ (অমর বা ব্রহ্মস্বরূপ) ভবন্তি (হয়েন)। [ধ্যানযোগে নিজ নিত্য চৈতন্যস্বরূপের ধারণা নিশ্চয় হইলেই সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম-সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে।] ৫।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১

[একদা] ব্রহ্ম হ (ব্রহ্মই) দেবেভ্যঃ (দেবতাদিগের হিতার্থ) [অসুরদিগকে] বিজিগ্যে (পরাজিত করিলেন) তস্যহ ব্রহ্মণঃ

(সেই ব্রহ্মের) বিজয়ে (জয়ে) দেবাঃ (দেবগণ) [নিজেদের জয় মনে করিয়া] অমহীয়ন্ত (গৌরব বোধ করিয়াছিলেন) তে (তাঁহারা) [না জানিয়া] অস্মাকম্ এব (আমাদেরই) অয়ং বিজয়ঃ (এই বিজয়) অস্মাকম্ এব (আমাদেরই) অয়ং মহিমা (এই মহিমা) ইতি (এইরূপ) ঐক্ষন্ত (মনে করিয়াছিলেন)। [দেবগণ তাঁহাদের অন্তরে নিত্য বিদ্যমান ব্রহ্মতেজঃ প্রভাবেই যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহা না বুঝিয়া বৃথা গর্ব্বিত হইয়াছিলেন।] ১।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২

[ব্রহ্ম] হ এষাং (ইঁহাদিগের—দেবতাদিগের) তৎ (সেই ভ্রম) বিজজ্ঞৌ হ (বুঝিতে পারিয়াছিলেন) [ব্রহ্ম] তেভ্যঃ (দেবতাদিগের নিকট) প্রাদুর্বভূব (আবির্ভূত হইলেন) [কিন্তু] তৎ (সেই ব্রহ্মকে) [দেখিয়াও] ইদং (এই) যক্ষং (বিস্ময়কর ও পূজনীয় রূপটী) কিং (কি) ইতি (তাহা) [দেবতাগণ] ন ব্যজানত (বুঝিতে পারিলেন না)। [দেবগণের চিত্ত অহঙ্কারে কলুষিত হওয়ায় তাঁহারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই।] ২।

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি।
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ৩

তে (তাঁহারা—দেবতাগণ) অগ্নিং (অগ্নিকে) অব্রুবন্ (বলিয়াছিলেন) [হে] জাতবেদঃ (সর্ব্বজ্ঞকল্প অগ্নে!) এতৎ (এই) যক্ষং (যক্ষ) কিং (কি পদার্থ) এতৎ (ইহা) বিজানীহি (অবগত হও) [অগ্নিও] তথা ইতি (তাহাই হউক) [বলিলেন।] ৩।

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি।
অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা
অহমস্মীতি ॥ ৪

[অগ্নি] তৎ (সেই যক্ষের নিকট) অভ্যদ্রবৎ (উপস্থিত হইলেন) [যক্ষ] তং (তাঁহাকে—অগ্নিকে) কঃ অসি (কে তুমি হও) ইতি (ইহা) অভ্যবদৎ (জিজ্ঞাসা করিলেন) [অগ্নি] অব্রবীৎ (বলিলেন) অহং (আমি) অগ্নিঃ বৈ (অগ্নি) অস্মি ইতি (হই) অহং (আমি) জাতবেদাঃ বৈ (সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞাতা) অস্মি ইতি (হই)। ৪।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।
অপীদং সর্ব্বং দহেয়ম্,
যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫

[যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন] তস্মিন্ ত্বয়ি (এরূপ প্রসিদ্ধগুণ ও নামযুক্ত তোমাতে) কিং বীর্য্যম্ ইতি (কি শক্তি আছে ?) [অগ্নি বলিলেন] পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) ইদং যৎ (এই যে কিছু পদার্থ) [আছে] ইদং সর্ব্বম্ অপি (এই সমস্তই) দহেয়ম্ ইতি (দগ্ধ করিতে পারি)। ৫।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।

তদুপ প্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন

তন্ন শশাক দগ্ধুম্।

স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং

বিজ্ঞাতুম্, যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬

এতৎ (এইটী) দহ (দগ্ধ কর) ইতি (ইহা বলিয়া) [যক্ষ] তস্মৈ (তাঁহার—অগ্নির সম্মুখে) তৃণং (একটী তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিলেন) [অগ্নিও] সর্ব্বজবেন (উৎসাহ ও সত্বরতা সহ তৎ (তাহার—তৃণের নিকট) উপপ্রেয়ায় (উপস্থিত হইলেন) [কিন্তু] তৎ (তাহা) দগ্ধুং (দগ্ধ করিতে) ন শশাক (সমর্থ হইলেন না)। সঃ (তিনি—অগ্নি) ততঃ এব (তাঁহার—যক্ষের নিকট হইতে) নিববৃতে (প্রত্যাবৃত্ত হইলেন), [এবং দেবগণকে বলিলেন] এতৎ যক্ষং (এই যক্ষ) যৎ ইতি (যে কি) এতৎ ই ॥ বিজ্ঞাতুং (বুঝিতে) ন অশকম্(পারিলাম

না)। [ব্রহ্মতেজ ব্যতীত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের যে পৃথক্ কোনও শক্তি নাই, সমস্তই ব্রহ্মসত্তার আশ্রিত, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে]।৬।

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি—
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥ ৭

অথ (অনন্তর) [দেবগণ] বায়ুং (বায়ুকে) অব্রুবন্ (বলিলেন) বায়ো (হে বায়ো!) এতৎ যক্ষং কিম্ ইতি (এই যক্ষটী কে) এতৎ বিজানীহি (ইহা জানিয়া আইস) [বায়ু বলিলেন] তথা ইতি (তাহাই হউক)। ৭।

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি।
বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা
অহমস্মীতি ॥ ৮

[বায়ু] তৎ (সেই যক্ষের নিকট) অভ্যদ্রবৎ (উপস্থিত হইলেন) [যক্ষও] তং (তাহাকে) অভ্যবদৎ (জিজ্ঞাসা করিলেন) কঃ অসি ইতি (তুমি কে?) [বায়ু] অব্রবীৎ বলিলেন) অহং (আমি) বায়ুঃ বৈ (বায়ুঃ=গমনশীল) অস্মি ইতি (হই) মাতরিশ্বা বৈ (মাতরিশ্বা=অন্তরীক্ষে বিচরণশীল) অস্মি ইতি (হই)।৮।

তস্মিং স্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি ?
অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ম্—
যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯

[যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন] তস্মিন্ ত্বয়ি (তাদৃশ তোমাতে কিং বীর্য্যম্ ইতি (কি শক্তি আছে ?) [বায়ু উত্তর করিলেন] পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) যৎ ইদম্ ইতি (এই যাহা কিছু আছে) ইদম্ সর্ব্বম্ অপি (এই সমস্তই) আদদীয়ম্ (আদান—গ্রহণ করিতে পারি) । ৯।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি।
তদুপ প্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন
তন্ন শশাকাদাতুম্।
স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০

[যক্ষও] তস্মৈ (তাঁহার—বায়ুর সম্মুখে) তৃণং (একটী তৃণ) নিদধৌ (রাখিলেন) এতৎ (এইটী) আদৎস্ব (গ্রহণ কর) ইতি (এইরূপ বলিলেন), [বায়ু] তৎ (তাহার নিকট) উপপ্রেয়ায় (উপস্থিত হইলেন) ; [কিন্তু] সর্ব্বজবেন (সম্পূর্ণ

বল ও উৎসাহ সহকারেও) তৎ (তাহা) আদাতুং (গ্রহণ করিতে) ন শশাক (পারিলেন না) সঃ (তিনি) ততঃ এব (তাঁহার—যক্ষের নিকট হইতে) নিববৃতে (প্রত্যাবৃত্ত হইলেন) [এবং দেবগণকে বলিলেন] এতৎ (এই) যক্ষং (যক্ষ) যৎ ইতি (যে কি) এতৎ (ইহা) বিজ্ঞাতুং (জানিতে) ন অশকং (সমর্থ হইলাম না)। ১০।

অথেন্দ্রমব্রুবন্, মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি—
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি
তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ১১

অথ (অনন্তর) [দেবগণ] ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) অব্রুবন্ (বলিলেন) মঘবন্ (হে মঘবন্!) এতৎ (এই) যক্ষং (যক্ষ) কিম্ ইতি (যে কে) এতৎ (ইহা) বিজানীহি (জানিয়া আইস [ইন্দ্রও) তথা ইতি (তথাস্তু বলিয়া) তৎ (তাঁহার নিকট) অভ্যদ্রবৎ (গমন করিলেন) [কিন্তু যক্ষ] তস্মাৎ (তাঁহার—ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে) তিরোদধে (অন্তর্হিত হইলেন)। [যক্ষের অন্তর্দ্ধানে ইন্দ্রের বৃথা গর্ব্ব বিদূরিত হইল; তিনি তদ্গতচিত্ত হইয়া অবস্থিত থাকায় ব্রহ্ম বিদ্যা উমারূপে আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন।] ১১।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম
বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্।
তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২

সঃ (তিনি—ইন্দ্র) তস্মিন্ এব আকাশে (সেই আকাশে বহু শোভমানাং (বহুশোভাসম্পন্না) হৈমবতীং (হিমালয় দুহিতা) অথবা হেমাভরণভূষিতা) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীরূপা) উমাং (উমা—উ+ম্+অ—স্ত্রী আ=ওঁ, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার বা ভগবতী দুর্গার সমীপে) আজগাম (আগমন করিলেন), [এবং] হ (ইন্দ্র) তাং (তাঁহাকে) উবাচ (জিজ্ঞাসা করিলেন) এতৎ যক্ষং (এই যক্ষ) কিম্ ইতি (কে?)। ১২।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা
এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি,
ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১

সা (সেই উমা) হ (পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রকে) উবাচ (বলিলেন) ব্রহ্ম ইতি (ইনি ব্রহ্ম)। ব্রহ্মণঃ বৈ (ব্রহ্মেরই) [বিজয়ে]

যূয়ং (তোমরা) এতৎ (এইরূপে) মহীয়ধ্বং ইতি (মহিমান্বিত হইয়াছ) ততঃ (তাঁহার—উমার বাক্য হইতে) [ইন্দ্র] হ এব (ইনিই) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদাঞ্চকার (জানিয়াছিলেন)। ১।

তস্মাদ্ এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ, তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২

যৎ (যেহেতু) অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ (অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র) তে হি (তাঁহারাই) নেদিষ্ঠং (নিকটবর্ত্তী) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) পস্পর্শুঃ (স্পর্শ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিদিত হইয়াছিলেন) তে হি (তাঁহারাই) প্রথমঃ (প্রথম হইয়া) এনৎ (ইঁহাকে) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদাঞ্চকার (বিদিত হইয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেই জন্য) এতে বৈ দেবাঃ (এই [তিন] দেবতাই) অন্যান্ দেবান্ (অন্যান্য দেবতাগণকে) অতিতরাম্ ইব (অতিক্রমই করিয়াছিলেন)। ২।

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ ; স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩

হি (যেহেতু) সঃ (তিনি—ইন্দ্র) এনৎ (সেই) নেদিষ্ঠং (সন্নিহিত) [ব্রহ্মকে] পস্পর্শ (স্পর্শ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিদিত হইয়াছিলেন, (যেহেতু) সঃ (তিনি) প্রথমঃ (প্রথম হইয়া) এনৎ (তাঁহাকে) ব্রহ্ম ইতি (ইনি ব্রহ্ম বলিয়া) বিদাঞ্চকার (জানিয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেই জন্য) ইন্দ্রঃ বৈ (ইন্দ্রই) অন্যান্ দেবান্ (অন্যান্য দেবগণকে) অতিতরাম্ ইব (অতিক্রমই করিয়াছিলেন) [দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।] ৩।

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যুতো
ব্যদ্যুতদ্ আ ইতীন্ ন্যমীমিষদ্ আ
ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪

তস্য (তাঁহার—ব্রহ্মের সম্বন্ধে) এষঃ (এইরূপ) আদেশঃ (উপমা সহ উপদেশ) [আছে]। বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের) এতৎ যৎ (এই যে) ব্যদ্যুতৎ (প্রকাশ) আ ইতি (সেইরূপ) [যেরূপ চক্ষু] ন্যমীমিষৎ (নিমেষ পাত করে) আ ইৎ (সেইরূপ —ক্ষণস্থায়ী) ইতি অধিদৈবতম্ (ইহাই অধিদৈব উপদেশ, অর্থাৎ দ্যুলোকে ব্রহ্মসত্তার তেজ ও আলোক রূপের উপমা সহ উপদেশ)। [বিদ্যুতের প্রকাশ ও চক্ষুর নিমেষের ন্যায়

বহির্জগতে ব্রহ্মের বিকাশ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। এই জন্য অন্তরেই তাঁহার ধারণা অভ্যাস করা আবশ্যক।] ৪।

অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৫

অথ (অনন্তর) অধ্যাত্মং (অধ্যাত্ম=দেহস্থ আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ) [কথিত হইতেছে] মনঃ (মন) যৎ এতৎ (এই যে ব্রহ্মের নিকট) গচ্ছতি ইব (যেন গমন করে) অনেন চ (এবং ইহার দ্বারা—মনের দ্বারা) [উপাসক] এতৎ (এই ব্রহ্মকে) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তর) উপস্মরতি (স্মরণ করেন) [ব্রহ্ম বিষয়ে এইরূপ] সঙ্কল্পঃ (মানসচিন্তা) [কর্ত্তব্য] [ব্রহ্মবিষয়ক মানস চিন্তার প্রভাবে ক্রমশঃ মন অন্তর্ম্মুখীণ হইয়া ব্রহ্মচৈতন্যে স্থিরতা লাভ করে।] ৫।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদ, অভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬

তৎ হ (সেই ব্রহ্ম) তদ্বনং (তস্য=তাহার, প্রাণিমাত্রের বনং=ভজনীয়, আরাধ্য) [কেন না ব্রহ্ম সকলের আত্মস্বরূপ]

নাম (এইব্রহ্ম) [তাঁহাকে] তদ্বনম্ ইতি (প্রাণিগণের আরাধ্য বা উপাস্য বলিয়া) উপাসিতব্যম্ (উপাসনা করা কর্ত্তব্য) সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ (ইহাকে—ব্রহ্মকে) এবং (এইরূপে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে) বেদ (জানেন, উপাসনা করেন) এনং হ (তাঁহার নিকট) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণী) অভিসংবাঞ্ছন্তি (অভীষ্ট প্রার্থনা করে) [যেহেতু সাধক আত্মরূপে ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপই হয়েন।] ৬।

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি, উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭

[শিষ্য বলিলেন] ভো (হে ভগবন্) [আমাকে] উপনিষদং (উপনিষৎ—ব্রহ্মবিদ্যা) ব্রূহি ইতি (উপদেশ করুন) [আচার্য্য বলিলেন] তে (তোমাকে) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যারহস্য) উক্তা (বলিয়াছি) তে (তোমাকে) ব্রাহ্মীং (ব্রহ্মবিষয়িণী) উপনিষদম্ (রহস্যবিদ্যা) অব্রূম বাব ইতি (নিশ্চয়ই উপদেশ করিয়াছি)। [উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ উপরি উক্ত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সাধনসমূহ কথিত হইবে।] ৭।

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা
বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গাণি সত্যমায়তনম্ ॥ ৮

তপঃ (শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ) দমঃ (ইন্দ্রিয়গণের সংযম) কর্ম্ম ইতি (এবং ঈশ্বর প্রীত্যর্থ নিষ্কাম কর্ম্ম) তস্যৈ (সেই ব্রহ্মবিদ্যার) প্রতিষ্ঠা (পাদস্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায়) বেদাঃ (চতুর্ব্বেদ ও শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ=শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ) সর্ব্বাঙ্গাণি (ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ সমূহ) [এবং] সত্যং (অকপটতা বা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা) [ব্রহ্মবিদ্যার] আয়তনং (আশ্রয় স্থান)। [অতএব তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, নিষ্কামকর্ম্ম, উপনিষদাদির অভ্যাস ও সত্যনিষ্ঠাই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। যথা—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং" ॥ ৩য় মুণ্ডকম্, ১।৫] ৮।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য
পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে
প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

কেনোপনিষৎ সমাপ্তা।

যঃ বৈ (যে ব্যক্তি) এতাং (ইহাকে—উপনিষদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যাকে) এবং (এইরূপে অর্থাৎ তপস্যা, নিষ্কাম কর্ম্ম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন সহ) বেদ (জানেন) [তিনি] পাপ্মানং (পাপকে) অপহত্য (বিধূত করিয়া) অনন্তে জ্যেয়ে স্বর্গে লোকে (অনন্ত, অতি সুখাত্মক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে বা ব্রহ্মস্বরূপে) প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি (অবস্থিতি করেন) [আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না] [প্রতিতিষ্ঠতি পদের দ্বিরুক্তি গ্রন্থসমাপ্তিসূচক, এবং প্রদত্ত উপদেশের নিশ্চয়তা-প্রতিপাদক।] ৯।

কঠোপনিষৎ ।

কঠোপনিষদের আভাস ঃ

ইহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কঠ ব্রাহ্মণ বা কঠ সংহিতার অন্তর্গত। ইহা দুই অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে তিনটি করিয়া বল্লী বা বিভাগ আছে।

<u>প্রথম অধ্যায়।</u> (১) উদ্দালক মুনি সর্ব্বস্ব দক্ষিণাসহ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পুত্র নচিকেতা পিতাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "পিতঃ! আমি কাহার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইব?" উক্ত বিষয়ে পুত্রের পুনঃপুনঃ প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া উদ্দালক কহিলেন "তুমি যমের নিকট প্রদত্ত হইবে।"

নচিকেতা যমালয়ে গিয়া যমরাজের অনুপস্থিতি জন্য তাঁহার অপেক্ষায় তথায় তিনরাত্রি অনাহারে যাপন করিলেন, পরে যমের সাক্ষাৎ হয়। অতিথি সৎকারের ত্রুটি হওয়াতে তৎপুরণার্থ যমরাজ নচিকেতাকে তাঁহার অভীপ্সিত তিনটি বর প্রদান করিলেন। প্রথম বর নচিকেতার প্রতি তদীয় পিতার স্নেহ ও সন্তোষ, দ্বিতীয় বর যমের নিকট স্বর্গলাভের উপায় অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা। তৃতীয় বরে নচিকেতা মৃত্যুর পর আত্মার

অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তদ্বিষয় অতি দুর্ব্বোধ্য বলিয়া যমরাজ তাঁহাকে নানা প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা অন্য বর গ্রহণে অনুরোধ করিলেও নচিকেতা ভোগৈশ্বর্য্য প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বোপদেশেরই প্রার্থনা করিলেন। (২) অনন্তর নচিকেতাকে বিষয়ভোগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া যমরাজ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের স্বরূপ বর্ণনপূর্ব্বক আত্মার দুজ্ঞেয়ত্তা এবং আত্মবিষয়ক বক্তা ও শ্রোতার দুর্লভতা কীর্ত্তন করিলেন। তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকটেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, কেবল যুক্তি ও তর্ক দ্বারা আত্মবোধ হয় না। আত্মজ্ঞানেই পরম শান্তি ও সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ওঁকারই সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রধান সাধন। মনোবৃত্তি শান্ত হইলেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। কেবল মেধা ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। যিনি ভক্তিসহ তাঁহার আরাধনা করেন, তাঁহারই নিকট তিনি স্ব-স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। দুশ্চরিত্র, অসংযত ও অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে জানিতে পারে না। (৩) জীব ও পরমাত্মা অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পৃথক্; কেননা জীব কর্ম্মফলের অধীন, এবং পরমাত্মা তাহার অতীত। দেহস্থিত জীব রথী, বুদ্ধি সারথি, শরীর রথ, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, মন প্রগ্রহ (অশ্বরশ্মি) এবং শব্দাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের বিচরণ পথ। যাহার মন অসংযত, তাহার ইন্দ্রিয়গণ কুপথে গমন

করে, এবং সে ব্রহ্মপদ লাভ না করিয়া পুনঃপুনঃ সংসারে আসিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। যাঁহার বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন ও মন সংযত তিনিই বিষ্ণুরপরমপদ লাভ করেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রকৃতির অতীত পুরুষ (আত্মাই) পরমপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিলেও লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কেবল সাধন কৌশলে নিরুদ্ধ বুদ্ধিতেই তিনি প্রকাশিত হয়েন। এই আত্ম-জ্ঞানের পথ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম ; শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকটেই ইহার রহস্য অবগত হওয়া যায়।

<u>দ্বিতীয় অধ্যায়।</u> (১) ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখীণ বলিয়া অন্ত-রাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখ করিতে পারিলেই আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয়। এই পরমাত্মার প্রেরণায় জীব জাগ্রৎকালে রূপরসাদি এবং স্বপ্নাবস্থায় বিবিধ দৃশ্য অবগত হইয়া থাকে। পরমাত্মা হইতেই প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সৃষ্টিকালে তাহা হইতেই সূর্য্য উদিত হন, এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই অস্তমিত হইয়া থাকেন। ইহলোকে ও পরলোকে একমাত্র আত্মচৈতন্যই বিদ্যমান আছেন। যে ব্যক্তি চৈতন্যে ভিন্নতা দর্শন করে, তাহার পুনঃপুনঃ জন্ম ও মরণ হইয়া থাকে। একমাত্র বিশুদ্ধ ও নিশ্চল মনের দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব অবগত হওয়া যায়। আত্মার বিশেষ জ্ঞানলাভ

হইলে ব্রহ্মজ্ঞের আত্মাও ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। (২) একাদশ দ্বারযুক্ত এই দেহটী আত্মার আবাসস্থান বলিয়া যিনি জানেন, তিনি আত্মচৈতন্যের পৃথক্ জ্ঞানলাভে শোকমুক্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করেন। সেই আত্মা আকাশ, জল ও স্থলে সর্ব্বত্র বিদ্যমান; প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি তাঁহারই প্রেরণায় কার্য্য করিতেছে। এই আত্মাকে না জানিতে পারিয়া জীবগণ স্থাবর ও জঙ্গম নানাদেহে জন্মগ্রহণ করে। বিভিন্ন দেহে একই আত্মা বিদ্যমান আছেন। এবং সূর্য্য যেমন বাহ্য পদার্থের দোষে লিপ্ত হন না, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মাও জীবকৃত কার্য্যদ্বারা দূষিত হন না। দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি দেহে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যাঁহারা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য সুখ ও শান্তিলাভে সমর্থ। চন্দ্র সূর্য্যাদি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, কেননা তাঁহারই চৈতন্যজ্যোতিতে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। (৩) ব্রহ্মই এই দেবাসুর-মনুষ্য-পশ্বাদিপূর্ণ অনিত্য সংসার-বৃক্ষের মূল। তাঁহারই ভয়ে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। সেই ব্রহ্মকে এই জীবনে যিনি জানিতে পারেন, তাঁহাকে আর শরীর ধারণ করিতে হয় না, অর্থাৎ তিনি মুক্ত হন, আর যে তাহা পারে না, সে নানাবিধ জন্ম ধারণে বাধ্য হয়। ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্যান্য স্বর্গাদিলোকেও স্পষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, এইজন্য ইহজীবনেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। চক্ষু

প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই ব্রহ্ম দর্শন হয় না, একমাত্র নিশ্চল মন দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। হৃদয়ের সমস্ত কামনা দূর হইলে মনুষ্য এই দেহেই ব্রহ্মের সেই অমৃতস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। এই দেহে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে কাহারও কাহারও সূক্ষ্ম শরীর সুষুম্না নাড়ী দ্বারা বহির্গত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে; কিন্তু যাহাদের সূক্ষ্ম শরীর অন্যান্য নাড়ী পথে বহির্গত হয়, তাহাদের বিভিন্ন লোকে গতি হইয়া থাকে। এইজন্য এই জীবনেই ধৈর্য্যসহ দেহ হইতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

কঠোপনিষৎ।

(শান্তিপাঠ)

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁশান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[উপনিষদ্বিদ্যা দ্বারা প্রকাশিত পরমেশ্বর] সহ (একত্র [বিদ্যা স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা] নৌ (আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে) অবতু (রক্ষা করুন), সহ (একত্র) [বিদ্যাফল প্রকাশপূর্ব্বক] নৌ (আমাদের উভয়কে) ভুনক্তু (পালন করুন), সহ (একত্র) [আমরা উভয়ে] [যেন] [বিদ্যাকৃত] বীর্য্যং (শক্তি) করবাবহৈ (লাভ করি), নৌ (আমাদিগের উভয়ের) অধীতং (বিদ্যা) তেজস্বি (শক্তিশালিনী) অস্তু

(হউক) [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই)।

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসম্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১

বাজশ্রবসঃ (বাজশ্রবার বংশীয় ; বাজ=অন্ন, বাজশ্রবা= অন্নদান দ্বারা যশস্বী তাঁহার পৌত্র বাজশ্রবস) [উদ্দালকের পুত্র] উশন্ হ বৈ (স্বর্গকামী হইয়া) [বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞে] সর্ব্ববেদসং (সর্ব্বস্ব) দদৌ (দানক রিয়াছিলেন); তস্য হ (তাঁহার) নচিকেতা নাম পুত্রঃ (নচিকেতা নামে পুত্র) আস (ছিলেন)।১।

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু
নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥ ২

দক্ষিণাসু নীয়মানাসু (দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আনীত) [জরাজীর্ণ গোসমূহ দেখিয়া] শ্রদ্ধা (সাত্ত্বিকভাব) তং কুমারং সন্তং (সেই কুমার নচিকেতার) [বুদ্ধিতে] আবিবেশ (উদয় হইল), সঃ (তিনি) অমন্যত (মনে মনে চিন্তা করিলেন)।২।

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি
তা দদৎ॥ ৩

[যে সকল গো অন্নের স্বত] পীতোদকাঃ (জলপান করিয়াছে) জগ্ধতৃণাঃ (তৃণভক্ষণ করিয়াছে) দুগ্ধদোহাঃ (দুগ্ধদান করিয়াছে) নিরিন্দ্রিয়াঃ (সন্তান প্রসবে অসমর্থ) তাঃ (তাহাদিগকে—সেইরূপ গো সকলকে) দদৎ (দান করিয়া) সঃ (সেই ব্যক্তি—দাতা) অনন্দাঃ নাম (অসুখময়) তে লোকাঃ (সেই যে লোকসমূহ) তান্ (তাহাতে) গচ্ছতি (গমন করে)। [মুমূর্ষু গাভী প্রভৃতি দান করিলে দাতার নরকাদিতে গতি হয়।] ৩।

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং
দাস্যসীতি। দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং
হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥ ৪

স হ (সেই নচিকেতা) পিতরং (পিতাকে) উবাচ (বলিলেন) তত (হে তাত—পিতঃ!) কস্মৈ (কাহার উদ্দেশে) মাং (আমাকে) দাস্যসি ইতি (দান করিবেন?) [এইরূপে] দ্বিতীয়ং (দ্বিতীয়বার) তৃতীয়ং (তৃতীয়বার) [পিতাকে

বলিলেন।] [অনন্তর পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া) তং হ (তাঁহাকে—নচিকেতাকে) উবাচ (বলিলেন) ত্বা (তোমাকে) মৃত্যবে (যমের উদ্দেশে) দদামি ইতি (দান করিতেছি)। ৪।

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫

[পিতা এইরূপ বলিলে নচিকেতা চিন্তা করিলেন] বহূনাং (বহু) [উত্তম শিষ্য—পুত্রাদির মধ্যে] [আমি] প্রথমঃ (শ্রেষ্ঠ) এমি (হই), [অন্ততঃ] বহূনাং (বহু মধ্যম শিষ্য বা পুত্রাদির মধ্যে) [আমি] মধ্যমঃ এমি (মধ্যম হই); [কিন্তু কখনও নিকৃষ্ট হই না] [সুতরাং] যমস্য (যমের) কিং স্বিদ্ (কি) কর্ত্তব্যং (প্রয়োজন) [আছে] যৎ (যাহা) [পিতা] অদ্য (আজ) ময়া (আমা দ্বারা) করিষ্যতি (সম্পন্ন করিবেন?)। ৫।

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে
পুনঃ ॥ ৬

[নচিকেতা পিতাকে অনুতপ্ত দেখিয়া বলিলেন,] পূর্ব্বে (পূর্ব্ব পুরুষগণ) যথা (যেরূপ) [অনুষ্ঠান করিয়াছেন] [তাহা] অনুপশ্য (আলোচনা করুন), তথা (এবং) পরে

(পরবর্ত্তী অর্থাৎ বর্ত্তমান সাধু পুরুষেরা) [যেরূপ করিয়াছেন] [তাহা] প্রতিপশ্য (বিচার করুন), মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল জীব) শস্যম্ ইব (শস্যের মত) পচ্যতে (মরিয়া যায়) পুনঃ (পুনর্ব্বার) শস্যমিব (শস্যের মত) আজায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে)। [পিতৃ বাক্যের সত্যতা রক্ষায় কৃতসংকল্প হইয়া নচিকেতা নিজের দেহত্যাগও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।] ৬।

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি, হর
বৈবস্বতোদকম্॥ ৭

[পিতা কর্ত্তৃক যমভবনে প্রেরিত হইয়া নচিকেতা যমের অনুপস্থিতি বশতঃ তথায় অনাহারে তিন রাত্রি বাস করিবার পর যম প্রত্যাগত হইলে তদীয় আত্মীয়গণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন] ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) অতিথিঃ (অতিথি হইয়া) বৈশ্বানরঃ (সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায়) [যেন দাহ করিতে] গৃহান (গৃহে) প্রবিশতি (প্রবেশ করেন) [এই জন্য গৃহস্থগণ] তস্য (তাঁহার—অতিথি ব্রাহ্মণের) এতাং (এইরূপ, অর্থাৎ পাদ্য ও আসনাদি দ্বারা) শান্তিং (সন্তোষ) কুর্ব্বন্তি (বিধান করেন) [অতএব] বৈবস্বত (হে বিবস্বতের—সূর্য্যের পুত্র যম!) উদকং পাদপ্রক্ষালনের জল) হর আনয়ন কর)। ৭।

আশা-প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চ
ইষ্টাপূর্ত্তে পুত্র-পশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্ বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮

ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) অনশ্নন্ (আহার না করিয়া) যস্য গৃহে (যাহার গৃহে) বসতি (বাস করেন) [সেই অনাহারে স্থিতি] [সেই] অল্পমেধসঃ (অল্পবুদ্ধি) পুরুষস্য (পুরুষের) আশা-প্রতীক্ষে (অনিশ্চিত বিষয় প্রাপ্তির প্রার্থনা ও নিশ্চিত বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছা) সঙ্গতং (সৎসঙ্গের ফল) সূনৃতাং (উত্তম প্রিয় সংবাদ) চ (এবং) ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্ট—যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফল, পূর্ত্ত —জলাশয়াদি খননের ফল) সর্ব্বান্ পুত্রপশূন্ (পুত্রাদি ও পশু সমূহ) এতৎ (এই সমস্তই) বৃঙ্‌ক্তে (নাশ করিয়া থাকে)। ৮।

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে-
হনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ ॥
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেঽস্তু,
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯

ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ !) যৎ (যেহেতু) [তুমি] অতিথিঃ (অতিথি) [অতএব] নমস্যঃ (পূজ্য) [হইয়া] মে গৃহে (আমার গৃহে) তিস্রঃ রাত্রীঃ (তিন রাত্রি) অনশ্নন্ (অভুক্ত থাকিয়া) অবাৎসীঃ (বাস করিয়াছ) তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ !) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক), মে (আমার) স্বস্তি (মঙ্গল) অস্তু (হউক) প্রতি (প্রত্যেক রাত্রির জন্য) [এক একটী করিয়া] ত্রীন্ বরান্ (তিনটী বর) বৃণীষ (প্রার্থনা কর) । ৯ ।

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্
বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো ।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভি বদেৎ প্রতীতঃ
এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০

[নচিকেতা বলিলেন] মৃত্যো (হে যমরাজ !) [আমার পিতা] গৌতমঃ (গৌতম) শান্তসঙ্কল্পঃ (শান্তচিত্ত) সুমনাঃ (সুপ্রসন্ন) মা অভি (আমার প্রতি) বীতমন্যুঃ (ক্রোধশূন্য) [হউন] [এবং] [যথাযথ] প্রতীতঃ (স্মরণপূর্ব্বক) ত্বৎ-প্রসৃষ্টং (আপনা কর্ত্তৃক পুনঃ প্রেরিত) মা (আমাকে) [যেন] অভিবদেৎ (কথাবার্ত্তা বলেন) ত্রয়াণাং (তিনটী বরের মধ্যে)

এতৎ (এইটী) প্রথমং বরং (প্রথম বর) বৃণে (প্রার্থনা করিতেছি)। ১০।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঃ
ঔদ্দালকিরারুণির্ম্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥১১

[যম উত্তর করিলেন] [তোমার পিতা] আরুণিঃ ঔদ্দালকিঃ (অরুণের পুত্র উদ্দালক, অথবা অরুণ ও উদ্দালকের পুত্র) পুরস্তাৎ (যমালয়ে আসিবার পূর্ব্বে) যথা (যেরূপ) প্রতীতঃ (স্নেহবান্) [ছিলেন] মৎপ্রসৃষ্টঃ (আমার প্রেরণায়) [অতঃপর] মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং (মৃত্যু মুখ হইতে মুক্ত, অর্থাৎ যমালয় হইতে প্রতিগত) ত্বাং (তোমাকে) দদৃশিবান্ (দেখিয়া) [তদ্রূপ] বীতমন্যুঃ (ক্রোধ-শূন্য) ভবিতা (হইবেন) [এবং তোমার প্রতিগমন পর্য্যন্ত] সুখং (সুখপূর্ব্বক) রাত্রীঃ (সকল রাত্রিতেই) শয়িতা (নিদ্রা যাইবেন)। ১১।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি,
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।

উভে তীর্ত্বা অশনায়া পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২

[নচিকেতা বলিলেন] স্বর্গে লোকে (স্বর্গলোকে) কিঞ্চন ভয়ং (কিছুমাত্রও ভয় নাস্তি (নাই) তত্র (সেখানে—স্বর্গে) ত্বং ন (আপনি—মৃত্যু নাই) [এবং] জরয়া (জরা হইতে) [কেহ] ন বিভেতি (ভয় পায় না) অশনায়া পিপাসে (ক্ষুধা ও পিপাসা) উভে (উভয়কে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) শোকাতিগঃ (শোকের—মানস দুঃখের অতীত হইয়া) [স্বর্গত ব্যক্তি] স্বর্গলোকে (স্বর্গে) মোদতে (সুখানুভব করে) । ১২ ।

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্ ।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে
এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩

মৃত্যো (হে যমরাজ !) স ত্বং (সেই আপনি) স্বর্গ্যং (স্বর্গের সাধন) অগ্নিং (অগ্নির স্বরূপ) অধ্যেষি (অবগত আছেন) তং (তাহা—সেই—অগ্নিতত্ত্ব) শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাযুক্ত) মহ্যং (আমাকে) প্রব্রূহি (উপদেশ করুন) [কারণ] স্বর্গলোকাঃ) যাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করেন) [তাঁহারা]

অমৃতত্বং (দেবত্ব) ভজন্তে (প্রাপ্ত হয়েন) এতৎ (ইহাই) দ্বিতীয়েন বরেন (দ্বিতীয় বরে) বৃণে (প্রার্থনা করিতেছি)। ১৩।

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্॥ ১৪

[যম বলিলেন,] হে নচিকেতঃ! [আমি] স্বর্গ্যং (স্বর্গ প্রাপ্তিকর) অগ্নিং (অগ্নিতত্ত্ব) প্রজানন্ (বিশেষরূপে জানিয়া) তে (তোমাকে) প্রব্রবীমি (বলিতেছি) তৎ উ (তাহা) মে (আমার নিকট) নিবোধ (একাগ্রমনে শ্রবণ কর), ত্বং (তুমি) অনন্তলোকাপ্তিং (দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বর্গলোক প্রাপ্তির উপায়) অথো (এবং) প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্ব জগতের আশ্রয়) এতং (এই অগ্নিকে) গুহায়াং (প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায়) নিহিতং (অবস্থিত) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও)। [জীবের বুদ্ধিতে যে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ, অগ্নিও সেই ব্রহ্মশক্তিরই বাহ্য বিকাশ।] ১৪।

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।

স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫

[যম] তস্মৈ (তাঁহাকে—নচিকেতাকে) লোকাদিং (জগতের কারণরূপ] তম্ অগ্নিং (সেই অগ্নিতত্ত্ব) উবাচ (উপদেশ করিলেন) যাঃ (যেরূপ) যাবতীঃ বা (এবং যতগুলি) ইষ্টকা (যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণে বা যজ্ঞের সংখ্যা নির্ণয়ে যতগুলি ইষ্টক) [সংগ্রহ করিতে হইবে] যথা বা (যে প্রণালীতে) [অগ্নি চয়ন করিতে হয়] [তৎ সমস্তই বলিলেন] সঃ চ অপি (তিনিও—নচিকেতাও) তৎ (যম কথিত উপদেশ) যথোক্তং (যথাযথ) প্রত্যবদৎ (আবৃত্তি করিলেন) অথ (অনন্তর) মৃত্যুঃ (যম) অস্য (ইঁহার—নচিকেতার) [আবৃত্তিতে] তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট হইয়া) পুনঃ এব (পুনর্ব্বার) আহ (বলিলেন)। ১৫।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬

মহাত্মা (মহাত্মা যম) প্রীয়মাণঃ (প্রীত হইয়া) তং (তাঁহাকে) অব্রবীৎ (বলিলেন) অদ্য (এক্ষণে) ইহ এব (এই বিষয়ে)

ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) তব (তোমার জন্য) বরং (বর—অতিরিক্ত চতুর্থ বর) দদামি (দিতেছি), অয়ং অগ্নিঃ (এই অগ্নিবিদ্যা) তব এব নাম্না (তোমারই নামে—নাচিকেত অগ্নি নামে) [প্রসিদ্ধ] ভবিতা (হইবে)। [আর] অনেকরূপাং (বিচিত্ররূপা, রত্নময়ী অথবা অনেক ফলপ্রদ) ইমাং (এই) সৃঙ্কাং (মালা, অথবা অন্য একটী কর্ম্মবিদ্যা) গৃহাণ (গ্রহণ কর)। ১৬।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্ম্ম-কৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭

ত্রিভিঃ (তিন বেদের অথবা মাতা, পিতা ও আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের) সন্ধিং (সম্বন্ধ) এত্য (লাভ করিয়া) ত্রিণাচিকেতঃ (যে ব্যক্তি তিনবার নাচিকেত অগ্নির অর্চ্চনা করেন) [এবং] ত্রিকর্ম্মকৃৎ (যিনি যজন, অধ্যয়ন ও দান করেন) [তিনি] জন্মমৃত্যু (জন্ম ও মৃত্যু) তরতি (অতিক্রম করেন) [এবং] ঈড্যং (স্তবনীয়) ব্রহ্মজজ্ঞং (হিরণ্যগর্ভসম্ভূত সর্ব্বজ্ঞ) দেবং (প্রকাশশীল অগ্নিদেবকে) বিদিত্বা (অবগত

হইয়া) [ও] নিচায্য (আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া) ইমাং (এই) শান্তিং (হৃদগত শান্তি) অত্যন্তম্ (সম্পূর্ণরূপে) এতি (লাভ করেন)। ১৭।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ ১৮

যঃ ত্রিণাচিকেতঃ (যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন) এতৎ ত্রয়ং (এই তিনটী, অর্থাৎ যজ্ঞীয় ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহ প্রণালী) বিদিত্বা (অবগত হইয়া) নাচিকেতং (নাচিকেত অগ্নিকে) এবং (এইরূপে—যথাযথ অথবা আত্মস্বরূপে) বিদ্বান্ (জানিয়া) চিনুতে (যজ্ঞ অথবা ধ্যান করেন) সঃ তিনি পুরতঃ (দেহপাতের পূর্ব্বেই) মৃত্যুপাশান্ (মৃত্যুপাশ—অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগদ্বেষাদি) প্রণোদ্য (ছিন্ন করিয়া) শোকাতিগঃ (শোক অতিক্রম পূর্ব্বক) স্বর্গলোকে (স্বর্গে বা বিরাটপদে) মোদতে (আনন্দ অনুভব করেন)। [অগ্নিকে আত্মস্বরূপে উপাসনা করিলে বিরাট্‌স্বরূপতার সুখলাভ হইয়া থাকে।] ১৮।

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯

নচিকেতঃ (হে নচিকেত!) তে (তোমাকে) এষঃ (এই) স্বর্গ্যঃ (স্বর্গ লাভের উপায়ভূত) অগ্নিঃ (অগ্নিতত্ত্ব) [উপদেশ করিলাম]. যং (যাহা) দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বরে) অবৃণীথাঃ (প্রার্থনা করিয়াছিলে)। জনাসঃ (জনগণ) তব এব (তোমার নামেই) এতম্ অগ্নিং (এই অগ্নিকে) প্রবক্ষ্যন্তি (অভিহিত করিবে)। [এক্ষণে] নচিকেতঃ (হে নচিকেত!) তৃতীয়ং বরং (তৃতীয় বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)। ১৯।

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০

[নচিকেতা বলিলেন] মনুষ্যে প্রেতে (মনুষ্য অর্থাৎ জীব মাত্র মৃত হইলে) ইয়ং যা (এই যে—সর্ব্বজনবিদিত)

বিচিকিৎসা (সংশয়) অয়ং (এই আত্মা) অস্তি (আছেন—মৃত্যুর পরও থাকেন) ইতি (এইরূপ) একে (কেহ কেহ [বলিয়া থাকেন,] নাস্তি (নাই—মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন না) ইতি চ (এরূপও) একে (কেহ কেহ) [বলেন।] অহং (আমি) ত্বয়া (আপনা কর্ত্তৃক) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হইয়া) এতৎ (ইহা) বিদ্যাং (জানিতে ইচ্ছা করি)। বরাণাং (বরত্রয়ের মধ্যে) এষঃ (এই) তৃতীয়ঃ বরঃ (তৃতীয় বর) [আমার প্রার্থিত।] [(১) পিতার প্রীতি লাভ এবং (২) অগ্নি বিদ্যা দ্বারা স্বর্গ লাভ, এই দুইটী বর যথাক্রমে ইহলোক ও পরলোক বিষয়ক। ইহাদের কোনটীতেই আত্মজ্ঞানজাত মুক্তি লাভ হয় না। এইজন্য নচিকেতা তৃতীয়বরে পরমপুরুষার্থ-সাধক আত্মজ্ঞানের প্রার্থনা করিলেন।] ২০।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব,
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥ ২১

[যম বলিলেন] দেবৈঃ অপি (দেবগণ কর্ত্তৃকও) পুরা (ইতঃপূর্ব্বে) অত্র (এই বিষয়ে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার

অস্তিত্ব বিষয়ে) বিচিকিৎসিতম্ (সংশয় উত্থাপিত হইয়াছিল) হি (যেহেতু) [এই বিষয়টী] ন সুবিজ্ঞেয়ং (সহজে বোধগম্য হইবার নহে) [কেন না] ধর্ম্মঃ (জগদ্ধারক) এষঃ (এই আত্মা) অণুঃ (সূক্ষ্ম—চিন্তারও অগম্য বলিয়া দুর্বিজ্ঞেয়) [অতএব] নচিকেতঃ (হে নচিকেত !) [এতভিন্ন] অন্যং বরং (অন্য বর) বৃণীষ (প্রার্থনা কর), মা (আমাকে) মা উপরোৎসীঃ (অত্যন্ত আগ্রহপূর্ব্বক অনুরোধ করিও না) মা (আমাকে—আমার নিকট) এনম্ (এই প্রশ্ন বা বর প্রার্থনা) অতিসৃজ (পরিত্যাগ কর) ।২১।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো-
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২

[নচিকেতা প্রত্যুত্তর করিলেন.] মৃত্যো (হে যমরাজ !) অত্র কিল (এই বিষয়েই) দেবৈঃ অপি (দেবগণ কর্ত্তৃকও) বিচিকিৎসিতং (সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছিল) ত্বং চ (এবং

আপনিও) যৎ (যাহা অর্থাৎ ইহা) ন সুবিজ্ঞেয়ং (অনায়াস-বোধ্য নহে) আথ (বলিতেছেন), অস্য (এই বিষয়ের) বক্তা চ (উপদেষ্টাও) ত্বাদৃক্ (আপনার সদৃশ) অন্য ন লভ্যঃ (অন্য কাহাকেও লাভ করা সম্ভবপর নহে) [অতএব] এতস্য (এই বরের) তুল্যঃ (সমান) অন্যঃ কশ্চিৎ (অপর কোনও) বরঃ ন (বর নাই) ।২২।

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্ ।
ভূমে র্মহদায়তনং বৃণীষ্ব ;
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩

[নচিকেতাকে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক যমরাজ পুনর্ব্বার বলিলেন, হে নচিকেত !] শতায়ুষঃ (শতবর্ষজীবী) পুত্রপৌত্রান্ (পুত্র ও পৌত্রাদি) বহূন্ পশূন্ (বহু গবাদি পশু) হস্তি-হিরণ্যম্ অশ্বান্ (হস্তী, সুবর্ণ ও অশ্বসমূহ) বৃণীষ (প্রার্থনা কর), ভূমেঃ (পৃথিবীর) মহৎ আয়তনং (সুবিস্তীর্ণ অংশ, অর্থাৎ সাম্রাজ্য) বৃণীষ (প্রার্থনা কর) স্বয়ং চ (এবং নিজেও) যাবৎ শরদঃ (যত বৎসর) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) [তত বৎসর] জীব (জীবিত থাক) ।২৩।

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং,
বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি,
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪

নচিকেতঃ (হে নচিকেত !) যদি (যদি) এতত্তুল্যং (ইহার সমান) [অন্য কোনও] বরং (বর) [আছে] মন্যসে (মনে কর) [তাহাও প্রার্থনা কর] বিত্তং (প্রভূত ধন) চিরজীবিকাং চ (ও দীর্ঘজীবন) বৃণীষ (প্রার্থনা কর) মহাভূমৌ (বিস্তীর্ণ ভূভাগে) ত্বং (তুমি) এধি (থাক, অর্থাৎ রাজা হও) [আমি] ত্বা (তোমাকে) [দেবতা ও মনুষ্যদিগের] কামানাং (সমস্ত কাম্যফলের) কামভাজং (ভোগভাগী) করোমি (করিতেছি) ।২৪।

যে যে কামা দুর্ল্লভা মর্ত্ত্যলোকে,
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।

আভির্মৎ প্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥২৫

মর্ত্ত্যলোকে (মনুষ্যলোকে) যে যে কামাঃ (যে কাম্য পদার্থ সমূহ) দুর্লভাঃ (দুর্লভ) [সেই] সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কাম্যপদার্থ ছন্দতঃ (স্বেচ্ছানুসারে) প্রার্থয়স্ব (প্রার্থনা কর) সরথাঃ (রথস্থিতা) সতূর্য্যাঃ (বাদিত্রাদিযুক্তা) ইমাঃ রামাঃ (এই রমণীসমূহ—অপ্সরাগণ) [রহিয়াছে] ঈদৃশাঃ (এরূপ) [সুন্দরী রমণী] মনুষ্যৈঃ (মনুষ্যগণকর্ত্তৃক) ন হি লম্ভনীয়াঃ (লব্ধ হওয়া সম্ভব নহে) মৎপ্রত্তাভিঃ (আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত) আভিঃ (এই স্ত্রীদিগেরদ্বারা) পরিচারয়স্ব (পরিচর্য্যা করাও) ; [কিন্তু] নচিকেতঃ (হে নচিকেত !) মরণং (মরণবিষয়ক প্রশ্ন) [অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কি না ?] মা অনুপ্রাক্ষীঃ (জিজ্ঞাসা করিও না) ।২৫।

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥২৬

[নচিকেতা প্রত্যুত্তরে বলিলেন] অন্তক (হে অন্তক—

যমরাজ!) [আপনার উল্লেখিত ভোগ্য বস্তু সমূহ] শ্বোভাবাঃ (কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কি না সন্দেহ, অর্থাৎ অনিত্য) [এবং] মর্ত্ত্যস্য (মরণশীল জীবের) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সর্ব্বেন্দ্রিয়ের) যৎ (যে) তেজঃ (শক্তি) তৎ (তাহা) জরয়ন্তি (নষ্ট করিয়া দেয়) [এইজন্য ভোগসমূহ অনর্থকর।] [দীর্ঘজীবনেই বা ফল কি?] [কেননা তুলনায়] সর্ব্বম্ অপি জীবিতং (সকল জীবনই) [এমন কি ব্রহ্মার আয়ুষ্কালও] অল্পম্ এব (অল্পমাত্র অর্থাৎ পরিমিত—ব্রহ্মার জীবনও দেবপরিমাণের একশত বর্ষ মাত্র) [অতএব] বাহাঃ (অশ্বরথাদি) তব এব (আপনারই) [থাকুক] [এবং] নৃত্যগীতে (নৃত্য ও গীত) তব (আপনার) [থাকুক] [আমার ঐ সকল প্রয়োজন নাই।] ২৬।

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥২৭

মনুষ্যঃ (মনুষ্য) বিত্তেন (ধন দ্বারা) ন তর্পণীয়ঃ (তৃপ্ত হয় না) [বিশেষতঃ] ত্বা (আপনাকে) চেৎ অদ্রাক্ষ্ম (যখন দর্শন করিয়াছি) [তখন] বিত্তং (ধন) লপ্স্যামহে (লাভ করিবই) [এবং] ত্বং (আপনি) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত)

ঈশিষ্যসি (প্রভুত্ব করিবেন) [তাবৎকাল আপনার কৃপায় নিশ্চয়ই] জীবিষ্যামঃ (জীবিত থাকিব) [এই জন্য দীর্ঘজীবন লাভের নিমিত্ত বরের আবশ্যকতা নাই] তু (সুতরাং) সঃ এব বরঃ (সেই বরই—আত্মজ্ঞানবিষয়ক বরই) মে (আমার) বরণীয়ঃ (প্রার্থনীয়) ।২৭।

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ-প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥২৮

[হে যমরাজ !] ক্বধঃস্থঃ (কু=পৃথিবী, অধঃ=অন্তরিক্ষের নিম্নভাগ ; পৃথিবীস্থ) কঃ (কোন্) জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ (জরামরণশীল জন) অজীর্য্যতাং (জরামরণহীন) অমৃতানাং (অমর—দেবগণের [সমীপতা] উপেত্য (লাভ করিয়া) প্রজানন্ (অভিজ্ঞ হইয়া) বর্ণরতিপ্রমোদান্ (জাতি বা রূপ, বিষয়ভোগ ও তজ্জনিত সুখ-সমূহ) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তাপূর্ব্বক, অর্থাৎ তৎসমূহের অনিত্যতা নিশ্চয় করিয়াও) অতিদীর্ঘে জীবিতে (অতিদীর্ঘ জীবনে, অর্থাৎ জরাজীর্ণ অশক্ত শরীরে) রমেত (প্রীত হয় ?) [অজ্ঞান লোকেই পৃথিবীর ধনপুত্রাদি প্রার্থনা করে, বিবেকী ব্যক্তি পরমপুরুষার্থরূপ আত্মজ্ঞানই ইচ্ছা করিয়া থাকেন।] ২৮।

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥২৯

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী।

মৃত্যো (হে মৃত্যো—যমরাজ!) যস্মিন্ (যে বিষয়ে) [আমার প্রার্থনা] [তাহা] ইদম্ (এইটী অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কি না?); যৎ (যেহেতু) [লোকে] [এ বিষয়ে] বিচিকিৎসন্তি (সন্দেহ করিয়া থাকে) [সেইজন্য] মহতি সাম্পরায়ে (মহৎ শ্রেয়ঃ সাধনের অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত) তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (উপদেশ করুন) অয়ং যঃ বরঃ (এই যে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বর) গূঢ়ং অনুপ্রবিষ্টঃ (যাহা গভীরভাবে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, অথবা যাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য) [আপনি নিশ্চয় জানিবেন] তস্মাৎ অন্যং (তদ্ব্যতীত অন্য বর) নচিকেতা ন বৃণীতে (নচিকেতা প্রার্থনা করে না)। [ইহাতেই নচিকেতার সদসদ্বিবেক ও তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য সূচিত হইতেছে।] ২৯।

দ্বিতীয়া বল্লী ।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়

স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ ।

তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু

ভবতি, হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১

[নচিকেতার বিবেকবুদ্ধি ও আত্মবিদ্যা লাভে একান্ত আগ্রহ অবগত হইয়া যমরাজ বলিলেন,] শ্রেয়ঃ (কল্যাণ—মুক্তি-সাধক আত্মজ্ঞান) অন্যৎ (পৃথক্—স্ত্রীসুবর্ণাদি ভোগ হইতে পৃথক্) প্রেয়ঃ উত (প্রিয় পদার্থও—স্ত্রী ধনাদি সুখও) অন্যৎ এব (পৃথক্—মোক্ষসাধক আত্মজ্ঞান হইতে পৃথক্) তে উভে (তাহারা উভয়ে) নানার্থে (বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ মোক্ষ ও ভোগের নিমিত্ত) পুরুষং (জীবকে) সিনীতঃ (আবদ্ধ করে, অর্থাৎ মোক্ষ বা ভোগসাধনে প্রবৃত্ত করে), তয়োঃ (সেই দুইটীর মধ্যে) শ্রেয়ঃ (মুক্তিসাধক আত্মজ্ঞান) আদদানস্য (গ্রহণকারীর) সাধু কল্যাণ—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি) ভবতি (হয়), যঃ উ (এবং যে) প্রেয়ঃ (ভোগের পদার্থ—

স্ত্রীধনাদি) বৃণীতে (প্রার্থনা করে) [সে] অর্থাৎ (পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ হইতে) হীয়তে (বিচ্যুত হয়)। [কেহই প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ দুইটী একত্র লাভ করিতে পারে না, একটী ত্যাগ না করিলে অপরটী গ্রহণ করা যায় না; সুতরাং গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে নিজের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লওয়া আবশ্যক।] ১।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥২

শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ (মোক্ষ এবং ভোগ উভয়ই) মনুষ্যং (মনুষ্যকে—মনুষ্যের নিকট) এতঃ (প্রাপ্ত হয়—উপস্থিত হয়) ধীরঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি) তৌ (তাহাদের উভয়কে) সম্পরীত্য (সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া) বিবিনক্তি বিশেষরূপে নির্দ্ধারণ করেন, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ, এবং সংসার-ভোগ-দায়িনী উন্নতি বন্ধনের হেতু, ইহা নিশ্চয় করেন)। [অনন্তর] ধীরঃ (বিবেকী পুরুষ) প্রেয়সঃ (প্রিয়তম পদার্থ—স্ত্রীধনাদি হইতে) শ্রেয়ঃ ব্রহ্মবিদ্যারূপ আত্মজ্ঞান) অভিবৃণীতে (বরণ করিয়া

নয়েন—গ্রহণ করেন) [এবং মন্দঃ (মন্দমতি——বিবেকহীন ব্যক্তি) যোগক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্ত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য ও তাহার রক্ষণের আশায়) প্রেয়ঃ (সাংসারিক অভ্যুদয়—ধন পুত্রাদি) বৃণীতে (প্রার্থনা করিয়া থাকে)। [সদ্গুরু ও সৎশাস্ত্রের উপদেশ না পাইলে যথাযথ বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া লোক প্রায়ই অনিত্য ও দুঃখকর প্রেয়োলাভেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।]২

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্
অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥৩

নচিকেতঃ (হে নচিকেত!) সঃ ত্বং (সেই তুমি) [আমার দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও] প্রিয়ান্ (প্রীতিপদ স্ত্রী পুত্রাদি) প্রিয়রূপান্ (প্রিয়দর্শন অপ্সরা প্রভৃতি) কামান্ চ (এবং রাজ্যাদি কাম্য বিষয় সমূহ) অভিধ্যায়ন্ (অনিত্য বিবেচনা করিয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ পরিত্যাগ করিয়াছ) বিত্তময়ীং (বহুমূল্য রত্নময়ী) এতাং সৃঙ্কাং (এই মালা, অথবা কুৎসিত সংসারগতি) যস্যাং (যাহাতে) বহবঃ মনুষ্যাঃ (বহুমনুষ্য) মজ্জন্তি (আসক্ত

বা নিমগ্ন হইয়া থাকে) [তাহা তুমি] ন অবাপ্তঃ (স্বীকার কর নাই।) [অতএব তুমি সদসদ্বিবেকী ও পরম ত্যাগী।] [বিবেকী ও বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী। ইহাই পরীক্ষা করিবার জন্য যমরাজ প্রথমে নচিকেতাকে ভোগৈশ্বর্য্যের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিলেন।] ৩।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ।৪

যা অবিদ্যা (যাহা প্রেয়ঃসাধনকারিণী অবিদ্যা) বিদ্যা চ ইতি (এবং শ্রেয়ঃসাধনকারিণী বিদ্যা) [বলিয়া] [পণ্ডিতদিগের নিকট] জ্ঞাতা (বিদিত) এতে (এই উভয়) দূরং বিপরীতে (অত্যন্ত বিভিন্ন) বিষূচী (বিরুদ্ধফলপ্রদা—ভোগ ও মোক্ষ বিধায়িনী)। নচিকেতসং ত্বা (নচিকেতা তোমাকে) বিদ্যাভীপ্সিনং (বিদ্যাভিলাষী—মুমুক্ষু) মন্যে (মনে করি) [কেননা, মৎপ্রদেয়] বহবঃ কামাঃ (বহু কাম্যবস্তু—অপ্সরা ও রাজ্যাদি) [তোমাকে] ন অলোলুপন্ত (প্রলোভিত করিতে পারে নাই)। ৪।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া-
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৫

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিবেকরূপা অবিদ্যার মধ্যে) বর্ত্তমানাঃ (অবস্থিত হইয়া) স্বয়ং (নিজেরাই আপনাদিগকে) ধীরাঃ (বুদ্ধিমান্) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (পণ্ডিত মনে করিয়া) দন্দ্রম্যমাণাঃ (কুটিল স্বভাব) মূঢ়াঃ (কামভোগে রত মূর্খেরা) অন্ধেন এব (অন্ধ কর্ত্তৃকই) নীয়মানাঃ (পরিচালিত) যথা অন্ধাঃ (অন্ধদিগের মত) [কুপথে—স্বর্গ ও নরকে] পরিযন্তি (গমনাগমন করে)। [স্বর্গে গমন করিলেও পুনর্ব্বার পুণ্যক্ষয়ে দুঃখকর জন্মাদি হইয়া থাকে। এইজন্য মুক্তির তুলনায় স্বর্গ লাভও দুঃখকর, কেননা আত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না।] ৫।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতি ভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥৬

সাম্পরায়ঃ (মৃত্যুর পর সদ্গতিপ্রাপক শাস্ত্রীয় সাধনবিশেষ) প্রমাদ্যন্তং (প্রমাদগ্রস্ত) বিত্তমোহেন মূঢ়ং (ধনমোহে বিমূঢ়) বালং প্রতি (বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট) ন ভাতি (প্রকাশিত হয় না)। অয়ং লোকঃ (এই লোক—ইহলোক) [আছে] পরঃ নাস্তি (পরলোক নাই) ইতি মানী (এইরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তি) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) মে (আমার—যমের) বশম্ আপদ্যতে (বশ্যতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে)। ৬।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৭*

যঃ (যে আত্মজ্ঞানের সাধনোপায়) বহুভিঃ (বহু লোক কর্ত্তৃক) শ্রবণায় অপি (শ্রবণ করিবার জন্যও) ন লভ্যঃ (লভ্য

---

* এই আত্মতত্ত্ব প্রথমতঃ অনেকের শ্রবণগোচরই হয় না, তাহাতে আবার অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে জানিতে

হয় না) [অর্থাৎ বহুলোকে যাহা শ্রবণ করিতে পায় না] শৃণ্বন্তঃ অপি (শ্রবণ করিয়াও) বহবঃ (অনেকে) যং (যাঁহাকে —আত্মাকে) ন বিদ্যুঃ (যথাযথ জানিতে পারে না) অস্য (ইহার—আত্মজ্ঞানের) বক্তা (উপদেষ্টা) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ) অস্য (ইহার) কুশলঃ (অভিজ্ঞ) লব্ধা (শ্রোতা) [আশ্চর্য্য] [এবং] কুশলানুশিষ্টঃ (আত্মজ্ঞ পুরুষ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট) জ্ঞাতা (আত্মার জ্ঞাতা) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ)। [আত্মজ্ঞানের বক্তা, শ্রোতা ও জ্ঞাতা অতি অল্পমাত্র।] ৭।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি,
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্য-মণুপ্রমাণাৎ ॥৮

অবরেণ (বিবেকহীন—সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন) নরেণ (মনুষ্য-

পারে না। আত্মতত্ত্ব বক্তা অতীব আশ্চর্য্যবৎ। আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ পরম কুশলী। ব্রহ্মবেত্তা গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, তিনিও আশ্চর্য্যবৎ। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য, বড়ই কঠিন, অর্থাৎ সহজে কেহ তাঁহাকে সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারে না। (গীতা—২।২৯)

কর্ত্তৃক) প্রোক্তঃ (উপদিষ্ট) এষঃ (এই আত্মা) সুবিজ্ঞেয়ঃ ন (সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হয়েন না) [কেননা আত্মা] বহুধা (বহুপ্রকারে) [অর্থাৎ আত্মা আছেন বা নাই, কর্ত্তা ও অকর্ত্তা ইত্যাদি বিভিন্নরূপে] চিন্ত্যমানঃ (প্রতীয়মান) [হয়েন,] অনন্যপ্রোক্তে (ব্রহ্মকে যিনি অভিন্নভাবে জ্ঞাত হইয়াছেন, এরূপ আচার্য্যকর্ত্তৃক এই আত্মা উপদিষ্ট হইলে) অত্র (আত্মবিষয়ে) গতিঃ (বিবিধ তর্কের সম্ভাবনা) নাস্তি (থাকে না) [অথবা "অত্র গতিঃ নাস্তি"=সংসারে গতি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না ; কিংবা শ্রোতারও জ্ঞানের অভাব হয় না, অর্থাৎ অভিন্ন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়,] হি (যেহেতু) [আত্মা] অণুপ্রমাণাৎ (অণুপ্রমাণ হইতেও) অণীয়ান্ (অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং প্রত্যক্ষের অতীত) [এবং] অতর্ক্যম্ (তর্কের বা অনুমানেরও অগম্য)। ৮।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ, সত্যধৃতির্বতাসি,
ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৯

প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম !) ত্বং (তুমি) [আমার বর প্রভাবে]

যাং (যে সদ্বুদ্ধি) আপঃ (প্রাপ্ত হইয়াছ) এষা মতিঃ (এই ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি) তর্কেণ (তর্কের দ্বারা) ন আপনেয়া (প্রাপ্য নহে অর্থাৎ লাভ করা যায় না) [অথবা "ন অপ-নেয়া"—নষ্ট করা উচিত নহে] [পরন্তু এই সদ্বুদ্ধি] অন্যেন এব (অন্য কর্ত্তৃক, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য কর্ত্তৃক) প্রোক্তা (উপদিষ্ট হইয়া) সুজ্ঞানায় (সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত) [হইয়া থাকে] [তুমি] সত্যধৃতিঃ (সত্যসঙ্কল্প) অসি (হও) বত (দয়াসূচক অব্যয়,—অর্থাৎ তুমি প্রলোভিত হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর নাই) [অতএব] নচিকেতঃ (হে নচিকেত !) ত্বাদৃক্ (তোমার ন্যায়) প্রষ্টা (প্রশ্ন কর্ত্তা বা শিষ্য) নো ভূয়াৎ (আর হইবে না) [অথবা নঃ (আমাদিগের) ভূয়াৎ (হউক)] ৯।

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং,
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥১০

শেবধি (কর্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি সম্পৎ) অনিত্যং (অনিত্য) ইতি অহং জানামি (ইহা আমি জানি) হি (যেহেতু) ধ্রুবং (নিত্য) তৎ (সেই ব্রহ্ম) অধ্রুবৈঃ (অনিত্য দ্রব্যময় যজ্ঞাদি

দ্বারা) ন প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হওয়া যায় না) ততঃ (এইজন্য) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) নাচিকেতঃ অগ্নিঃ (তোমাকে উপদিষ্ট নাচিকেত অগ্নি) অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ (অনিত্য দ্রব্য সমূহের দ্বারা) চিতঃ (আরাধিত হওয়ায়) নিত্যম্ (আপেক্ষিক-নিত্য যম-পদ) প্রাপ্তবান্ অস্মি (প্রাপ্ত হইয়াছি)। [দ্রব্যময় যজ্ঞের ফল হইতে অগ্নিদেবতার উপাসনাদ্বারা লব্ধ ফল অর্থাৎ যমপদ উৎকৃষ্ট হইলেও আত্মজ্ঞানরূপ মুক্তিফলের তুলনায় উহা নিকৃষ্ট ও অনিত্য।] ১০।

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং,
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥১১

নচিকেতঃ (হে নচিকেত !) [তুমি] ধৃত্যা (ধৈর্য্যগুণদ্বারা) ধীরঃ (স্থিরচিত্ত হইয়া) কামস্য আপ্তিং (কামনার পরিসমাপ্তি) জগতঃ প্রতিষ্ঠাং জগতের অধিষ্ঠাতৃত্ব) ক্রতোঃ অনন্ত্যং (যজ্ঞের অর্থাৎ উপাসনার অনন্ত ফল—হিরণ্যগর্ভপদ) অভয়স্য পারং (সর্ব্ব ভয় নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা) স্তোমমহৎ (অতিশয় স্তবনীয় ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত) উরুগায়ং (শুভফল) [নিজের] প্রতিষ্ঠাং

(অত্যুত্তম গতি) দৃষ্ট্বা (বিচার পূর্ব্বক) অত্যস্রাক্ষীঃ (পরিত্যাগ করিয়াছ। [নচিকেতা মোক্ষরূপ পরমপদ লাভের নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভাধিকার ও নিজের ইহ পারলৌকিক প্রতিষ্ঠা প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক সদ্‌বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন।] ১১।

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং,
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥১২

ধীরঃ (ধীমান্ ব্যক্তি) অধ্যাত্মযোগাধিগমেন (আত্মায় চিত্ত সমাধান রূপ যোগের আভ্যাস দ্বারা) দুর্দ্দর্শং (দুর্বিজ্ঞেয়) গূঢ়ং (অব্যক্তস্বরূপ) [প্রেরক রূপে] অনুপ্রবিষ্টং (সর্ব্ব ভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট) গুহাহিতং (প্রাণিবুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত) গহ্বরেষ্ঠং (দেহরূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত) পুরাণং (নিত্য বিদ্যমান) তং দেবং সেই পরমাত্মদেবকে) মত্বা (অবগত হইয়া) হর্ষশোকৌ (বিষয়জাত সুখ ও দুঃখ) জহাতি (পরিত্যাগ করেন)। [গভীর ধ্যান দ্বারা আত্মস্বরূপ লাভ করিতে পারিলে বৈষয়িক সুখ দুঃখের অতীত হওয়া যায়।] ১২।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেনমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥১৩

[যে] মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল জীব—মনুষ্য) এতৎ (ইহা—ব্রহ্মতত্ত্ব) [আচার্য্যের নিকট] শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) ধর্ম্ম্যং (জগতের ধারণকর্ত্তা) অণুং (সূক্ষ্ম—অতীন্দ্রিয়) [আত্মাকে] প্রবৃহ্য (শরীরাদি হইতে পৃথক্ করিয়া) সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া) [থাকেন] সঃ (তিনি) এনং (ইঁহাকে—আত্মাকে) আপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) [এবং] মোদনীয়ং (আনন্দ-স্বরূপ—আত্মাকে) লব্ধা (লাভ করিয়া) মোদতে (সুখী হয়েন)। নচিকেতসং [প্রতি] (নচিকেতার সম্বন্ধে) সদ্ম (ব্রহ্ম সদন—ব্রহ্মজ্ঞান) বিবৃতং (উন্মুক্ত—বিকশিত) মন্যে (মনে করি) [অর্থাৎ নচিকেতা কাম্য পদার্থের ত্যাগ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী (মুমুক্ষু) হইয়াছেন।] ১৩।

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-
দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ
যত্তৎ পশ্যসি, তদ্বদ ॥১৪

[আত্মপ্রশংসায় বাধা দিয়া নচিকেতা বলিলেন,] ধর্ম্মাৎ অন্যত্র (ধর্ম্ম-সাধন ফলের অতীত) অধর্ম্মাৎ অন্যত্র (অধর্ম্ম হইতে পৃথক্) অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ (এই প্রত্যক্ষ কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন) ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ (অতীত এবং ভবিষ্যৎ) [চ=ও বর্ত্তমান] হইতে বিভিন্ন, অর্থাৎ ত্রিকালে অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং নিত্য) তৎ (সেই—প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম তত্ত্ব) যৎ পশ্যসি (যাহা আপনি দর্শন করেন, অর্থাৎ জানেন) তৎ (তাহা) [আমাকে] বদ (বলুন)। ১৪।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি,
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫*

[যমরাজ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশকালে বলিলেন,] সর্ব্বে বেদাঃ

* "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"—কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডময় ঋগাদি সমস্ত বেদেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মরূপ পদেরই বর্ণনা করিয়াছেন। (গীতা—১৫।১৫)

(সমস্ত বেদ) [বেদের সংহিতাভাগ গৌণরূপে, এবং উপনিষদ্ভাগ মুখ্যরূপে] যৎ পদং (যে ব্রহ্ম পদ—ব্রহ্মস্বরূপ) [প্রাপ্তব্য বলিয়া] আমনন্তি (নির্দ্দেশ করেন) সর্ব্বাণি তপাংসি চ (এবং তপস্তা সমূহ বা কর্ম্ম সমূহ) যৎ বদন্তি (যাহা বলে, অর্থাৎ যে জন্য কর্ম্ম সমূহ অনুষ্ঠিত হয়) [সাধুগণ] যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাহা ইচ্ছা করিয়া, অর্থাৎ যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির আশায়) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য সহ শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্রত) চরন্তি (অনুষ্ঠান করেন) [আমি] সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) তে (তোমাকে) তৎপদং (সেই ব্রহ্মপদ—ব্রহ্মতত্ত্ব) ব্রবীমি (বলিতেছি)। এতৎ (ইহা—এই রহস্য) ওম্ ইতি (ওঁ শব্দ ও ইহার অর্থই ব্রহ্মের প্রতিপাদক অর্থাৎ ওঁ শব্দের যথাযথ জপ ও উহার লক্ষ্যার্থ ধ্যান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়।) ১৫।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো
যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬ *

এতৎ অক্ষরম্ এব হি (এই অক্ষরই, অর্থাৎ ওঁ) ব্রহ্ম

* এই অক্ষরই (আদি নাম বীজ) ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ,

(সগুণ ব্রহ্মের বাচক) এতৎ অক্ষরম্ এব হি (এই ওঁকার রূপ অক্ষরই) পরম্ (পরব্রহ্মের—নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক) [সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক (প্রতিমা বা প্রতিনিধি) রূপ] এতৎ অক্ষরম্ এব হি (ওঁ এই অক্ষরই) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [অর্থাৎ এই অক্ষরের লক্ষ্যার্থ-সহ উপাসনা করিয়া] যঃ (যিনি) যৎ (যাহা) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন) তস্য (তাঁহার) তৎ (তাহা) [সিদ্ধ হয়।] [অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসক সুখৈশ্বর্য্যাদি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানপরায়ণ পুরুষ এই জীবনেই সুখদুঃখাতীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন।] ১৬।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥১৭

এতৎ (এই "ওঁ"কাররূপ) আলম্বনম্ (উপাসনার অবলম্বন)

এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই হয়। এই আলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই আলম্বনই প্রশস্ত, এই আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে গতি ও ব্রহ্মরূপত্ব লাভ হয়।

(বক্তৃতা—অক্ষের বষ্টি)

শ্রেষ্ঠম্ (অত্যুত্তম) এতৎ আলম্বনং (এই আলম্বনই) [ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন বলিয়া] পরম্ (উৎকৃষ্ট) এতৎ আলম্বনং (এই ওঁ কাররূপ অবলম্বন) [জপ ও ধ্যানের নিমিত্ত] জ্ঞাত্বা (যথাযথ অবগত হইয়া) [উপাসনা দ্বারা] [সাধক] ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্ম-লোকে) মহীয়তে (পূজিত হয়েন)। ১৭।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮

বিপশ্চিৎ (আত্মজ্ঞ পুরুষ) [জানেন] [আত্মা] ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) ন ম্রিয়তে বা (অথবা মৃত্যুগ্রস্ত হন না) অয়ং (এই আত্মা) কুতশ্চিৎ (কোন কিছু হইতেই) ন বভূব (উৎপন্ন হন নাই)। বলিয়া তাহা হইতেও] কশ্চিৎ (কোনকিছু) ন (উৎপন্ন হয় নাই)। অয়ং (এই আত্মা) অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (তিন কালেই বিদ্যমান) শাশ্বতঃ (অবিকার অর্থাৎ ক্ষয়রহিত বা অপরিণামী) পুরাণঃ (চিরবর্ত্তমান

যা বুদ্ধিরহিত) শরীরে হন্যমানে (শরীর হত হইলেও) [এই আত্মা] ন হন্যতে (হত হয়েন না)। ১৮।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং
হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

হন্তা (হত্যাকারী) চেৎ (যদি) হন্তুং (হনন করিবার) মন্যতে (চিন্তা করে) হতঃ (হত ব্যক্তি) চেৎ (যদি) [আপনাকে] হতং (হত) মন্যতে (মনে করে) [তাহা হইলে] তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) [আত্মতত্ত্ব] ন বিজানীতঃ (বিশেষরূপে জানে না) অয়ং (এই হন্তারূপ আত্মা) [কাহাকেও] ন হন্তি (হনন করেন না) [এবং কাহারও দ্বারা] [এই হতরূপ আত্মা] ন হন্যতে (হত হয়েন না)। ১৯।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ *

অণোঃ (সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত) মহতঃ আকাশাদি বৃহৎ পদার্থ হইতে) মহীয়ান্ (অতি বৃহৎ—দেশকালাতীত) [সুতরাং বুদ্ধ্যাদি কর্ত্তৃক ধারণারও বহির্ভূত] আত্মা (চিন্মাত্র আত্মা) অস্য জন্তোঃ (এই জীবের) গুহায়াং (বুদ্ধির অভ্যন্তরে) নিহিতঃ (অবস্থিত)। অক্রতুঃ (ক্রতু=কামনা; নিষ্কাম বা উপরত) বীতশোকঃ (বিগতশোক, দুঃখাদিরহিত, বা সত্বগুণসম্পন্ন) [ব্যক্তি] ধাতু-প্রসাদাৎ (ধাতু=শরীরধারক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মনোবুদ্ধ্যাদি; তাহাদের নির্ম্মলতা, প্রসন্নতা বা স্থিরতা বশতঃ) আত্মনঃ (আত্মার) তং মহিমানং (সেই নির্ব্বিকার ভাব—বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করেন, অর্থাৎ অভিন্ন-ভাবে তৎস্বরূপতা লাভ করেন)। [চিত্তের স্থিরতা—অর্থাৎ গভীর ধ্যান দ্বারাই আত্মার চৈতন্যস্বরূপতা স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।] ২০।

---

* "মহতো মহীয়ান্"—আত্মা আকাশাদি মহৎ হইতেও মহান্। (গীতা—১৩।২৩)

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥২১

[আত্মা] আসীনঃ (স্থির থাকিয়াও) দূরং ব্রজতি (দূরে গমন করেন) শয়ানঃ (নিশ্চেষ্টবৎ হইয়াও)। সর্ব্বতঃ যাতি (সর্ব্বত্র গমন করেন) মদামদং (হর্ষযুক্ত ও হর্ষহীন, অর্থাৎ বিষয়জাত দুঃখ-সুখশূন্য) দেবং (স্বপ্রকাশ — চৈতন্যস্বরূপ আত্মদেবকে) মদন্যঃ (আমার—যমরাজের ন্যায় আত্মজ্ঞ ব্যতীত) কঃ (কে) জ্ঞাতুম্ (জানিতে) অর্হতি (সমর্থ হয় ?)। [অর্থাৎ অসংযত, চঞ্চলচিত্ত ও ভোগী ব্যক্তি আত্মাকে জানিতে পারে না।] ২১।

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥২২

ধীরঃ (শুদ্ধচিত্তব্যক্তি) অনবস্থেষু শরীরেষু (নশ্বর শরীর সমূহে) অবস্থিতং (অবস্থিত) অশরীরং (স্থূল-সূক্ষ্মশরীরের অতীত) মহান্তং (মহান্,—অর্থাৎ দেশ-কাল-গুণদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) বিভুং (সর্ব্বব্যাপী) আত্মানং (চিন্মাত্র আত্মাকে) মত্বা (অবগত হইয়া) ন শোচতি (শোক করেন না) [অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষের আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধি অপগত হওয়ায় তাঁহার সাংসারিক শোক মোহ বিদূরিত হইয়া যায় ।]২২।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥২৩

অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা—চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) [কেবল] প্রবচনেন (শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্ত হইবার নহেন) ন মেধয়া (কেবল তীক্ষ্ণবুদ্ধিদ্বারাও লভ্য নহেন) বহুনা (অনেক) শ্রুতেন (শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও) ন (প্রাপ্ত হইবার নহেন), [কিন্তু] এষঃ (এই আত্মা) [উপাসিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক] যম্ এব (যাঁহার প্রতি—যে মুমুক্ষু সাধকের প্রতি) বৃণুতে (প্রসন্ন হয়েন) [অথবা এষঃ (এই মুমুক্ষুসাধক) যম্ এব (অভিন্নভাবে যাঁহাকে যে নিজ আত্মাকে) বৃণুতে (পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন)] তেন (তৎকর্ত্তৃকই—সেই মুমুক্ষু সাধক কর্ত্তৃকই) [আত্মা] লভ্যঃ (প্রাপ্ত বা লব্ধ হইয়া থাকেন)। এষঃ আত্মা (এই আত্মা) স্বাং তনূং (স্বীয় মূর্ত্তি—চৈতন্য স্বরূপ) তস্য (সেই মুমুক্ষু উপাসকের) (শুদ্ধ বুদ্ধিতে) বিবৃণুতে (প্রকাশিত করেন)। [সাধকের একান্ত শরণাগতি ও ভগবানের কৃপাই আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়।] ২৩।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪

[যে ব্যক্তি] দুশ্চরিতাৎ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ হইতে) ন অবিরতঃ (নিবৃত্ত হয় নাই, অর্থাৎ অসদাচারী) [সে] [কেবল] প্রজ্ঞানেন (ব্রহ্মবিষয়ক বিচার দ্বারা) এনম্ (ইঁহাকে—চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাকে) ন আপ্নুয়াৎ (লাভ করিতে পারে না) অশান্তঃ (ইন্দ্রিয়ভোগে রত) [ব্যক্তি] ন (লাভ করিতে পারে না) অসমাহিতঃ (একাগ্রতারহিত—চঞ্চলচিত্ত) [ব্যক্তি] ন (লাভ করিতে পারে না) বা (অথবা) অশান্তমানসঃ অপি (ফলকামনায় আসক্তচিত্ত ব্যক্তিও) ন (আত্মস্বরূপতা লাভ করিতে পারে না)। [অতএব যিনি পাপাচার হইতে নিবৃত্ত, ইন্দ্রিয় ভোগে বিরক্ত, সমাহিতচিত্ত এবং সমাধি দ্বারা সিদ্ধি প্রভৃতি লাভে অনাসক্ত, তিনিই ব্রহ্মবিচারণার দ্বারা আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপে লাভ করিয়া থাকেন।] ২৪।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ
উভে ভবত ওদনঃ।

মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং, ক
ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥২৫

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী।

[ধর্ম্মানুষ্ঠানশীল ও ধর্ম্মরক্ষক.] ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি) উভে (উভয়ে) যস্য (যে আত্মা—পরব্রহ্মের) ওদনঃ (অন্ন বা আহার্য্য) ভবতঃ (হয়েন) [এবং] মৃত্যুঃ (মৃত্যু) যস্য (যে ব্রহ্মের) উপসেচনং (ব্যঞ্জনস্থানীয়) [সুতরাং যে পরমাত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রমুখ সমস্ত প্রাণীর এবং স্বয়ং মৃত্যুরও সংহারক বা আশ্রয়] সঃ (সেই আত্মস্বরূপ—ব্রহ্মচৈতন্য) যত্র (যেখানে, অর্থাৎ নিরুদ্ধ বুদ্ধিতে) [থাকেন] [তাহা বা তাঁহাকে] ইত্থা (এইরূপে, অর্থাৎ সম্যক্ সাধনসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায়) [সাধনহীন] কঃ (অন্যকে) বেদ (জানিতে পারে?)। [২৪শ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সাধনশক্তিবিনা অন্য কেহই আত্ম চিন্মাত্রস্বরূপের সন্ধান পাইতে পারে না।] ২৫

তৃতীয়া বল্লী।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে,
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১

ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞগণ) পঞ্চাগ্নয়ঃ (পঞ্চাগ্নির উপাসক গৃহস্থ-গণ) যে চ (এবং যাঁহারা) ত্রিণাচিকেতাঃ (তিনবার নাচিকেত অগ্নির আরাধনা করিয়াছেন) [তাঁহারা] বদন্তি (বলেন) লোকে (এই শরীরে) সুকৃতস্য (কর্ম্মের) ঋতং (সুখদুঃখরূপ অবশ্যম্ভাবী ফল) পিবন্তৌ (ভোগকারী) পরমেপরার্দ্ধে (অন্তরস্থ হৃদয়াকাশে) গুহাং প্রবিষ্টৌ (বুদ্ধিরূপ গুহাস্থিত) [জীব ও ব্রহ্ম] ছায়াতপৌ [ইব] (ছায়া ও রৌদ্র, অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিভিন্ন)। [জীব কর্ম্মফলের ভোক্তৃরূপে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন; এবং ব্রহ্ম নির্ব্বিকার সাক্ষীর ন্যায় চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত।] ১।

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং
ব্রহ্ম যৎ পরম্।

অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং
নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২

ইজানানাং (যজ্ঞশীল কর্ম্মিগণের) যঃ সেতুঃ (যাহা সেতু, অর্থাৎ দুঃখপারের উপায় স্বরূপ) [সেই] নাচিকেতং (নাচিকেত অগ্নি বিদ্যা) শকেমহি (আমরা জানিতে বা অভ্যাস করিতে সমর্থ) পারং (সংসার সাগর পার) তিতীর্ষতাং (উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী জ্ঞানিগণের) অভয়ং (ভয় রহিত) যৎ (যে) অক্ষরং (নির্ব্বিকার) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম পদ) [তাহাও আমরা জানিতে সমর্থ] [অর্থাৎ যমরাজ অগ্নিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা উভয়ই অবগত আছেন; অথবা কর্ম্ম দ্বারা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব, এবং জ্ঞান সাধন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক।] ২।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি
শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি
মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ *

* আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ বলিয়া বিদিত হও, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ স্বরূপ অবগত হও। ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, বিষয়বূহ তাহাদের চলিবার পথ, আর ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত যে

[শরীরাদি হইতে পৃথক্‌রূপে আত্মার জ্ঞানলাভের জন্য যমরাজ বলিতেছেন] আত্মানং (চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে) রথিনং (রথী) তু (এবং) শরীরং (শরীরকে) রথম্ এব (রথ বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিও), বুদ্ধিং তু (বুদ্ধিকে) সারথিং (সারথি) মনঃ চ (এবং মনকে) প্রগ্রহম্ এব (অশ্বরশ্মি অর্থাৎ লাগাম) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও) । ৩ ।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু
গোচরান্ ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং
ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪ *

মনীষিণঃ (বুদ্ধিমান্ বা বিবেকী ব্যক্তিগণ) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে) হয়ান্ (শরীররথের অশ্ব) আহুঃ

আত্মা (জীব), সেই ভোক্তা, মনীষিগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্, অর্থাৎ অনিপুণ বা অবিবেকী, আর সর্ব্বদা অযুক্তমনাঃ বা অসমাহিতচিত্ত, তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে না। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্ অর্থাৎ সুনিপুণ বিবেকবান্ সর্ব্বদাযুক্তচিত্ত বা সংযতমনা, সারথির সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায়, তাহার ইন্দ্রিয়

(বলিয়া থাকেন); তেষু (তাহাদিগের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগের [শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ রূপ পঞ্চ বিষয়কে] [ইন্দ্রিয়-দিগের] গোচরান্ (বিচরণ স্থান) [বলিয়া থাকেন] আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং (শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত) [জীবাত্মাকে] ভোক্তা ইতি (সুখদুঃখের অনুভব কর্ত্তা) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। [বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধি দ্বারাই আত্মার ভোক্তৃত্ব আরোপিত হয়, নতুবা স্বরূপতঃ আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই।] ৪।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন
মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা
ইব সারথেঃ ॥ ৫ *

তু [কিন্তু] যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) সদা (সর্ব্বদা) অযুক্তেন (অসংযত বহির্ম্মুখীন) মনসা (মন কর্ত্তৃক) অবিজ্ঞান-

---

সকল সর্ব্বদা বশীভূত থাকে। যে ব্যক্তি অবিবেকী ও অবিজ্ঞান-বান্, অবশ চিত্ত ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় না, সংসারের দিকেই তাহার গতি হইয়া থাকে অর্থাৎ বারংবার জন্মমরণ রূপ যন্ত্রণায় নির্যাতিত হইতে থাকে। যি।ন বিজ্ঞানবান্, স্ববশ ও সদাশুদ্ধচিত্ত, তিনি সেই অচ্যুত ব্রহ্মপদ

বান্ (অবিবেকী—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ) ভবতি (হয়), সারথেঃ (সারথির) দুষ্টাশ্বা ইব (দুষ্ট অশ্বদিগের ন্যায়) তস্য (তাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সমূহ) অবশ্যানি (অবশীভূত অর্থাৎ বিপথগামী) [হইয়া থাকে।] ৫।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি
যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি
সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬

তু (কিন্তু) যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) সদা (সর্ব্বদা যুক্তেন মনসা (সংযত মনের দ্বারা) বিজ্ঞানবান্ (আত্মা ও অনাত্মার বিষয়ে বিবেকী বা বিচারবান্) ভবতি (হয়েন) তস্য (তাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সমূহ) সারথেঃ (সারথির) সদশ্বা ইব

লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বিজ্ঞানই যাঁহার সারথি, মন যাঁহার প্রগ্রহ, অর্থাৎ যিনি বিবেকী, শুদ্ধ, সমাহিতচিত্ত তিনি সংসারের জ্বালাযন্ত্রণাময় সীমা অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার পরমপদ (বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থা, গীতা—৮।২১) লাভ করিয়া থাকেন। (বক্তৃতা—ভারতে উৎসব)

(শিক্ষিত অশ্বগণের ন্যায়) বশ্যানি (বশবর্ত্তী, অর্থাৎ সুপথগামী —অন্তর্ম্মুখীন বা নিশ্চল) [হইয়া থাকে।] ৬।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ
সদাশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি
সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥ ৭

তু (কিন্তু) যঃ (যে রথী—জীবাত্মা) অবিজ্ঞানবান্ বিবেকহীন বুদ্ধিযুক্ত) অমনস্কঃ (অসংযতমনা) সদা অশুচিঃ (সর্ব্বদা অশুদ্ধচিত্ত—অস্থির) ভবতি (হয়) সঃ সেই জীবাত্মা-রূপ রথী) তৎ পদম্ (সেই ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মস্বরূপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না), সংসারং চ (এবং জন্মমরণরূপ সংসারগতি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)। [সে জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে না পারাতে মুক্ত হইতে পারে না।] ৭।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি
সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি
যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮

তু (পক্ষান্তরে) যঃ (যে রথী—জীবাত্মা) বিজ্ঞানবান্ সদসৎ বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত), সমনস্কঃ (সংযতমনা) সদাশুচিঃ (সর্ব্বদা শুদ্ধান্তঃকরণ—স্থিরচিত্ত) ভবতি (হয়েন) স তু (সেই জীবাত্মারূপ রথীই) তৎপদম্ (সেই পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যস্মাৎ (যাহা হইতে অর্থাৎ যে ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) [সংসারে] ন জায়তে (জন্মিতে হয় না)। ৮।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ
প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৯

যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) বিজ্ঞানসারথিঃ (বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত) মনঃপ্রগ্রহবান্ (মনোরূপ প্রগ্রহযুক্ত অর্থাৎ যাঁহার মন অশ্বপরিচালনরজ্জুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অন্তরে সমাহিত) সঃ (তিনি) অধ্বনঃ (সংসারপথের—জন্মজন্মান্তরের) পারং (সীমা বা অবসান রূপ) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর—বিভুস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের) পরমং পদং (পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন)। ৯।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা
অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা
মহান্ পরঃ ॥ ১০

[সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় আত্মার ধারণার্থ যমরাজ বলিতেছেন] ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় হইতে) অর্থাঃ (ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সমূহ—শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি) পরাঃ (শ্রেষ্ঠ) [অথবা, অন্তরে অনুভূত হয় বলিয়া বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয় শক্তির অপেক্ষায় অন্তরস্থিত বা সূক্ষ্ম] অর্থেভ্যঃ চ (এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সমূহ হইতে) মনঃ (অন্তঃকরণের বিষয় গ্রহণ করিবার শক্তি) পরম্ (শ্রেষ্ঠ অথবা সূক্ষ্ম) মনসঃ তু (মন হইতেও, মনের অপেক্ষাও) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ বিচারশক্তি) পরা (শ্রেষ্ঠ বা সূক্ষ্ম), বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতেও) মহান্ আত্মা (ব্যাপক ও সূক্ষ্ম জীবাত্মা অথবা সর্ব্ব-প্রাণীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের আশ্রয় বা আদি কারণ হিরণ্যগর্ভ) পরঃ (শ্রেষ্ঠ বা বুদ্ধ্যাদির অতীত)। ১০।

মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ
পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা
কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥ ১১ *

মহতঃ (জীবচৈতন্ত অথবা হিরণ্যগর্ভ হইতে) পরং (ব্যাপক বা শ্রেষ্ঠ) অব্যক্তং (প্রকৃতি—সর্ব্বপ্রাণীর বিভিন্ন বুদ্ধি বিকাশের মূল বা মায়াশক্তি) অব্যক্তাৎ (প্রকৃতি হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ বা অতীত) পুরুষঃ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) পুরুষাৎ (পরব্রহ্ম হইতে পরং (শ্রেষ্ঠ) কিঞ্চিৎ ন (কিছুই নাই) সা (সঃ= তিনি—পরমাত্মা) কাষ্ঠা (শেষসীমা, অর্থাৎ সূক্ষ্মতায় ও মহত্ব-বশতঃ প্রকৃতিরও অতীত) সা (সঃ=পরমাত্মা) পরা গতিঃ (শ্রেষ্ঠগতি—সংসারগতির অবধি, অর্থাৎ জীবের জন্মমৃত্যু নিবৃত্তির একমাত্র কারণ)। [পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপতা লাভ হইলে জীবের আর বুদ্ধির দ্বারা বিচ্ছিন্ন নিজ পৃথক্ সত্তার ভ্রম থাকে না, সুতরাং জীবকে জন্মমৃত্যুরও অধীন হইতে হয় না। পরমাত্মার আত্মচৈতন্তের অভেদ জ্ঞানেই জীবভাবের

---

* "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ"—সমস্ত আবেগ, সংবেগ, স্থিতি, রতি ও গতি যেখানে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাই পরম গতি, তাহাই পরমাত্মা। সেই পরম গতিস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীবের গতায়াতের শেষ হইয়া যায়। (গীতা—৮।২১)।

পূর্ণনিবৃত্তি হইয়া যায়, কেননা জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে আর পৃথক্ কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই]। ১১।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা
ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া
সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২

সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতের, অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে) গূঢ়ঃ (নিহিত—গুপ্তভাবে অবস্থিত) এষঃ আত্মা (এই আত্ম-চৈতন্য) [সকলের নিকটে] ন প্রকাশতে (প্রকাশিত হন না); তু (কিন্তু) সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (শাস্ত্রবিচারনিপুণ সূক্ষ্মদর্শী-জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক) অগ্রয়া (উত্তম একাগ্রতাসহ) সূক্ষ্ময়া (ধ্যান-দ্বারা নিশ্চল) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) [এই আত্মচৈতন্য] দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়েন—স্বরূপতঃ প্রকাশিত হয়েন)। ১২।

যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্
যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্
যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩

প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী পুরুষ) বাক্ (বাক্যকে, অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে) মনসি (মনোমধ্যে) যচ্ছেৎ (সংযত করিবেন, অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রত্যাহৃত করিবেন) তৎ (তাহাকে— —মনকে) জ্ঞানে আত্মনি (ইন্দ্রিয়গণের আত্মস্বরূপ বুদ্ধিতে) যচ্ছেৎ (সংযত করিবেন, অর্থাৎ চিন্তন ত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্র হইবেন) [পরে] জ্ঞানং (বুদ্ধীন্দ্রিয়কে) মহতি আত্মনি (বুদ্ধির প্রকাশক জীবাত্মায়, অথবা সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধির কারণস্বরূপ হিরণ্য-গর্ভ সত্তায়) নিযচ্ছেৎ (সংযত করিবেন) [অবশেষে] তৎ (সেই জীবাত্মাকে) শান্তে আত্মনি (নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্যে—পরমাত্মায়) যচ্ছেৎ (সংযত করিবেন)। ["আত্ম-সংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ (গীতা ৬ অঃ। ২৫) (জ্ঞানস্বরূপ) আত্মসত্তায় মন নিশ্চল করিয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না।] ১৩।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য
বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪

[হে জীবগণ !] উত্তিষ্ঠত (উত্থিত হও, অর্থাৎ বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে উদ্যোগী হও) [মোহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া] জাগ্রত (জাগরিত হও) বরান্ (শ্রেষ্ঠ—ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যগণকে) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) [তাঁহাদের সমীপস্থ হইয়া] নিবোধত (সম্যক্ জ্ঞানলাভ কর) ; কবয়ঃ (বিবেকী পুরুষগণ) বদন্তি (বলেন) তৎপথঃ (সেই আত্মজ্ঞানের পথ) দুরত্যয়া (কঠোর সাধন সহ সাবধানে অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া) [উহা] ক্ষুরস্ত (ক্ষুরের) নিশিতা ধারা (তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগের—ধারের ন্যায়) দুর্গং (দুর্গম)। [ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে বুদ্ধি নিরোধ পূর্ব্বক লাভ করিতে হয় বলিয়া ক্ষুরধারার উপর দিয়া গমনের ন্যায় উহা (আত্মজ্ঞানের সাধন) অতি কঠিন, এবং বিশেষ সাবধানতাসহ—ভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অভ্যাস করিতে হয়।] ১৪।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

যৎ (যে ব্রহ্ম) অশব্দং (শব্দগুণহীন, সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত) অস্পর্শং (স্পর্শগুণহীন, সুতরাং ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন)

অরূপং (রূপহীন বলিয়া চক্ষুর অগোচর) অব্যয়ং (নির্ব্বিকার অর্থাৎ বৃদ্ধি ক্ষয়াদি পরিণাম রহিত) তথা অরসং (এবং রসহীন, সুতরাং রসনেন্দ্রিয়ের অবিষয়) নিত্যং (জন্মমরণ রহিত) অগন্ধবৎ চ (এবং গন্ধগুণ হীন, অতএব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অতীত) অনাদ্যনন্তং (আদি ও অন্ত হীন) [ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া] মহতঃ পরং (বিভিন্ন বুদ্ধি হইতে ব্যাপক হিরণ্যগর্ভেরও অতীত, অথবা অচেতন প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ) ধ্রুবং (নিত্য একরূপে বিদ্যমান) তং (সেই ব্রহ্মকে) [শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা] নিচায্য (নিশ্চয় করিয়া) [মুমুক্ষুব্যক্তি] মৃত্যুমুখাৎ (মৃত্যুরূপ সংসার গতি হইতে—অর্থাৎ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম হইতে) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হয়েন)। [আত্মজ্ঞ পুরুষকে আর অজ্ঞানতাবশতঃ দেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় না।] ১৫।

নাচিকেতমুপাখ্যানং
মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬

মেধাবী (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) মৃত্যুপ্রোক্তং (যমকর্ত্তৃক কথিত) সনাতনং (অনাদি) নাচিকেতং (যম ও নচিকেতার সংবাদরূপ)

উপাখ্যানং (বৃত্তান্ত) উক্ত্বা শ্রুত্বা চ (বর্ণন ও শ্রবণ করিয়া) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ পূর্ব্বক) [ব্রহ্মবৎ আত্মচৈতন্যে অবস্থিত হইয়া] মহীয়তে (পূজিত হয়েন) । ১৬ ।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্
ব্রহ্মসংসদি ।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায়
কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥ ১৭

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ।

যঃ (যে ব্যক্তি) প্রযতঃ (সংযত হইয়া—অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া) পরমং গুহ্যং (অতি গুহ্য, গূঢ়ার্থযুক্ত) ইমং (এই উপাখ্যান) ব্রহ্ম সংসদি (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষদিগের সভায়) শ্রাদ্ধকালে বা (অথবা শ্রাদ্ধকালে) শ্রাবয়েৎ (অর্থসহ বর্ণনা করেন) তৎ (তাঁহার সেই ব্যাখ্যা) আনন্ত্যায় (অনন্ত-ফলদানে) কল্পতে (সমর্থ হয়) ["তদানন্ত্যায় কল্পতে" বাক্যের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির সূচক।] ১৭।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমা বল্লী।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১

স্বয়ম্ভূঃ (স্বতঃ বিদ্যমান,-অর্থাৎ স্বাধীন পরমেশ্বর) খানি (ইন্দ্রিয় সমূহকে) পরাঞ্চি (বহির্ম্মুখ বা বাহ্য পদার্থদর্শী করিয়া) ব্যতৃণৎ (নির্ম্মাণ করিয়াছেন) তস্মাৎ (সেই জন্য) [জীব] পরাং (বাহ্যবিষয়—শব্দাদি) পশ্যতি (দর্শন করে, অর্থাৎ জানিতে পারে) অন্তরাত্মন্ (অন্তরাত্মাকে) ন (জানিতে পারে না) কশ্চিৎ ধীরঃ (কোন কোন বিবেকী পুরুষ) অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্ (মুক্তি ইচ্ছা করিয়া) আবৃত্তচক্ষুঃ (চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া) প্রত্যগাত্মানং (জীবদেহে পৃথক্‌ভাবে প্রকটিত বিভু আত্মাকে) ঐক্ষৎ (ঐক্ষত—পশ্যতি, দর্শন করেন) [অর্থাৎ চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া আত্মস্বরূপতা লাভ করেন।] ১।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২

[যে] বালাঃ (অবিবেকী ব্যক্তিরা) পরাচঃ (বাহ্য) কামান্ (ভোগের বিষয় সমূহ) অনুযন্তি (অনুসরণ করে) তে (তাহারা) বিততস্য (সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর,—অর্থাৎ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের) পাশং (বন্ধন—জন্মমরণাদি ক্লেশ) যন্তি (প্রাপ্ত হয়), অথ (এই জন্য) ধীরাঃ (বিবেকী ব্যক্তিগণ) ধ্রুবং (নিত্য-সত্য) [ব্রহ্ম চৈতন্যে স্থিতিরূপ] অমৃতত্বং (মোক্ষ) বিদিত্বা (অবগত হইয়া—লাভ করিয়া) ইহ (সংসারে) অধ্রুবেষু (অনিত্য বিষয় সমূহের মধ্যে) [স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি কিছুই] ন প্রার্থয়ন্তে (প্রার্থনা করেন না, অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছা করেন না)। ২।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্
স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র
পরিশিষ্যতে ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥ ৩

যেন এতেন এব (যে এই [জ্ঞান স্বরূপ] আত্মা দ্বারা) [জীব] রূপং, রসং, গন্ধং (রূপ, রস ও গন্ধ) শব্দান্, স্পর্শান্, মৈথুনান্ চ (শব্দ, স্পর্শ ও পরস্পরের সংযোগজাত সুখাদি) বিজানাতি (অবগত হয়) অত্র (এই আত্মচৈতন্যে স্থিতিরূপ মোক্ষে) কিং পরিশিষ্যতে (কি অবশিষ্ট থাকে ?) [অর্থাৎ আত্মস্বরূপ লাভ করিলে আর কোনও বিষয়ের জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। দেহেন্দ্রিয়াদি অচেতন বলিয়া তাহারা শব্দাদি বিষয়, এবং পরস্পরকে জানিতে পারে না। দেহে আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব বশতঃই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে।] এতৎ বৈ (ইহাই, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই) [তোমার (নচিকেতার) জিজ্ঞাসিত] তৎ (সেই ব্রহ্মপদ)। ৩।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ
যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা
ধীরো ন শোচতি। ৪

যেন (যে আত্মচৈতন্য দ্বারা) [প্রেরিত হইয়া জীব] স্বপ্নান্তং (স্বপ্নকালীন দৃশ্য) জাগরিতান্তং চ (এবং জাগ্রদবস্থার বিষয়) অনুপশ্যতি (জানিতে পারে) [সেই] মহান্তং বিভুং

(মহান্ ও ব্যাপক) আত্মানং (আত্মাকে) মত্বা (অবগত হইয়া) [অভিন্নভাবে চৈতন্যরূপে জানিয়া] ধীরঃ (বিবেকী ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না) [আত্মজ্ঞানের পর দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায় জ্ঞানী ব্যক্তি আর দেহের মৃত্যুতে দুঃখিত হন না ।] ৪।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং
জীবমন্তিকাৎ ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো
বিজুগুপ্সতে ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥ ৫ *

যঃ (যিনি) অন্তিকাৎ (স্বসমীপে—এই দেহে) ইমং (এই) মধ্বদং (মধু—কর্ম্মফল ; কর্ম্মফল ভোক্তা) জীবম্ (জীবরূপ) আত্মানং (আত্মাকে) ভূতভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যতের, সুতরাং বর্ত্তমানের ও) ঈশানম্ (প্রেরক বা নিয়ন্তা বলিয়া) বেদ (জানেন) [তিনি] ততঃ (তদনন্তর, অর্থাৎ আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অদ্বৈত জ্ঞানের পর) [নিজের পার্থক্য বোধ অপগত হওয়াতে ভয়শূন্য হইয়া] [আত্মাকে] ন বিজুগুপ্সতে (গোপন

* "ঈশানং ভূতভব্যস্য"—বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ব্যবস্থাপক—ঈশান। (গীতা—১৩।২৩ ।)

করিতে ইচ্ছা করেন না।) [আত্মস্বরূপের জ্ঞান হওয়ায় তিনি অভয় লাভ করেন।] এতৎ বৈ (ইহাই—এই আত্মাই) [নচিকেতার জিজ্ঞাসিত] তৎ (সেই পরব্রহ্মপদ)।৫।

যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ
পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো
ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥ ৬

[চরাচর জগতের আত্মস্বরূপ] যঃ (যে—হিরণ্যগর্ভ দেব) অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং (জল প্রভৃতি পঞ্চ ভূতের অগ্রে) অজায়ত (উৎপন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে পৃথক্ হইয়াছিলেন) পূর্ব্বং (সর্ব্ব প্রথমে) তপসঃ (জ্ঞানময় সগুণ ব্রহ্ম হইতে, জাতং (উৎপন্ন, অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে স্থিত) ভূতেভিঃ (পঞ্চভূতের পরিণাম—দেহেন্দ্রিয়াদি সহ) গুহাং প্রবিশ্য (জীবদিগের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত) [তাঁহাকে—হিরণ্যগর্ভরূপ জগদাত্মাকে] যঃ (যে মুমুক্ষু ব্যক্তি) ব্যপশ্যত (বিশেষরূপে দর্শন করেন, অর্থাৎ জানেন) [তিনিই প্রকৃত আত্মাকে দর্শন করেন] এতৎ বৈ (ইনিই) তৎ (সেই আত্মা)। [যিনি চরাচর জগতের আত্মভূত হিরণ্যগর্ভদেবকে পৃথক করিয়া

চৈতন্যরূপে জানিতে পারেন, তিনিই আত্মাকে স্বরূপতঃ দর্শন করিয়া থাকেন।] ৬।

যা প্রাণেন সম্ভবতি
অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা
ভূতেভির্ব্যজায়ত॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৭

দেবতাময়ী (সর্ব্ব-দেবতারূপা) যা অদিতিঃ (শব্দাদি বিষয়ের ভোক্তৃ—শক্তিরূপে প্রকাশিতা যে দেবতা) প্রাণেন (প্রাণ শক্তিসহ) [সগুণ ব্রহ্ম হইতে ক্রিয়ারূপে] সম্ভবতি (উৎপন্ন—পৃথক্ হয়েন) [এবং] যা (যিনি—যে আত্মা চিৎশক্তি) ভূতেভিঃ (ভূতগণের সহিত, পঞ্চভূত সমন্বিত হইয়া) ব্যজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছিলেন) গুহাং প্রবিশ্য (জীবদিগের হৃদয় গুহায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইয়া) তিষ্ঠন্তীং (স্থিতা—অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিরূপে প্রকাশিতা) [তাঁহাকে—চিৎ-শক্তিকে] [যিনি দর্শন করেন, তিনি] এতৎ বৈ তৎ (এই সেই ব্রহ্মকেই) [দর্শন করিয়া থাকেন।] [জীবের বুদ্ধিস্থ সেই চিন্তাময়ী চিৎ-শক্তিকে পৃথক্ করিয়া জানিতে পারিলেই ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারের ফল হইয়া থাকে।] ৭।

অরণ্যো র্নিহিতো জাতবেদা-
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভি-
র্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৮

গর্ভিণীভিঃ (গর্ভিণীগণ কর্ত্তৃক) গর্ভঃ ইব (গর্ভস্থ শিশুর ন্যায়) সুভৃতঃ (পরিপোষিতঃ—সাবধানে রক্ষিত) জাগৃবদ্ভিঃ (জাগরণশীল অথবা প্রমাদহীন) হবিষ্মদ্ভিঃ (যজ্ঞপরায়ণ বা ধ্যানশীল) মনুষ্যেভিঃ (মনুষ্যগণ কর্তৃক) অরণ্যোঃ নিহিত (দুই অরণীর মধ্যে স্থাপিত, অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী; অথবা যোগীর বুদ্ধি ও মন্ত্রের মধ্যস্থ) [যে] জাত-বেদাঃ (সর্ব্ব প্রকাশক অথবা সর্ব্বজ্ঞ) অগ্নিঃ (অগ্নি অথবা আত্মচৈতন্য) দিবে দিবে (প্রত্যহ) [যজ্ঞে বা হৃদয়ে—বুদ্ধিতে] ঈড্যঃ (স্তুত বা ধ্যাত) [হয়েন] এতৎ বৈ (ইনিই) তৎ (সেই পরব্রহ্ম)। ৮।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং
যত্র চ গচ্ছতি।

তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু
নাত্যেতি কশ্চন॥ এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯ *

যতঃ (যাঁহা হইতে অর্থাৎ যে ব্রহ্মসত্তা হইতে) সূর্য্যঃ (সূর্য্য—সূর্য্য প্রভৃতি দৃশ্য জগৎ) উদেতি (উদিত—উৎপন্ন হয়) যত্র চ (এবং যাঁহাতে) অস্তং গচ্ছতি (অস্তমিত বা লীন হয়), সর্ব্বে দেবাঃ (সকল দেবতা) [অর্থাৎ বাহ্য অগ্নি, বায়ু আদির শক্তি, অথবা চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের শক্তি] তম্ অর্পিতা (তাঁহাকে, অর্থাৎ প্রাণ শক্তিরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত) কশ্চন (কেহই) তৎ (তাঁহাকে—সর্ব্বদেবতার আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মশক্তিকে ন উ অত্যেতি (অতিক্রম করিতে পারেন না) এতৎ বৈ (ইনিই) [নচিকেতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত] তৎ (সেই ব্রহ্ম)।৯।

যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ
নানেব পশ্যতি ॥ ১০

---

* "যতশ্চোদেতি...গচ্ছতি"—যাঁহা হইতে সূর্য্যের উদয়, হয়, এবং যাঁহাতে সূর্য্য অস্তগমন করেন, তিনিই ব্রহ্ম।

(গীতা—১১।৪৩)

যৎ (যাঁহা—যে আত্মচৈতন্য) ইহ (এই দেহস্থ অন্তঃকরণে) [প্রকাশিত] তৎ এব (সেই চৈতন্য আত্মাই) অমুত্র (তথায়, অর্থাৎ মায়া বা প্রকৃতির অতীত অবস্থায়) [নির্ব্বিকার ব্রহ্মরূপে অবস্থিত] যৎ (যে ব্রহ্মচৈতন্য) অমুত্র (মায়াতীত ভাবে) [স্থিত] তৎ (সেই চৈতন্যই) ইহ (এই অন্তঃকরণে) অনু (অনুস্যূত) [রহিয়াছেন]। যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই ব্রহ্মচৈতন্যে) নানা ইব (পৃথক্ পৃথক্ ভাব, অর্থাৎ অন্তঃকরণের ভিন্নতা বশতঃ আত্মা ও ব্রহ্মের ভিন্নতা) পশ্যতি (দর্শন করে) সঃ (সে ব্যক্তি) মৃত্যোঃ মৃত্যুং (মৃত্যুর পর মৃত্যু) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) [অর্থাৎ তাহার পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর পর জন্ম, এবং জন্মের পর মৃত্যু হইতে থাকে। ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞানের অভাবে সে জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে না।] ১০।

মনসৈবেদ মাপ্তব্যং নেহ
নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি
য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥১১

ইহ (এই ব্রহ্মচৈতন্যে) কিঞ্চন (কিছুমাত্রও) নানা (পৃথক্ পৃথক্ ভেদ) নাস্তি (নাই) ইদং (ইহা, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার

একত্বজ্ঞান) মনসা এব (মন দ্বারাই, অর্থাৎ বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত ও ধ্যানযোগে সমাহিত মন দ্বারাই) আপ্তব্যং (প্রাপ্ত হওয়া যায়)। যঃ (যে) ইহ এই ব্রহ্মসত্তায়) নানা ইব (নানারূপ ভেদ—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিবিধ জীব ও জগৎ যেন পৃথক্) পশ্যতি (দর্শন করে) সঃ (সে) মৃত্যোঃ মৃত্যুং (মৃত্যুর পর মৃত্যু, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) [আত্মার স্বরূপজ্ঞান না হইলে কেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।] [জীবদেহে আবির্ভূত] এতৎ বৈ (এই আত্মাই) তৎ (সেই ব্রহ্ম) [অন্তঃকরণাদি উপাধি বর্জ্জিত জীবদেহস্থ আত্মা নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।] ১১।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য
আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো
বিজুগুপ্সতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হৃদয়াকাশে বা অন্তঃকরণে অবস্থিত) পুরুষঃ (যিনি দেহকে জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকেন, আত্মা) আত্মনি মধ্যে (দেহ মধ্যে) তিষ্ঠতি (আছেন) [তিনিই] ভূতভব্যস্য (অতীত ও

ভবিষ্যতের, সুতরাং বর্ত্তমানেরও) ঈশানঃ (প্রেরক বা নিয়ন্তা) ততঃ (তদনন্তর, অর্থাৎ সেই ত্রিকালে বিদ্যমান নিত্য চৈতন্য সত্তার জ্ঞানের পর) [কেহই] [আত্মাকে] ন বিজুগুপ্সতে (গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না)। [আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইলে আর কাহারও আত্মনিশ্চয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না]। [অন্তঃকরণে প্রকাশিত] এতৎ বৈ (এই আত্মাই) তৎ (সেই ব্রহ্মচৈতন্য)। ১২।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো
জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য
স উ শ্বঃ॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়াকাশে—অন্তঃকরণে স্থিত) পুরুষঃ (যাঁহা দ্বারা সমস্ত পূর্ণ; আত্মা) অধূমকঃ (ধূমহীন) জ্যোতিঃ ইব (জ্যোতির ন্যায়, অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ) ভূতভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যতের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা) সঃ এব (সেই আত্মাই) অদ্য (বর্ত্তমানে) [সর্ব্বজীবে বিদ্যমান আছেন] শ্বঃ উ (কল্যও, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালেও) সঃ (সেই

আত্মা) [বিদ্যমান থাকিবেন] [অর্থাৎ মৃত্যুর পরও আত্মা থাকিবেন] এতৎ বৈ (এই আত্মাই) তৎ (সেই ব্রহ্ম) ।১৩।

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং
পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানু-
বিধাবতি ॥ ১৪

[যমরাজ আত্মায় ভেদ দর্শনের অনিষ্টফল বলিতেছেন] যথা (যেরূপ) দুর্গে (দুর্গম প্রদেশে) বৃষ্টং (পতিত) উদকং (মেঘবারি) পর্ব্বতেষু—(পর্ব্বতবিশিষ্ট নিম্নপ্রদেশে) বিধাবতি (নানা ভাগে বিকীর্ণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়) এবং (তদ্রূপ) ধর্ম্মান্ (বিভিন্ন দেহে একই আত্মার বিকাশ সমূহকে) পৃথক্ (ভিন্ন ভিন্ন রূপে) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) [জীব বা মনুষ্য] তান্ এব (তাহাদিগকেই. অর্থাৎ বিভিন্ন শরীরের বিবিধ জন্ম) অনুবিধাবতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) [সুতরাং আত্মায় ভেদদর্শী মনুষ্য মুক্তি লাভ করিতে পারে না।] ১৪।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং
তাদৃগেব ভবতি।

এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা
ভবতি গৌতম ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী।

[যমরাজ আত্মার একত্ব দর্শনের ফল বলিতেছেন] গৌতম ! (হে গৌতম বংশীয় নচিকেত !) যথা (যেরূপ) শুদ্ধং উদকং (নির্ম্মল জল) শুদ্ধে (নির্ম্মল জলে) আসিক্তং (পতিত হইলে) তাদৃক্ এব (সেই রূপই, অর্থাৎ নির্ম্মলই) ভবতি (হয়) [পৃথক্ ভাবে থাকে না] এবং (সেইরূপ) বিজানতঃ (বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ আত্মার একত্বদর্শী) মুনেঃ (মননশীল, অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির) আত্মা (অন্তঃকরণাদি উপাধি রহিত আত্মচৈতন্য) [ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন] ভবতি (হয়েন)। [ধ্যানশীল উপাসকের একাগ্রচিত্ত নিরুদ্ধ হইলে বুদ্ধিরূপ উপাধির অভাব বশতঃ জীব চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া তৎস্বরূপতা লাভ করেন।] ১৫।

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

দ্বিতীয়া বল্লী।

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ
বিমুচ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ১

অবক্রচেতসঃ (নিত্য একরূপ প্রকাশশীল, অর্থাৎ সদৈব চৈতন্যস্বরূপ) অজস্য (জন্মরহিত—নিত্য বিদ্যমান ব্রহ্মের) একাদশদ্বারং (একাদশ দ্বারবিশিষ্ট) [দুইটী কর্ণ ছিদ্র, দুইটী চক্ষু, দুইটী নাসিকা ছিদ্র, মুখ, নাভি, মল ও মূত্রের দ্বার এবং মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্র সহ একাদশ দ্বার যুক্ত] পুরং (দেহরূপ পুর বা গৃহ) [ইহা] অনুষ্ঠায় (নিশ্চয় করিয়া, অর্থাৎ গৃহ হইতে গৃহস্বামী যেরূপ পৃথক্, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে শরীরস্থ আত্মাও পৃথক্, এবং দেহের সুখ দুঃখাদির অতীত কেবল চৈতন্যস্বরূপ, ইহা জানিয়া) [বিবেকী ব্যক্তি] ন শোচতি (শোক বা দুঃখ করেন না) বিমুক্তঃ চ (এবং বিমুক্ত হইয়া, অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা দেহাতীত আত্ম চৈতন্যের জ্ঞানে দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হওয়ায় অভয়লাভ করিয়া) [দেহপাতের পর] [জন্মবন্ধন হইতে] বিমুচ্যতে (বিমুক্ত হয়েন) [বিবেকী পুরুষ ধ্যান দ্বারা অভিন্নভাবে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন

না]। এতৎ বৈ (এই) [দেহ ও অন্তঃকরণাদির অতীত আত্ম-চৈতন্যই] তৎ (সেই—ব্রহ্মচৈতন্য) । ১ ।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্-
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২

[দেহপুরে প্রকাশিত পরমাত্মা] শুচিষৎ হংসঃ (শুচি—আকাশ ; আকাশে অবস্থিত সূর্য্য) অন্তরিক্ষসৎ বসুঃ (অন্তরীক্ষ-স্থিত বায়ু) বেদিষৎ হোতা (বেদীস্থিত অগ্নি) দুরোণসৎ (গৃহস্থিত বা কলসস্থিত) অতিথিঃ (অতিথি বা সোমরস) [সেই পরমাত্মা] নৃষৎ (মনুষ্যের মধ্যে অবস্থিত) বরসৎ (শ্রেষ্ঠ পদার্থে বা শ্রেষ্ঠ দেবাদিতে প্রকাশিত) ঋতসৎ (যজ্ঞে অধিষ্ঠিত) ব্যোমসৎ (আকাশে বা প্রকৃতিতে বিদ্যমান, [তিনিই] অব্জাঃ (জলজাত শঙ্খ, শুক্তি, মকরাদি) গোজাঃ (পৃথিবীজাত ধান্য যবাদি) ঋতজাঃ (যজ্ঞোৎপন্ন কর্ম্মফল) অদ্রিজা (পর্ব্বত-জাত নদনদী) ঋতম্ (সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ অবিকৃত) বৃহৎ (মহান্ অর্থাৎ সর্ব্বময়কারণ)। [হংসঃ 'হন্তি'—গমন করেন, এই অর্থে হংস=সূর্য্য, এবং "হন্তি"—ব্যাপিয়া থাকেন, এই অর্থে

পরমাত্মা, অর্থাৎ এক পরমাত্মাই স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছেন।] ২।

ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা
উপাসতে ॥ ৩

[যে আত্মা] প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধে) উন্নয়তি (উত্তোলন করেন) অপানং (অপানবায়ুকে) প্রত্যক্ (অধোদিকে) অস্যতি (নিক্ষেপ করেন) মধ্যে (হৃদয়ের মধ্যে—বুদ্ধিতে) আসীনং (অভিব্যক্ত) [সেই] বামনং (অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ক্ষুদ্র হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পুরুষকে) বিশ্বে দেবাঃ (সকল দেবতা—চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ) উপাসতে (উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাঁহার প্রেরণায় নিজ নিজ কার্য্য [রূপ, শব্দ প্রভৃতি জ্ঞানের কার্য্য] সম্পন্ন করিয়া থাকেন) [সুতরাং বুদ্ধিস্থ আত্মচৈতন্য প্রেরকরূপে প্রাণেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র।] ৩।

অস্য বিস্রংসমানস্য
শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র
পরিশিষ্যতে ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥ ৪

অস্য শরীরস্থস্য (এই শরীরস্থিত) দেহিনঃ (দেহীর,- অর্থাৎ দেহাভিমানী আত্মার) বিস্রংসমানস্য (বিযুক্ত হওয়ার) [পর] দেহাৎ (দেহ হইতে) বিমুচ্যমানস্য (বহির্গত হইবার পর) অত্র (এই দেহে) কিং (কি) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে?) [অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শক্তি ও প্রাণাদি কিছুই থাকে না] [সুতরাং আত্মচৈতন্য প্রাণেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্।] এতৎ বৈ (এই আত্মচৈতন্যই) তৎ (সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ)। ৪।

ন প্রাণেন নাপানেন
মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি
যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫

কঃ চন (কোনও) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল জীব) প্রাণেন (প্রাণ-বায়ু দ্বারা) ন জীবতি (জীবিত থাকে না) [অথবা] অপানেন (অপান বায়ু দ্বারা) ন [জীবতি] (জীবিত থাকে না) তু (কিন্তু) ইতরেণ (অন্যদ্বারা) [অর্থাৎ প্রাণাপান হইতে পৃথক্ দেহস্থ পরমাত্মার প্রভাবেই] [প্রাণিগণ] জীবন্তি (জীবিত থাকে) যস্মিন্ (যাঁহাতে, অর্থাৎ যে পরমাত্মায়)

এতৌ উভৌ (এই দুই—প্রাণ ও অপান বায়ু) আশ্রিতৌ (আশ্রিত হইয়া আছে) [প্রাণ ও অপান মিলিত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া তাহারা স্বাধীন নহে। সুতরাং তাহারা জীবন ধারণের মূল কারণও হইতে পারে না। এইজন্য স্বতঃসিদ্ধ আত্মচৈতন্যই জীবন ধারণের একমাত্র কারণ।] ৫।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি
গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য
আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬

"হন্ত" হর্ষসূচক অব্যয় শব্দ। গৌতম (হে নচিকেত!) [আরও একণে] তে (তোমাকে) ইদং (এই) গুহ্যং (গোপনীয়—অনধিকারীর নিকট অপ্রকাশ্য) সনাতনং ব্রহ্ম (চিরস্থির—নিত্য ব্রহ্মের বিষয়) চ (এবং) আত্মা (জীবাত্মা) মরণং প্রাপ্য (মরণ প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ মৃত্যুর পর) যথা ভবতি (যেরূপ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্ত হইতে না পারিলে যেরূপে জীবাত্মা পুনর্ব্বার জন্মলাভ করে) [তাহা] প্রবক্ষ্যামি (বলিব)। ৬।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে
শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি
যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ ৭

অন্যে (কোন কোন) দেহিনঃ (দেহ ধারণ যোগ্য অজ্ঞান জীবগণ) শরীরত্বায় (শরীর ধারণের জন্য) যথাকর্ম্ম (নিজনিজ কৃত কর্ম্মানুসারে) যথাশ্রুতং (নিজ নিজ উপার্জ্জিত জ্ঞানানুসারে) যোনিং (যোনিদ্বার, অর্থাৎ শুক্রশোণিত যাত দেহ) প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়) অন্যে (অপর কেহ কেহ, অর্থাৎ অত্যধিক পাপী জীবগণ) স্থাণুং (স্থাবর শরীর—বৃক্ষপাষাণাদি রূপ) অনুসংযন্তি (প্রাপ্ত হয়)। [সুতরাং মৃত্যুর পরও আত্মা থাকেন, এবং আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের পুণ্যপাপানুসারে পুনঃ পুনঃ শুভাশুভ জন্ম হইয়া থাকে।] ৭।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি
কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম
তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

[জীবগণ] সুপ্তেষু (নিদ্রিত হইলে, অর্থাৎ তাহাদিগের ইন্দ্রিয়গণ নির্ব্ব্যাপার হইলে) এষঃ (এই) যঃ পুরুষঃ (যে পুরুষ বা আত্মা) কামং (ইচ্ছামত বা প্রচুর পরিমাণে) কামং (ভোগ্যবিষয়—স্ত্রীধনাদি) নির্ম্মিমাণঃ (নির্ম্মাণপূর্ব্বক, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপরসাদি বিষয়ের বিকাশ করিয়া) জাগর্ত্তি (জাগ্রৎ থাকেন, অর্থাৎ জ্ঞানরূপে প্রকাশিত থাকেন) তৎ এব (তিনিই) শুক্রং (শুভ্র বা উজ্জ্বল, অর্থাৎ জ্ঞানময়) তৎ ব্রহ্ম (সেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম) তৎএব (তিনিই) অমৃতং (অবিনাশী) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়েন), সর্ব্বে লোকাঃ (পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক) তস্মিন্ (তাঁহাতে, অর্থাৎ নাশ রহিত কারণ রূপ ব্রহ্মে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত) [রহিয়াছে] কঃ চন (কেহই) তৎ উ (তাঁহাকে) ন অত্যেতি (অতিক্রম করিতে পারে না) এতৎ বৈ (ইনিই) [নচিকেতার জিজ্ঞাসিত] তৎ (সেই ব্রহ্ম।) ৮।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ॥

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯ *

যথা (যেমন) একঃ অগ্নিঃ (একই অগ্নি) ভুবনং (ভূত সমূহের উৎপত্তিস্থান জগতে) প্রবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইয়া) [কাষ্ঠাদি বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের] রূপং রূপং (রূপানুসারে) প্রতিরূপঃ (তত্তৎ বিভিন্ন পদার্থের অনুরূপ) বভূব (হইয়াছে) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা) একঃ (এক হইয়াও) [সূক্ষ্মতাবশতঃ] রূপং রূপং (বিভিন্নরূপ উপাধি অনুসারে, অর্থাৎ দেহাদি ভেদে) প্রতিরূপঃ (তত্তৎ দেহের সদৃশ) [হইয়াছেন] বহিঃ চ (এবং বাহিরে, অর্থাৎ উপাধি হইতে পৃথক্ হইয়া নির্লিপ্তভাবে) [আছেন] [একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিভিন্ন উপাধির অনুরূপ হইয়া থাকিলেও দেহভেদে আত্মার ভিন্নতা নাই। কাষ্ঠাদিতে অদৃশ্যভাবে স্থিত অগ্নির ন্যায় বুদ্ধ্যাদির অতীত আত্মা সদৈব অভিন্নভাবে নিজ নিত্য চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত আছেন।] ৯।

---

* "একস্তথা…বহিশ্চ"—সেই একস্বরূপই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ হইয়াছেন। (গীতা—১১।৪৬)।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০

যথা (যেমন) একঃ বায়ুঃ (একই বায়ু) ভুবনং প্রবিষ্টঃ (জগতের পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) রূপং রূপং (বস্তু সমূহের আকার ভেদে) প্রতিরূপঃ (তাহাদের অনুরূপ) বভূব (হইয়াছে) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা) একঃ (এক হইয়াও) প্রতিরূপঃ (বিভিন্ন পদার্থের অনুরূপ হইয়া) [প্রকাশ পাইতেছেন] বহিঃ চ (এবং তত্তৎ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া) [অবিকৃতভাবেই বিদ্যমান আছেন।] ১০।

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ-
র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥১১ *

---

* যেমন সর্ব্বলোকের চক্ষু—সর্ব্বলোকের প্রকাশক সূর্য্য বাহ্য পদার্থ সমূহের দোষে দূষিত হয়েন না, সেইরূপ সর্ব্বভূতের

যথা (যেমন) সূর্য্যঃ (সূর্য্য) [আলোক দ্বারা] সর্ব্বলোকস্য (সর্ব্বলোকের) চক্ষুঃ (চক্ষুর উপকারক) [হইয়াও] চাক্ষুষৈঃ (চক্ষুস্থ) বাহ্যদোষৈঃ (বিকার সমূহ দ্বারা) [অথবা চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্যপদার্থ সমূহের মলিনতা দ্বারা] ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না, অর্থাৎ বিকৃত হন না) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা) একঃ (এক হইয়াও) লোকদুঃখেন (লোকদিগের বুদ্ধিগ্রাহ্য দেহেন্দ্রিয়াদিজাত দুঃখ দ্বারা) ন লিপ্যতে (সম্বন্ধযুক্ত হন না) [যেহেতু তিনি] বাহ্যঃ (অসঙ্গ)। [যেমন সূর্য্য সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক হইয়াও তাহাদের দোষে বিকৃত হন না, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা জীবগণের ও জগতের সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক হইয়াও অবিকৃতই থাকেন। রজ্জু সর্পবৎ প্রতীত হইলেও যেমন উহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না, সেইরূপ বিভিন্ন পদার্থে প্রকাশিত হইয়াও অসঙ্গ পরমাত্মা নিত্য অবিকৃতই আছেন।] ১১।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

অন্তরাত্মা সকল দেহের প্রকাশক হইলেও কাহারও দুঃখশোকাদিতে লিপ্ত হয়েন না। বস্তুতঃ আত্মা শুভাশুভ কোন কর্ম্মেরই ফলভাগী হয়েন না। (গীতা—১৩৩৪)।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২

বশী (সর্ব্ব নিয়ন্তা) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা) যঃ (যিনি—যে পরমাত্মা) একঃ (এক হইয়া) একং রূপং (একটী রূপকে, অর্থাৎ নিজ অদ্বিতীয় স্বরূপকে) বহুধা (বহুপ্রকারে) [দেব-তির্য্যগ্-মনুষ্যাদি রূপ] করোতি (করিয়া থাকেন) আত্মস্থং (বুদ্ধিতে প্রকাশিত) তং (তাঁহাকে চৈতন্যস্বরূপকে) যে ধীরাঃ (যে বিবেকী পুরুষগণ) পশ্যন্তি (সাক্ষাৎ অনুভব করেন) তেষাং (তাঁহাদিগেরই) শাশ্বতং সুখং (নিত্যসুখ) [লাভ হয়] ইতরেষাং (অপর সকলের, অর্থাৎ বিষয়াসক্ত অবিবেকী ব্যক্তিদিগের) ন (আত্মস্বরূপ সাক্ষাতের সুখ হয় না)। ১২।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১৩

অনিত্যানাং (অনিত্য পদার্থ সমূহের) নিত্যঃ (নিত্য, অর্থাৎ অবিনাশী কারণ) চেতনানাং (চেতনাযুক্ত জীবদিগের—

ব্রহ্মাদিরও) চেতনঃ (চৈতন্য প্রদ) যঃ (যিনি—যে পরমাত্মা একঃ (এক হইয়া) বহূনাং (বহুজীবের) কামান্ (কর্ম্মানুসারে ভোগ্য বিষয় সমূহ) বিদধাতি (প্রদান করেন) আত্মস্থং (বুদ্ধিতে প্রকাশমান) তং (সেই—আত্মাকে) যে ধীরাঃ (যে বিবেকী পুরুষগণ, অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্ত উপাসকগণ) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ দর্শন করেন) তেষাং (তাঁহাদিগের) শাশ্বতী শান্তিঃ (নিত্য শান্তি) [লাভ হয়] ইতরেষাং ন (অপর ব্যক্তিদের হয় না) [বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ বুদ্ধিস্থ আত্মচৈতন্যকে অভিন্নভাবে দর্শনে অসমর্থ বলিয়া নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারে না।] ১৩।

তদেতদিতি মন্যন্তে-
হনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্ বিজানীয়াং
কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪

[ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিগণ] অনির্দ্দেশ্যং (বিশেষরূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য) [অসংস্কৃত বুদ্ধির অতীত] পরমং সুখং (পরম সুখরূপ আত্মানন্দ) তৎ এতৎ (তাহা এই) [অর্থাৎ নিরুদ্ধ বুদ্ধিতেই সেই সুখস্বরূপ আত্মা সাক্ষাৎ করিবার যোগ্য] ইতি

মন্যন্তে (এইরূপ মনে করেন), [আমি] কথং নু (কি প্রকারে) তৎ (সেই—আত্মসুখ) বিজানীয়াং (অনুভব করিতে পারি ?) [তাহা] ভাতি কিমু (প্রকাশ পায় কি ?) বিভাতি বা (অথবা বিশেষরূপে প্রকাশ পায় কিনা ?) ["আমি" এই আত্মবুদ্ধির বিষয়রূপে আত্মচৈতন্ত কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হয় মাত্র, অর্থাৎ "আমি" এই পৃথক্ জ্ঞান থাকিতে আত্মচৈতন্যের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হয় না।] ১৪।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ *

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী।

---

* সেই পর ব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব অল্প প্রকাশযুক্ত অগ্নি কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত। তাঁহার দীপ্তিতেই জগৎ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। যিনি রূপাদি বর্জ্জিত, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তাঁহাকে কিরূপে দেখাইতে পারিবে? যিনি

[পরমাত্মা যে স্বয়ং প্রকাশ, তাহাই যমরাজ বলিতেছেন,] তত্র (ব্রহ্মসত্তায়) সূর্য্যঃ ন ভাতি (সূর্য্য প্রকাশিত হয় না, অর্থাৎ সূর্য্য আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না) চন্দ্রতারকং ন (চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ তাঁহাতে প্রকাশ পায় না) ইমাঃ (এই দৃশ্যমান) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুৎ সমূহ) [আত্মার স্বরূপ সত্তায়] ন ভান্তি (প্রকাশিত হয় না) অয়ম্ অগ্নিঃ (এই প্রত্যক্ষ অগ্নি) কুতঃ (কি প্রকারে) [আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারিবে ?] ভান্তম্ (প্রকাশমান) তম্ এব (সেই—আত্মাকেই) অনু (অনুসরণপূর্ব্বক, অর্থাৎ তাঁহারই প্রকাশে) সর্ব্বং (সকল পদার্থ —সূর্য্যাদি) ভাতি (প্রকাশ পায়), ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম জগৎ) তস্য ভাসা (তাঁহার তেজে, অর্থাৎ ব্রহ্ম চৈতন্যের প্রভাবে] বিভাতি (দীপ্তি পাইতেছে) [ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া তাঁহার চৈতন্য সত্তায় চরাচর জগৎ (জ্ঞান-ক্রিয়া-রূপ দ্বারা) প্রকাশিত হইতেছে ।] ১৫ ।

মনের অগোচর, মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রমাই বা তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বাক্যের অতীত, বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাতা অগ্নিই বা তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কিরূপে? বস্তুতঃ তিনি বাঙ্‌মনশ্চক্ষুর অগোচর। তিনি স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ আপনার তেজেই আপনি প্রকাশিত। (গীতা—১৫।৬)

তৃতীয়াবল্লী ।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন ।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১ *

এষঃ (এই—সংসাররূপ বৃক্ষ) অশ্বত্থঃ (অস্থায়ী, অর্থাৎ আগামী দিবস পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা বলা যায় না) [ইহা] ঊর্দ্ধমূলঃ (ঊর্দ্ধমূল, অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া) অবাক্‌শাখঃ (নিম্নদেশে বিস্তৃত শাখা যুক্ত, অর্থাৎ দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি জীবদ্বারা পূর্ণ) [এবং] সনাতনঃ (অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে বিদ্যমান) [রহিয়াছে]। [সংসারের সেই মূল

* মূল যাহার ঊর্দ্ধে, শাখা যাহার নিম্নে ঈদৃশ সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ সমান এই সংসার। ইহার মূলাধার পরম পুরুষ শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই সমুদয় লোক আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

কারণ] তৎ এব (তিনিই) শুক্রং [বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ] তৎ (তিনিই ব্রহ্ম) তৎ এব (তিনিই) অমৃতং (অবিনাশী) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়েন)। সর্ব্বে লোকাঃ (পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক) তস্মিন্ (তাঁহাতে—কারণরূপ ব্রহ্মে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত) [রহিয়াছে] কঃ চন (কেহই) তৎ উ (তাঁহাকে) [কারণ রূপ ব্রহ্মকে] ন অত্যেতি (অতিক্রম করিতে পারে না ; অর্থাৎ ব্রহ্মই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ) এতৎ বৈ (ইনিই) [নচিকেতার জিজ্ঞাসিত বিষয়] তৎ (সেই ব্রহ্ম)। ১।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং
প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ *

---

* এই প্রাণস্বরূপ পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমুদয় জগৎ যথা নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক ; যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন ।

ইদং (এই) যৎকিঞ্চ (যে কিছু, অর্থাৎ দৃশ্যমান) সর্ব্বং জগৎ (সমস্ত জগৎ—জাগতিক সমস্ত পদার্থ) প্রাণে (ব্রহ্মসত্তারূপ প্রাণ শক্তিতে) এজতি (স্পন্দিত বা চেষ্টাযুক্ত হইতেছে)। [ব্রহ্মসত্তা হইতে সমস্ত জগৎ] নিঃসৃতং (উৎপন্ন হইয়াছে)। যে (যাঁহারা) উদ্যতং বজ্রং (উত্থাপিত বজ্রের ন্যায়) এতৎ (এই প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মকে) মহদ্ভয়ং (মহদ্ভয় স্বরূপে, অথবা মহান্ ও ভয়ঙ্কররূপে) বিদুঃ (অবগত আছেন) [অর্থাৎ যে বিবেকী পুরুষগণ (সর্ব্বশক্তির আশ্রয়, জগতের সৃষ্টি ও স্থিতির কারণরূপে মহান্, এবং প্রলয়ের কারণ বলিয়া অজ্ঞানী জীবের ভীতিকররূপে প্রতীয়মান) ব্রহ্মসত্তার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চৈতন্যস্বরূপ অবগত হয়েন] তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (মৃত্যুরহিত—জন্মমৃত্যুর অতীত, অর্থাৎ মুক্ত) ভবন্তি (হয়েন)। ২।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৩ *

অস্য (ইঁহার, অর্থাৎ প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত জগৎকারণ ব্রহ্মের) ভয়াৎ (ভয়ের হইতে, অর্থাৎ তাঁহার নিয়মে বাধ্য হইয়া)

---

* ইঁহার ভয়ে পাবক প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে তপন উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে বারিদ, বায়ু এবং মৃত্যু ধাবমান হইতেছে।

অগ্নিঃ তপতি (অগ্নি জ্বলিতেছে) [তাঁহার] ভয়াৎ (ভয়ে) সূর্য্যঃ তপতি (সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে) [তাঁহার] ভয়াৎ (ভয়ে) ইন্দ্রঃ বায়ুঃ চ (ইন্দ্র ও বায়ু) পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ চ (এবং পঞ্চম মৃত্যু) ধাবতি (ধাবিত হইতেছে, অর্থাৎ যথানিয়মে কর্ত্তব্যপালন করিতেছে)। [একজন মহান্ নিয়ন্তার ভয় না থাকিলে অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু যথাযথভাবে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিত না। সুতরাং এই সকল দেবতার অর্থাৎ অধিদৈব শক্তির নিয়ামক স্বাধীন ব্রহ্মচৈতন্য আছেন।] ৩।

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং
প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু
শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ *

ইহ (এই দেহে) চেৎ (যদি) [কেহ] শরীরস্য (শরীরের) বিস্রসঃ (পতনের বা ত্যাগের) প্রাক্ (পূর্ব্বে) [জগৎ কারণ ব্রহ্মকে] বোদ্ধুং (অবগত হইতে) অশকৎ (সমর্থ হয়েন) [তাহা হইলে তিনি জীবন্মুক্ত হয়েন।] [যদি কেহ দেহপাতের

* এখানে শরীর পতনের পূর্ব্বে যাঁহারা ইহাকে জানিতে পারিবেন, তাঁহাদেরই মঙ্গল, যাঁহারা না জানিতে পারেন, তাঁহারা অন্যান্য লোকে শরীরধারণ করেন।

পূর্ব্বে ব্রহ্মকে জানিতে না পারে] ততঃ (তাহা হইলে) [সে মৃত্যুর পর] সর্গেষু লোকেষু (যে সকল লোকে শরীর সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকে) শরীরত্বায় (শরীর লাভের নিমিত্ত) কল্পতে (উপযুক্ত হয়) [অর্থাৎ জন্মলাভ করিয়া থাকে।] [অতএব এই জীবনেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করা আবশ্যক, তাহা হইলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না] ৪।

যথাদর্শে তথাত্মনি
যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে
তথা গন্ধর্ব্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ *

[আত্মদর্শনের প্রকার ভেদ কথিত হইতেছে।] আদর্শে (দর্পণে) যথা (যেরূপ) [দেহের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দৃষ্ট হয়] আত্মনি (বুদ্ধিতে—নিশ্চল বা নিরুদ্ধচিত্তে) তথা ইব (সেইরূপ

---

* যেমন আদর্শে সেইরূপ আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রকাশিত দেখা যায়, যেমন স্বপ্নে সেইরূপ তাঁহাকে পিতৃলোকে দেখা যায়; যেমন জলে সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে তাঁহাকে দেখা যায়; আর ব্রহ্মলোকে ছায়া এবং আতপের ন্যায় দেখা যায়।

স্পষ্টভাবে) [আত্মচৈতন্য] পরিদদৃশে (প্রকাশমান হয়েন)। যথা স্বপ্নে (যেমন স্বপ্নে) [অন্যান্য চিন্তার সঙ্গে মিশ্রিতভাবে আত্মচৈতন্যের জ্ঞান হয়] তথা পিতৃলোকে (সেইরূপ পিতৃলোকে) [কর্ম্মফলের ক্ষয় না হওয়ায় মিশ্রিতভাবে আত্মচৈতন্যের অনুভূতি হয়] যথা অপ্সু (যেমন জলে) [অস্পষ্টভাবে দেহের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়] তথা গন্ধর্ব্বলোকে (সেইরূপ গন্ধর্ব্ব লোকে) [ভোগাসক্তি বশতঃ অস্পষ্টভাবে আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে।] [কেবল] ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকেই) ছায়াতপয়োঃ ইব (অন্ধকার ও আলোকের স্থায় পৃথক্‌ভাবে) [অনাত্মা ও আত্মার জ্ঞান হইয়া থাকে।] [অর্থাৎ ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্য কোনও স্বর্গলোকে সুস্পষ্ট আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু মনুষ্যের (ভক্তি-বৈরাগ্য-ধ্যান দ্বারা) নির্ম্মল বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে আত্মা প্রকাশিত হয়েন। অতএব মনুষ্যজীবনেই আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করা আবশ্যক।] ৫।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথক্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬

পৃথক্ উৎপদ্যমানানাং (পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ হইতে উদ্ভূত) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়দিগের) [সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণ ও সত্ত্বগুণজাত জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের, এবং রজোগুণজাত

কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের] যৎ পৃথক্‌ভাবং (যে পৃথক্ ভাব, অর্থাৎ নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্নতা) উদয়াস্তময়ৌ চ (এবং তাহাদিগের উদয় ও অস্ত, অর্থাৎ জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ এবং নিদ্রাবস্থায় লয়) মত্বা (অবগত হইয়া) ধীরঃ (বিবেকী ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না) [অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌ভাবে চিন্ময় আত্মাকে ধ্যান দ্বারা অবগত হইয়া বিবেকী পুরুষ শোকাতীত বা মুক্ত হয়েন।]৬

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭

[ইন্দ্রিয়াদির অতীত অন্তরাত্মার জ্ঞানলাভের বিষয়ে কথিত হইতেছে,] ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ (মন অপেক্ষা) সত্ত্বম্ উত্তমং (বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ), সত্ত্বাৎ (বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধির আশ্রয় হিরণ্যগর্ভের উপাধি) অধি (শ্রেষ্ঠ), মহতঃ (সর্ব্বজীবের বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে) অব্যক্তম্ (অব্যক্ত—প্রকৃতি বা মায়া) উত্তমম্ (শ্রেষ্ঠ)।৭।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো
ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।

তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তু-
রমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮

অব্যক্তাৎ তু (অব্যক্ত অপেক্ষাও) ব্যাপকঃ (সর্ব্বব্যাপী, অর্থাৎ দেশ কালের অতীত) অলিঙ্গ এব চ (এবং অলিঙ্গ—যাঁহাকে কোনও চিহ্ন দ্বারা নির্ণয় করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ ত্রিগুণের ব্যতীত) পুরুষঃ (পরমাত্মা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ), তম্ (তাঁহাকে) [অথবা যং=যাঁহাকে] জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া—ধ্যান দ্বারা আত্মভাবে উপলব্ধি করিয়া) জন্তুঃ (জীব) [সংসার বন্ধন—জন্ম-মরণ হইতে] মুচ্যতে (মুক্ত হয়) অমৃতত্বং চ (এবং অমরত্ব বা ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপতা) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)। [৩য় বল্লীর ১০ম ও ১১শ শ্লোকের অর্থও দ্রষ্টব্য।] ৮।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৯

---

* তাঁহার স্বরূপ চক্ষুগোচর নহে, তাঁহাকে কেহ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না তিনি হৃদ্গত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন ; যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

[পরমাত্মার স্বরূপ দর্শন বিষয়ে কথিত হইতেছে] অস্য (ইঁহার—পরমাত্মার) রূপং (স্বরূপ) সংদৃশে (প্রত্যক্ষ বিষয়ে) [ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দরূপাদিতে] ন তিষ্ঠতি (অবস্থিত নহে) কশ্চিৎ (কেহই) চক্ষুষা (চক্ষু দ্বারা, অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারাই) এনং (ইহাকে) ন পশ্যতি (দর্শন করিতে বা জানিতে পারে না), [কিন্তু] মনীষা (বিকল্পহীন, অর্থাৎ সংযত বা নিশ্চল) হৃদা (বুদ্ধি দ্বারা) মনসা (মনের সাহায্যে, অর্থাৎ ধ্যান পূর্ব্বক) [পরমাত্মা] অভিকপ্তঃ (অভিব্যক্তঃ—যথাযথ-রূপে প্রকাশিত) [হয়েন] [অর্থাৎ এইরূপেই আত্মাকে জানা যাইতে পারে]; যে (যাঁহারা) এনং (ইঁহাকে—আত্মাকে) বিদুঃ (অবগত হয়েন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমৃত বা ব্রহ্মস্বরূপ) ভবন্তি (হয়েন)। ৯।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে
জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে
তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১০

যদা (যে অবস্থায়) পঞ্চ জ্ঞানানি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) মনসা সহ (মনের সহিত) অবতিষ্ঠন্তে (অবস্থান করে) [অর্থাৎ

যখন ইন্দ্রিয়গণ বহির্ব্বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখীণ হইয়া থাকে] বুদ্ধিঃ চ (এবং বুদ্ধিও) ন বিচেষ্টতে (চঞ্চল হয় না, অর্থাৎ বিষয়ের চিন্তা করে না) [যোগিগণ] তাং (তাহাকে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির স্থিরতাকে) পরমাং গতিং (পরম গতি, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ সাধন) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। ১০।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে
স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি
যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১

[যোগিগণ] তাং (সেই) স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাং (স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে, অর্থাৎ আত্মাভিমুখীন ইন্দ্রিয়গণের নিশ্চলতাকে) যোগম্ ইতি (যোগ বলিয়া) মন্যন্তে [মনে করেন), তদা (সেই অবস্থায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি নিশ্চল হইলে) [যোগী] অপ্রমত্তঃ (প্রমাদ রহিত বা সমাহিত) ভবতি (হয়েন বা হইবেন) হি (যেহেতু) যোগঃ (বুদ্ধ্যাদির নিশ্চলতা) প্রভবাপ্যয়ৌ (প্রভব=সিদ্ধি, এবং অপায়=বিনাশ, এই উভয়েরই কারণ) [ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার দ্বারা বুদ্ধির নিশ্চলতা

সাধনকালে অপ্রমত্ত হওয়া (অর্থাৎ বিষয় ভোগ ও বিষয় চিন্তা ত্যাগ করা) আবশ্যক, নতুবা যোগ সাধনে হিত (মনের শান্তি) না হইয়া অহিত (অবিশ্বাস ও নাস্তিকত্বাদি দোষ) হইতে পারে।] ১১।

নৈব বাচা ন মনসা
প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র
কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২

ন এব বাচা (নিশ্চয়ই না বাক্যদ্বারা) ন মনসা (না মনদ্বারা) ন চক্ষুষা (না চক্ষুঃ প্রভৃতি কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা) [পরমাত্মা] প্রাপ্তুং শক্যঃ (প্রাপ্তির যোগ্য) অর্থাৎ বাক্য-মনঃ-ইন্দ্রিয় দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না।] [অতএব] [আত্মা] অস্তি (আছেন) ইতি (এইরূপ) [নিশ্চয় করিয়া]

---

* তাঁহাকে বাক্য দ্বারা, মনের দ্বারা বা চক্ষুদ্বারা পাওয়া যায় না। যাঁহারা বলেন তিনি আছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে পান, তদ্ভিন্ন আর কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে।

(২।৩।১—৫, ৯, ১২ ধর্ম্মপ্রচারক (শঃ ১৮০০) ১ম ভাগ, ১০ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

ব্রুবতঃ (বলিতে সমর্থ, [আত্মজ্ঞ] আচার্য্যের নিকট) [ব্যতীত অন্যত্র (অন্য কোথাও, অর্থাৎ নাস্তিকাদির নিকটে) তৎ (সেই আত্মস্বরূপ) কথং (কিরূপে) উপলভ্যতে (লাভ করা যাইতে পারে ?) [অতএব শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটেই আত্ম-জ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"— মুণ্ডকম্ ১।২।১২।] ১২।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩

উভয়োঃ চ (উভয়েরই মধ্যে) [অর্থাৎ সোপাধিক ভাবে—বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্ত হইয়া, এবং নিরূপাধিক ভাবে— বিষয়েন্দ্রিয়াদির অতীত চিন্মাত্ররূপে] [আত্মা] তত্ত্বভাবেন (প্রকৃতই বা সত্যসত্যই) অস্তি এব (আছেনই) ইতি (এই-রূপে]) নিশ্চয় পূর্ব্বক] উপলব্ধব্যঃ (উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য)। [আত্মা] অস্তি (আছেন) ইতি (এইরূপে) [আত্মসত্তার সত্যতা] উপলব্ধস্য (উপলব্ধিকারীর) [বুদ্ধিতে] তত্ত্বভাবঃ (আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ—নিত্য চৈতন্যরূপ) প্রসীদতি (সুপ্রসন্ন, অর্থাৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়)। ১৩।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে
কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র
ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ *

সর্ব্বে কামাঃ (সমস্ত কামনা) যে (যাহারা) [জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে] অস্য (ইঁহার, অর্থাৎ মুমুক্ষুর) হৃদি (অন্তঃকরণে) শ্রিতাঃ (অবস্থিত ছিল) যদা (যখন) [অর্থাৎ জ্ঞান লাভের পরে] প্রমুচ্যন্তে (আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়), অথ (অনন্তর—তখন) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য) [দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা লোকান্তরে গমন করেন না বলিয়া] অমৃতঃ (অমৃত [চৈতন্যস্বরূপ]—জন্ম-মৃত্যুর অতীত ভবতি (হয়েন) [এবং] অত্র (এই দেহেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম স্বরূপতা) সমশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়েন) [মৃত্যুর পরে জ্ঞানীর আত্মা লোকান্তরে গমন করেন না এবং তিনি আত্মজ্ঞানের প্রভাবে এই জীবনেই ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ করেন। সুতরাং দেহের মৃত্যু হইলেও জ্ঞানী পুরুষ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে নিত্য বিদ্যমান থাকেন।] ১৪।

---

* ইহার মনোগত কাম সঙ্কল্পাদি যখন নিঃশেষ হইয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই সময় জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং এই দেহেই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করে। (গীতা—২।৫৫)।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে
হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যে-
তাবদনুশাসনম্ ॥ ১৫

যদা (যখন) [অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের পর] ইহ (এই জীবনেই) হৃদয়স্য (অন্তঃকরণের) সর্ব্বে গ্রন্থয়ঃ (সমস্ত বন্ধন, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ দেহাদিতে অহং মমতাবুদ্ধি) প্রভিদ্যন্তে (বিনষ্ট হইয়া যায়) অথ (তখন) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মশীল দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি) অমৃতঃ ভবতি (অমৃত হয়েন) [আত্মার নিত্য চৈতন্যস্বরূপ লাভ করেন।] এতাবৎ (এই পর্য্যন্তই) [শ্রুতির—উপনিষদের] অনুশাসনং (উপদেশ) [অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের পর আর কোনও উপদেশের আবশ্যকতা নাই।] ১৫।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬

হৃদয়স্য (হৃদয় দেশের—হৃদয় হইতে উদ্ভূত) শতং চ একা চ নাড্যঃ (এক শত এক নাড়ী) [আছে] তাসাং (তাহাদিগের) একা (একটী, অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ী) মূর্দ্ধানং অভি (মূর্দ্ধদেশ—ব্রহ্মরন্ধ্রের অভিমুখে) নিঃসৃতা (নির্গত হইয়াছে) [মনুষ্য মৃত্যুকালে] তয়া (তদ্দ্বারা) ঊর্দ্ধম্ আয়ন্ (ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক গমন করিয়া) অমৃতত্বং (অমরত্ব—জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থা) এতি (প্রাপ্ত হয়)। বিষ্বক্ (নানাবিধ গতিদায়িনী) অন্যা (অন্য একশত নাড়ী [জীবাত্মার] উৎক্রমণে (দেহত্যাগ কালে) [সুখদুঃখ ভোগের ও বিভিন্ন লোকে জন্মগ্রহণের নিমিত্ত] ভবন্তি (হইয়া থাকে)। [ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহের মৃত্যুকালে আত্মচৈতন্যরূপে অভিন্নভাবে ব্রহ্ম সত্তায় স্থিত হয়েন, তাঁহার আর লোকান্তরে গতি হয় না। অগ্নি বিদ্যাদি দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলে উপাসক পুরুষ সুষুম্না মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতির পর তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপতা লাভের সঙ্গে মুক্ত হয়েন। মৃত্যুকালে জীবাত্মা অন্যান্য নাড়ী দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইলে বিভিন্ন লোকে গমন পূর্ব্বক সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে।] ১৬।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

তং স্বাচ্ছরীরাৎ
প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত) [হৃদয়াকাশে প্রকাশিত] অন্তরাত্মা (বুদ্ধ্যাদির অতীত) পুরুষঃ (সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান—আত্মা) সদা (নিত্য) জনানাং (জীবগণের) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) সন্নিবিষ্ট (অবস্থিত) [আছেন]। [মুমুক্ষু ব্যক্তি] মুঞ্জাৎ (মুঞ্জতৃণ হইতে) [তাহার] ইষীকাং (মধ্যস্থদণ্ডকে) ইব (যেরূপে পৃথক করা যায়, সেইরূপে) ধৈর্য্যেণ (ধৈর্য্যসহ অর্থাৎ স্থিরচিত্তে) স্বাৎ শরীরাৎ (স্বীয় শরীর হইতে, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধ্যাদি হইতে) তং (তাঁহাকে) [অন্তরাত্মাকে] প্রবৃহেৎ

---

* অঙ্গুষ্ঠ মাত্র এই অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বদা সকল জনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন; মুঞ্জ হইতে ইষীকা গ্রহণের ন্যায় তাঁহাকে ধৈর্য্য পূর্ব্বক পৃথক্ করিবে; তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ জানিবে; তাঁহাকে শুদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ জানিবে। (ধঃ প্রঃ—১ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা)।

(পৃথক্ করিবেন) [এবং] তং (তাঁহাকে) [সেই চিন্ময় আত্মাকে] শুক্রং (বিশুদ্ধ) অমৃতং (অমৃত) [চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম] [বলিয়া] বিদ্যাৎ (জানিবেন)। ["তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতম্ ইতি" এই পুনরুক্তি উপনিষৎ পরিসমাপ্তির সূচক।] ১৭।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্ বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী

কঠোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

অথ (অনন্তর) নচিকেতঃ (নচিকেতা) (মৃত্যুপ্রোক্তাং (মৃত্যুকর্ত্তৃক কথিত) এতাং বিদ্যাং (এই ব্রহ্মবিদ্যা) কৃৎস্নং যোগবিধিং চ (এবং সম্পূর্ণ যোগসাধন পদ্ধতি) [ভগবানের শরণাগত হইয়া বৈরাগ্য অভ্যাস সহ বিচার পূর্ব্বক আত্মচৈতন্য-সত্তায় চিত্তকে নিবিষ্ট রাখিবার সম্যক্ উপায়] লব্ধ্বা (অবগত হইয়া) বিরজঃ (রজোদোষরহিত, অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্ত) বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিত, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অতীত বা অবিদ্যাবিহীন)

[হইয়া] ব্রহ্ম প্রাপ্তঃ (ব্রহ্মস্বরূপ) [হইলেন]। অন্যঃ অপি যঃ (অন্যও যে কেহ) অধ্যাত্মম্ এব (আত্মচৈতন্যরূপেই) [ব্রহ্মের] এবং বিৎ (এইরূপ জ্ঞাতা) [হইবেন] [তিনিও নচিকেতার ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবেন।] ১৮।

মুণ্ডকোপনিষৎ

মুণ্ডকোপনিষদের আভাস

মুণ্ডকোপনিষৎ অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত। ইহা তিন মুণ্ডকে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক মুণ্ডকের দুইটী করিয়া খণ্ড আছে। এই উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহা লাভের উপায় অতি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "কোন্ একটী মাত্র পদার্থের জ্ঞানে সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞান লাভ হয়"—এই প্রশ্নের উত্তরে পরা ও অপরা বিদ্যার বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহ পরলোকের হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানাদির জন্য বেদাদি শাস্ত্রে যে স্বর্গফলপ্রদ বিবিধ কর্ম্মাঙ্গের উপদেশ আছে সে সমস্তই অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। আর জন্মমৃত্যুনিবৃত্তিকর ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন সহ যে সমস্ত উপদেশ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে তাহাই পরাবিদ্যা নামে খ্যাত। অপরা বিদ্যার বিষয় অবগত না হইলে তাহার অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর ফলে বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে না, এইজন্য প্রথমে অপরাবিদ্যাবিষয়ক কর্ম্মফলাদির উল্লেখ পূর্ব্বক পরাবিদ্যার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে পরমর্ষি ব্রহ্মা হইতে শিষ্যানুক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার, ঋষি অঙ্গিরার নিকটে শৌনকের এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান লাভ বিষয়ক প্রশ্ন, আঙ্গিরা কর্ত্তৃক পরা ও অপরা

বিদ্যার প্রভেদ এবং পরা বিদ্যার লক্ষ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ ও সর্ব্বকারণত্ব উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে অপরা বিদ্যা বিষয়ক অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মের উপদেশ, আহুতি দানের ফল, কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি, আশ্রমোচিত-কর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণের হিরণ্য-গর্ভ পদ প্রাপ্তিরূপ ফল, এবং অনিত্য কর্ম্মফলে বৈরাগ্য বশতঃ মুমুক্ষু সাধকের ব্রহ্মবিদ্ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ও উপযুক্ত শিষ্যের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে জগতের ও জীবগণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহা হইতেই কর্ম্মাঙ্গাদি সমূহ, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যাদি উদ্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বকারণ ব্রহ্মকে বুদ্ধিগুহা মধ্যে অবগত হইতে পারিলে অবিদ্যাগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। পরব্রহ্মই সর্ব্ব-ভূতের অন্তরে অবস্থিত, এবং সচরাচর জগদ্রূপে প্রকাশিত। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। উপনিষদে উপদিষ্ট প্রণব মন্ত্রের সাধনা দ্বারাই তাঁহাকে অন্তরে আত্মরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাঁহাকে অপরোক্ষ ভাবে দর্শন করিলে সংসারবাসনা ও দেহাত্ম-বুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, ইহাই দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে জীবের দেহরূপ বৃক্ষে পরমাত্মা

ও জীব দুইটী পক্ষি-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। জীব কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া মোহযুক্ত হয়, কিন্তু পরমাত্মা কেবল মাত্র দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিত। জীব ধ্যান পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করিলে শোকমুক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে হইলে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও সম্যক্ জ্ঞান সাধন করা আবশ্যক। ব্রহ্মস্বরূপ অচিন্ত্য ও ইন্দ্রিয়াতীত, চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। ধ্যানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ (বাসনা বিহীন) ও অন্তর্মুখীণ হইলে পরমাত্মার স্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ সাধক পরমাত্মার স্বরূপে তন্ময়তা বশতঃ সর্ব্বকামনাশূন্য হয়েন বলিয়া তিনি সমস্ত কামনা সিদ্ধিরই ফল লাভ করেন, এইজন্য আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করা কল্যাণকামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

নিষ্কাম ভাবে আত্মজ্ঞের সেবা করিলে জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিবার উপায় লাভ হয়। কেবল শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাই আত্মদর্শন হয় না। আত্মানুরাগ, আসক্তিশূন্যতা ও সন্ন্যাস সহ তপস্যা দ্বারাই আত্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। শরণাগত সাধকের অন্তঃকরণেই আত্মা স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন। আত্মজ্ঞ সাধকের দেহান্তকালে তাঁহার প্রাণাদি পঞ্চদশ দেহোপাদান সমূহ স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি নিত্যকালের নিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন, আর এ জগতে পুনরাগমন করেন

না। তাঁহার পবিত্রকুলে ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষেরই জন্ম হইয়া থাকে। শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শাস্ত্রবিহিত ব্রত-পরায়ণ মুমুক্ষু অধি-কারীকেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্র-বিহিত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান-রত, ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত-পরায়ণ হইয়া শাস্ত্রাভ্যাস ও সদ্‌গুরুর সেবা করিলে পরা-বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সন্ন্যাস পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ হইয়া শরণাগত ভাবে উপনিষদুক্ত আত্মানুসন্ধানের সাধনায় নিরত থাকিলে আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের অপরোক্ষ দর্শন লাভে সন্ন্যাসি-সাধক জীবনে ও মরণে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

—ooc—

(শান্তি পাঠ)

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

দেবাঃ (হে দেবগণ!) যজত্রাঃ (যজ্ঞপরায়ণ, অগ্নিহোত্রী) [আমরা] কর্ণেভিঃ (কর্ণদ্বারা) ভদ্রং (উত্তম বিষয়) শৃণুয়াম (যেন শ্রবণ করিতে পারি) অক্ষভিঃ (চক্ষুদ্বারা) ভদ্রং (উত্তম বিষয়) পশ্যেম (যেন দর্শন করিতে পারি) [এবং] স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ (স্থির অঙ্গসমূহের দ্বারা) তনূভিঃ (দেহ সম্পন্ন হইয়া) তুষ্টুবাংসঃ (স্তোত্রপরায়ণ) [আমরা] দেবহিতং (দেবগণের হিতকর) যৎ আয়ুঃ (যে আয়ুর পরিমাণ) [তাহা] ব্যশেম (যেন ভোগ করিতে পারি)।

প্রথম মুণ্ডকে—প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১

বিশ্বস্য (বিশ্বের—জগতের) কর্ত্তা (সৃষ্টিকর্ত্তা) ভুবনস্য (সৃষ্ট জগতের) গোপ্তা (রক্ষাকর্ত্তা) ব্রহ্মা (ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা মহান্ আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ) দেবানাং (ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের) প্রথমঃ (প্রথম বা প্রধান হইয়া সর্ব্বাগ্রে) সম্বভূব (আবির্ভূত হইয়াছিলেন) সঃ (তিনি) জ্যেষ্ঠ পুত্রায় অথর্ব্বায় (প্রথম সৃষ্ট অথর্ব্বকে) সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্ব বিদ্যার আশ্রয়) ব্রহ্ম বিদ্যাং (পরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞান) প্রাহ (উপদেশ করিয়াছিলেন) [সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বদেব প্রধান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা অথর্ব্ব ঋষিকে ব্রহ্ম বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান—পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়ক ধ্যান-সাধ্য অধ্যাত্ম জ্ঞান) প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে সর্ব্ববিধ জ্ঞানের মূল—জীব ও জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নতারূপ জ্ঞানের—শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল।]॥ ১।

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২

ব্রহ্মা (বিধাতা) অথর্ব্বণে (অথর্ব্ব ঋষিকে) যাং (যাহা= যে ব্রহ্ম-বিদ্যা) প্রবদেত (বলিয়াছিলেন) অথর্ব্বা (অথর্ব্ব ঋষি) পুরা (সর্ব্বপ্রথমে) তাং (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিদ্যা) অঙ্গিরে (অঙ্গির নামক ঋষিকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন) সঃ (তিনি—অঙ্গির্) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজ বংশীয়) সত্যবাহায় (সত্যবাহকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন) [পুনঃ] ভারদ্বাজঃ (ভারদ্বাজ সত্যবাহ) পরাবরাম্ (পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণ হইতে পরবর্ত্তী শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত) [এই ব্রহ্মবিদ্যা] অথবা পরা=ব্রহ্মবিদ্যা অবরা=তদপেক্ষা নিকৃষ্টা অন্যান্য বিদ্যা·; বুদ্ধি বিকাশের সহায়তা করে বলিয়া ইহারাও ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।] অঙ্গিরসে (অঙ্গিরা ঋষিকে) [উপদেশ করিয়াছিলেন] [এই রূপে আদিকাল হইতে গুরু পরম্পরা ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত হইয়াছিল।] ২।

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং
বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।

কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং
বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩

মহাশালঃ (গৃহস্থ প্রধান) শৌনকঃ (শুনকের পুত্র শৌনক) বিধিবৎ হ বৈ (যথাবিধিই—শাস্ত্রানুসারে উপহারাদি সহই) উপসন্ন (উপস্থিত হইয়া) অঙ্গিরসং (অঙ্গিরা ঋষিকে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) ভগবঃ (হে ভগবন্) কস্মিন্ নু (কোন্টী মাত্র) বিজ্ঞাতে (বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে) ইদং (এই পরিদৃশ্যমান্) সর্ব্বং (জগতের সমস্ত বিষয়) বিজ্ঞাতং (বিশেষরূপে বিদিত) ভবতি (হয়, হওয়া যায়) ইতি (অর্থাৎ কোন্ একটী মাত্র পদার্থের জ্ঞানে সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় ; যে বিদ্যায় বা জ্ঞানে স্বরূপতঃ সর্ব্বপদার্থের জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই এখানে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে।) ৩।

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে
ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪

সঃ হ (তিনিই, ভরদ্বাজ শিষ্য অঙ্গিরা ঋষিই) তস্মৈ (তাঁহাকে—শৌনককে) উবাচ (বলিয়াছিলেন) পরাচ অপরাচ (পরা ও অপরা অর্থাৎ পরব্রহ্মবিষয়িণী এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ও

অপরাপর জ্ঞান বিষয়িণী) যে বিদ্যে (দুইটী বিদ্যা) বেদিতব্যে (অবশ্য জ্ঞাতব্য) ইতি যদ্ (ইহাই যাহা) ব্রহ্মবিদঃ (বেদার্থ বিদ্গণ) বদন্তি স্ম (বলিয়া থাকেন) [অপরা বিদ্যা দ্বারা জগতের প্রকৃত তত্ত্ব—নিত্যসত্যপদার্থ অবগত হওয়া যায় না, ইহাই বুঝাইবার জন্য অপরা বিদ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে।) ৪।

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫

তত্র (তন্মধ্যে=সেই দুই বিদ্যার মধ্যে) অপরা (অপরা বিদ্যা) [কথিত হইতেছে] ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ (ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ) শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দঃ জ্যোতিষং (শিক্ষা=বর্ণের উচ্চারণাদি শিক্ষা, কল্পঃ=কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রণালী, ব্যাকরণ শব্দ ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, নিরুক্ত=বৈদিক শব্দের অভিধান, ছন্দঃ=ছন্দ রচনা প্রণালী, জ্যোতিষ=গ্রহগণের গতি ও ফল নির্ণায়ক শাস্ত্র, এই ছয় বেদাঙ্গ) ইতি (এই চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ এবং ইহাদের অন্তর্ভুক্ত

দর্শন পুরাণ আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র সমুদয় অপরাবিদ্যা নামে অভিহিত) অথ (অনন্তর) পরা (পরাবিদ্যা) [কথিত হইতেছে] যয়া (যাহা দ্বারা) তৎ (সেই, নিত্যসিদ্ধ) অক্ষরম্ (পরব্রহ্ম) অধিগম্যতে (প্রাপ্ত বা অবগত হওয়া যায়)। [বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদের শব্দ সমূহ অপরা বিদ্যার অন্তর্গত ; আর উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানই পরাবিদ্যা নামে কথিত হইল]। ৫।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং * পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥৬

[এই পরাবিদ্যাদ্বারা] ধীরাঃ (বিবেকিগণ) তৎ যৎ (সেই যিনি স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম) অদ্রেশ্যম্ (চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর) অগ্রাহ্যং (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়) অগোত্রং (মূল রহিত=অনাদি) অবর্ণং (স্থূলতা ও শুক্লতাদি বস্তু ধর্ম্ম বিহীন) অচক্ষুঃ শ্রোত্রং (রূপ-দর্শনের-ইন্দ্রিয় চক্ষু, শব্দ শ্রবণের ইন্দ্রিয় কর্ণ তাঁহাতে নাই, অর্থাৎ সাধারণ জীবের ন্যায় তিনি ইন্দ্রিয় যুক্ত নহেন) [এবং] তৎ যৎ (সেই যিনি) অপাণি পাদং (হস্ত

* "তদ্ভূতযোনিং" ইতি পাঠান্তরং।

পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় যুক্তও নহেন) নিত্যং (বিনাশ রহিত, ত্রিকালে বিদ্যমান) বিভুং (বিবিধাকারে প্রকাশিত) সর্ব্বগতং (সর্ব্ব ব্যাপক) সুসূক্ষ্মং (অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অর্থাৎ শব্দাদি গুণ রহিত) অব্যয়ং (গুণাতীত বলিয়া ক্ষয় রহিত) ভূতযোনিং (সর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থের কারণ) তৎ (সেই=অক্ষর ব্রহ্মকে) পরিপশ্যন্তি (আত্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন) [যে বিদ্যা দ্বারা সমস্ত জগতের মূল কারণ অক্ষর ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়, তাহাই পরাবিদ্যা। অপরা-বিদ্যা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয় ; কিন্তু সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞান হয় না, এবং সকলের মূল তত্ত্বও অবগত হওয়া যায় না] ॥ ৬ ॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭

যথা (যেরূপে) উর্ণনাভিঃ (মাকরসা) [অন্য উপাদানের সাহায্য না লইয়া স্বয়ং] [সূত্র] সৃজতে (উৎপাদন করে) গৃহ্ণতে চ (এবং উহা গ্রহণ করে অর্থাৎ গ্রাস করে) যথা (যেরূপে) পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) ওষধয়ঃ (ওষধি সমূহ) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) যথা (যেরূপে) সতঃ পুরুষাৎ (বিজীত

ব্যক্তি হইতে) কেশ লোমানি (কেশ ও লোম সকল) [উৎপন্ন হয়] তথা (সেইরূপ) ইহ (এই সংসারে) অক্ষরাৎ (ক্ষয় শূন্য ব্রহ্ম হইতে) বিশ্বম্ (প্রপঞ্চ জগৎ) সম্ভবতি (উৎপন্ন হইয়া থাকে) [পরব্রহ্ম হইতেই এই বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে, ইহাই ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইল, এবং বহির্দৃষ্টিতে পৃথিব্যাদির ন্যায় (বিশ্বসৃষ্টি সত্ত্বেও) পরব্রহ্মের অক্ষরত্ব প্রতিপাদিত হইল।] ৭।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে ।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ
কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

[সর্ব্বজ্ঞানময়] ব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম) তপসা (জ্ঞান দ্বারা) [সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তির বিকাশে যেন সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে] চীয়তে (উন্মুখতা প্রাপ্ত হন) ততঃ (তাহা হইতে—ব্রহ্ম হইতে) অন্নম্ (ভোগ্য=জীবের ভোগার্থে প্রকৃতি) অভিজায়তে (উৎপন্ন হয়) অন্নাৎ (অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে) প্রাণঃ (বিশেষ জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির আশ্রয় হিরণ্যগর্ভ) [হিরণ্যগর্ভ হইতে] মনঃ (অন্তঃকরণ) [তাহা হইতে] সত্যং (সত্য=আপেক্ষিক সত্যরূপ আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত) [পঞ্চভূত হইতে] লোকাঃ (সপ্তলোক=পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গাদি) [ঐ সমস্ত লোকে, মনুষ্যাদি প্রাণিগণের সদসৎ বিবিধ কর্ম্ম] কর্ম্মসু চ (এবং কর্ম্মসমূহে=বর্ণাশ্রম বিহিত

সকাম কর্ম্মাদিতে) অমৃতম্ (কোটী কল্পস্থায়ি কর্ম্মফল) [উৎপন্ন হইয়া থাকে] [ভগবৎকৃপা আত্মজ্ঞানলাভ ব্যতীত কর্ম্মফলের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া কর্ম্মফল প্রবাহরূপে, অমৃত অর্থাৎ নিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে] ৮ ॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি প্রথম মুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ।

যঃ (যিনি=অক্ষর ব্রহ্ম) সর্ব্বজ্ঞঃ (নির্ব্বিশেষ রূপে সমস্ত জানেন) সর্ব্ববিদ্ (বিশেষরূপে সমস্ত জানেন) জ্ঞানময়ং (জ্ঞানের পরিণাম রূপ সর্ব্বজ্ঞতাই) যস্য (যাঁহার) তপঃ (স্বতঃসিদ্ধ চেষ্টা) তস্মাৎ (তাঁহা হইতে= অক্ষর ব্রহ্ম হইতে) এতৎ (পূর্ব্বোক্ত) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্ম) নামরূপং (সৃষ্ট প্রাণী ও পদার্থাদির নাম ও রূপ) অন্নং চ (এবং অন্ন=জীবগণের আহার্য্য) জায়তে (উৎপন্ন হইয়াছে) [পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রকৃতি প্রভৃতির পর পর বিকাশ কথিত হইয়াছে এবং এতন্মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভের বিকাশ মাত্র উল্লেখপূর্ব্বক জীব ভোগ্য নামরূপময় বিবিধ পদার্থ ও আহার্য্যের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে সুতরাং কোনও বিরোধের আশঙ্কা নাই।] ৯।

ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড।

প্রথম মুণ্ডকে—দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎসত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো
যান্য পশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্তুতানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১

[অপরা বিদ্যার বিষয় সংসার প্রাপ্তি এবং পরাবিদ্যার বিষয় মোক্ষ, এই উভয়ের পার্থক্য নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রথমে অপরা বিদ্যা বিষয়ক কর্ম্মমার্গ কথিত হইতেছে]

এতৎ (এই—প্রসিদ্ধ বা সর্ব্বজন বিদিত) তৎ (সেই—কর্ম্ম) সত্যং (সত্য—ফলদায়ক স্বর্গাদি প্রাপক) যানি কর্ম্মাণি (যে অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্মসমূহ) কবয়ঃ (ঋষিগণ) মন্ত্রেষু (বৈদিক মন্ত্র সমূহের মধ্যে) অপশ্যন্ (দর্শন করিয়াছেন) [মন্ত্রের দ্বারাই কর্ম্মের ফল প্রকাশিত হইয়া থাকে] তানি (সেই কর্ম্ম সকল) ত্রেতায়াং (ত্রেতা যুগে, অথবা ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদে) বহুধা (বহু পরিমাণে) সন্তুতানি (অনুষ্ঠিত বা ব্যাখ্যাত, উপদিষ্ট হইয়াছে) [হে শিষ্যগণ, তোমরা] সত্যকামাঃ (যথা-

যথ ফল কামনা পূর্ব্বক) নিয়তং (সর্ব্বদা) তানি (সেই অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম সমূহ) আচরথ (অনুষ্ঠান কর) বঃ (তোমাদিগের) সুকৃতস্য (সম্যক্ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের) লোকে (ফললাভে) এষঃ (এই=অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান) পন্থাঃ (পথ বা উপায়) [ফল কামনা পূর্ব্বক বেদ বিহিত অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গসুখ লাভ হইয়া থাকে।] ১।

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্য-
বাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতি-
পাদয়েচ্ছ্রদ্ধয়াহুতম্॥ ২

[অগ্নি হোত্র যজ্ঞে আহুতি দানের বিধি প্রদর্শিত হইতেছে।] যদা (যখন) সমিদ্ধে (প্রজ্বলিত) হব্যবাহনে (অগ্নিতে) অর্চ্চিঃ (শিখা) লেলায়তে (চঞ্চল অর্থাৎ উত্থিত হয়) তদাহি (তখনই) আজ্যভাগৌ অন্তরেণ (আজ্য ভাগদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নির দক্ষিণোত্তর পার্শ্বের মধ্যে দেবতার উদ্দেশে অর্পণ যোগ্য স্থানে) শ্রদ্ধয়া হুতম্ (শ্রদ্ধার সহিত উপহাররূপে অর্পিত) আহুতীঃ (সায়ং ও প্রাতঃকালে [প্রত্যহ] দেয় দুইটী আহুতি) প্রতিপাদয়েৎ (প্রদান করিবে)। ২।

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-
মচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-
মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩

যস্য (যাহার=যে অগ্নিহোত্রীর) অগ্নিহোত্রং (অগ্নিহোত্ররূপে নিত্যহোম) অদর্শং (অমাবস্যায় বিহিত দর্শরূপ যজ্ঞ রহিত) অপৌর্ণমাসং (পূর্ণিমায় কর্ত্তব্য পৌর্ণমাসরূপ কর্ম্ম বর্জ্জিত) অচাতুর্ম্মাস্যং (চতুর্ম্মাস সাধ্য) অর্থাৎ আষাঢ়ী শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত করণীয় (ব্রতাদি হীন) অনাগ্রয়ণং (শরদাদি কালে কর্ত্তব্য) আগ্রয়ণ (নবান্ন শ্রাদ্ধ) নামক কর্ম্ম শূন্য) অতিথি বর্জ্জিতং চ (এবং অতিথি সেবা রহিত) অহুতং (যথাকালে অনুষ্ঠিত না হয়) অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব কর্ম্ম বিহীন, অর্থাৎ বিশ্বদেব পূজান্তে প্রাণিগণকে আহার দানরূপ কর্ম্মের অননুষ্ঠান) অবিধিনা (শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক) হুতং (হুত=অনুষ্ঠিত হয়) [সেই অগ্নিহোত্র] তস্য (তাহার=অগ্নিহোত্রীর) আসপ্তমান্ (সপ্তলোক অর্থাৎ ভূঃ=পৃথিবী, ভুবঃ=আকাশ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য নামক স্বর্গলোকের সুখরূপ কর্ম্মফল সমূহ, অথবা পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতা পিতামহ

প্রপিতামহের এবং অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা পুত্র-পোত্র-প্রপৌত্র ও নিজের উপকার) হিনস্তি (নষ্ট করে)। [অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সহ দর্শপৌর্ণমাসাদি কর্ম্ম, অতিথি সেবা ও প্রাণিগণকে আহার দান না করিলে এবং যথাসময়ে ও যথানিয়মে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করিলে কর্ম্মকর্ত্তার ইহ পর লোকের সমস্ত সুখই নষ্ট হয়, অর্থাৎ অঙ্গহানি পূর্ব্বক ও অবৈধরূপে সকাম কর্ম্ম অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে শুভ ফল না হইয়া অনিষ্ট মাত্রই হয়।] ৩।

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪

[সপ্তার্চ্চি অগ্নির সাতটী শিখার নাম কথিত হইতেছে] (১) কালী, (২) করালী চ (ও করালী) (৩) মনোজবা চ (ও মনোজবা) (৪) সুলোহিতা (৫) যাচ (ও যেটী) সুধূম্রবর্ণা (৬) স্ফুলিঙ্গিনী (৭) দেবী বিশ্বরুচী চ (ও উজ্জ্বল বর্ণা বিশ্বরুচী) লেলায়মানা (ঘৃতাহুতি গ্রহণে সমর্থা) ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ (অগ্নির এই সপ্ত জিহ্বা) [অগ্নির এইরূপ প্রজ্জ্বলিত শিখা সমূহেই আহুতি প্রদান করিতে হয়।] ৪।

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫

যঃ চ (এবং যে অগ্নিহোত্রী) ভ্রাজমানেষু (প্রোজ্জ্বলিত) এতেষু (এই সমস্ত শিখায় অর্থাৎ অগ্নির উপযুক্ত সপ্ত জিহ্বার) চরতে (কর্ম্মানুষ্ঠান করেন অর্থাৎ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোম করেন) এতাঃ (এই) আহুতয়ঃ হি (আহুতি সমুদায়ই) যথাকালং (যথাকালে অর্থাৎ পুণ্যফল প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইলে) সূর্য্যস্য (সূর্য্যের) রশ্ময়ঃ (কিরণরূপিণী হইয়া) [অগ্নিহোত্রীকে] আদদায়ন্ (গ্রহণপূর্ব্বক) তং (সেইস্থানে) নয়ন্তি (লইয়া যায়) যত্র (যেখানে—যে স্বর্গে) দেবানাং পতিঃ (দেবগণের রাজা ইন্দ্র) একঃ (একমাত্র অদ্বিতীয়রূপে অথবা সর্ব্বোপরি) অধিবাসঃ (অবস্থিতি করেন) [যথাযথ অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র কর্ম্মের পুণ্যফলে হোম-কর্ত্তা দেহান্তে সূক্ষ্ম শরীরী হইয়া আহুতি সকলের দৈবশক্তি দ্বারা ইহলোক হইতে ইন্দ্রাধিষ্ঠিত স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন] ৫।

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬

সুবর্চ্চসঃ (সুদীপ্ত) [রূপ ধারণ পূর্ব্বক] আহুতয়ঃ (অগ্নি-হোত্রের আহুতি সমূহ) এহি এহি (এস, এস) ইতি (এইরূপ বলিয়া) অর্চ্চয়ন্ত্যঃ (স্তবাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া) এষঃ (এই) পুণ্যঃ (পবিত্র) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মলোক অর্থাৎ স্বর্গ) বঃ (আপনাদের অর্থাৎ আপনার) সুকৃতঃ (শুভকর্ম্মের ফল) [এইরূপ] প্রিয়াং (প্রিয়) বাচং (বাক্য) অভিবদন্ত্যঃ (বলিতে বলিতে) সূর্য্যস্য (সূর্য্যের) রশ্মিভিঃ (রশ্মিরাশিদ্বারা) যজমানং (যজমানকে=অগ্নিহোত্রীকে) [স্বর্গলোকে] বহন্তি (বহন করিয়া লইয়া যায়) [ইহাই সকাম শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রলোভন] ৬।

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭

এক্ষণে জ্ঞানবর্জ্জিত কাম্যকর্ম্মের নিন্দা কথিত হইতেছে] [সংসার সাগর পারের নিমিত্ত] অষ্টাদশ (অষ্টাদশ সংখ্যক= ১৬ জন ঋত্বিক্, যজমান ও যজমানের পত্নী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত) যজ্ঞ রূপাঃ (যজ্ঞ রূপ) প্লবাঃ (ভেলক সমূহ) যেষু (যাহাদের মধ্যে অর্থাৎ যে সমস্ত সকাম যজ্ঞে) অবরং (নিকৃষ্ট, অর্থাৎ জ্ঞান রহিত অথবা অস্থায়ী) কর্ম্ম (কাম্য কর্ম্ম) উক্তং (উপদিষ্ট হইয়াছে) এতে (এই সমুদায়) হি অদৃঢ়াঃ (নিশ্চয়ই অস্থায়ী) [কেননা ঋত্বিগাদি সাধ্য যজ্ঞরূপ কর্ম্ম হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী] [সুতরাং] যে মূঢ়াঃ (যে মূঢ় বা বিচারহীন ব্যক্তিগণ) এতৎ (এই জ্ঞানরহিত নিকৃষ্ট কর্ম্মকে) শ্রেয়ঃ (কল্যাণপ্রদ বলিয়া) অভিনন্দন্তি (আদর করে, অর্থাৎ যজ্ঞাদিরূপ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়) তে (তাহারা) পুনঃ এব (পুনর্ব্বার) জরা মৃত্যুং (জরা ও মৃত্যুকে) অপিযন্তি (প্রাপ্ত হয়) [কিছুকাল পুণ্যের ফল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলেই জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়] ৭ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যা মধ্যে) বর্ত্তমানাঃ (বর্ত্তমান) [কাম্য কর্ম্মে আসক্ত] মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) স্বয়ং এব (নিজে নিজেই) [আপনাদিগকে] ধীরাঃ (বুদ্ধিমান্) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (পণ্ডিত মনে করিয়া, অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি ভাবিয়া) [যথা] অন্ধেন এব (অন্ধকর্ত্তৃক) নীয়মানাঃ (পরিচালিত হওয়ায়) [গর্ত্তাদিতে পতিত] অন্ধাঃ যথা (অন্ধ ব্যক্তিদিগের ন্যায়) জঙ্ঘন্যমানাঃ (রোগ শোকাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া) পরিযন্তি (কুপথে ভ্রমণ করে) [সকাম কর্ম্ম কারী ব্যক্তিগণ অজ্ঞতা বশতঃ জন্ম মৃত্যুর অতীত হইবার উপায় আত্মসাক্ষাৎকার রূপ মুক্তির পথ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবনে বৃথা ক্লেশ পাইয়া থাকে] ।৮।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯

অবিদ্যায়াং (অবিদ্যাতে=জ্ঞান রহিত কর্ম্মমার্গে) বহুধা (নানারূপে) বর্ত্তমানাঃ (বর্ত্তমান=অনুরক্ত বা প্রবৃত্ত) বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) বয়ং (আমরা) কৃতার্থাঃ (কৃতকৃত্য=সফল কাম) [হইয়াছি] ইতি [এইরূপ] অভিমন্যন্তি (অভিমান

করিয়া থাকে) যৎ (যে হেতু) কর্ম্মিণঃ (কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিরা) রাগাৎ (কর্ম্মফলে আসক্তি বশতঃ) [শাস্ত্রোপদেশের লক্ষ্য বা কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য] ন প্রবেদয়ন্তি (বুঝিতে পারে না) তেন (সেই কারণে) ক্ষীণ লোকাঃ (পুণ্যক্ষয় হওয়ায় স্বর্গসুখ ভোগে অসমর্থ) [সুতরাং] আতুরাঃ (দুঃখার্ত্ত হইয়া) চ্যবন্তে (চ্যুত হয়=স্বর্গলোক হইতে পতিত হয়)। ৯।

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং * বাবিশন্তি ॥ ১০

প্রমূঢ়াঃ (অতিমূঢ় অর্থাৎ পুত্র ধনাদিতে আসক্তি বশতঃ মোহযুক্ত ব্যক্তিরা) ইষ্টাপূর্ত্তং (ইষ্ট=বেদ বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পূর্ত্তঃ স্মৃতি বিহিত কূপ তড়াগাদি দানরূপ কর্ম্ম) বরিষ্ঠং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) মন্যমানাঃ (মনে করিয়া) অন্যৎ (তদতিরিক্ত অন্য কোনও) শ্রেয়ঃ (কল্যাণপ্রদ-সাধন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান) ন বেদয়ন্তে (জানিতে পারে না) তে (তাহারা=সেই মূঢ়েরা) সুকৃতে (সকাম কর্ম্মদ্বারা লব্ধ) নাকস্য (স্বর্গের) পৃষ্ঠে

---

* "চাবিশন্তি" ইতি পাঠান্তরং।

(উপরিস্থানে=ইন্দ্র লোকে) [পুণ্যফল] অনুভূত্বা (অনুভব= ভোগ করিয়া) ইমং লোকং (এই লোকে=মর্ত্ত লোকে) হীন তরং বা (অথবা ইহাপেক্ষা হীনতর লোক অর্থাৎ পশ্বাদির শরীর অথবা নরক) আবিশন্তি (প্রবেশ করে=প্রাপ্ত হয়) [স্বর্গ ভোগাবসানে পুণ্য ক্ষয় হইলে সঞ্চিত কর্ম্মের ফলানুসারে (অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে আগত যে সমুদায় শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অব্যবহিত পূর্ব্ব জন্মে ভোগ হয় নাই) জীব পুণ্য পাপের মিলনে মনুষ্য লোকে, ও পাপের প্রাবল্যে নরকে গমন করিয়া থাকে]। ১০।

তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে,
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥১১

যে (যে সকল) শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসিগণ) অরণ্যে (বনে) ভৈক্ষচর্য্যাং (ভিক্ষাবৃত্তি=ভিক্ষাসমূহের আহরণ) চরন্তঃ (আচরণ পূর্ব্বক) বিদ্বাংসঃ (বিদ্বান=পরোক্ষজ্ঞানী গৃহস্থগণ) তপঃ শ্রদ্ধে (তপঃ=স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্ম, শ্রদ্ধা=হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের উপাসনা) উপবসন্তি (অনুষ্ঠান করেন) তে (তাঁহারা)

বি ।ঃ (পুণ্যপাপ বর্জ্জিত হইয়া) সূর্য্যদ্বারেণ (সূর্য্যদ্বারা অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে) যত্র (যেখানে=সত্য বা ব্রহ্মলোকে) হি সঃ (সেই=শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ) অব্যয়াত্মা (অক্ষয়=সম্পূর্ণ সৃষ্টিকাল স্থায়ী) অমৃতঃ পুরুষঃ (আপেক্ষিক রূপে নিত্যকাল স্থায়ী পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা) [আছেন] [সেখানে] প্রযান্তি (গমন করেন)। [হিরণ্যগর্ভের লোক-প্রাপ্তি সকামী কর্ম্মীদিগের গতি অপেক্ষা উত্তমা ; কিন্তু ইহা আত্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নহে, কেননা মুক্তপুরুষের স্থান বিশেষে (হিরণ্যগর্ভ লোকে) গতি হয় না, তিনি ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভ করেন ; লোকান্তরে গমন করেন না]। ১১।

* পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ।

---

* ব্রহ্মলাভেচ্ছু অধিকারী ব্যক্তি কর্ম্মজাল বিরচিত স্বর্গাদি লোকসমূহকে অনিত্য দুঃখরূপ জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। অশুদ্ধ অন্তঃকরণে বৈরাগ্য আদৌ উদিত হয় না। বিষয় সুখে দোষ দৃষ্টি করিতে পারিলেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। এইরূপ বৈরাগ্য হইলেই নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিবে। বিষয় বৈরাগ্য বিহীন চিত্ত অতীব মলিন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

গীতার্থ সন্দীপনী (২ অঃ ৫৩ শ্লোক)

* তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১২॥

কর্ম্মচিতান্ (কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ) লোকান্ (স্বর্গাদিলোকে বাসের ফল সমূহ) পরীক্ষ্য (পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ অনিত্য জানিয়া) [অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত কাম্য কর্ম্মের ফল শুভাশুভ মিশ্রিত, অনিত্য ও দুঃখকর, কেননা স্বর্গাদির সুখভোগ অস্থায়ী,

---

মোক্ষাধিকারী ব্রাহ্মণ পুণ্যকর্ম্ম বিরচিত স্বর্গাদি লোকের অনিত্যতা, সাতিশয়তা আদি দোষ দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে বীতরাগ হয়েন। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়. ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে কিন্তু তাহা ব্রহ্মবিদ্গণের প্রতি লক্ষিত হয় নাই। কেননা আত্মবিদ্গণ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কোনও সাহায্যের আশা করেন না।

গীতার্থসন্দীপনী (৩য় অঃ ১৯ শ্লোঃ)

* পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (অর্থাৎ যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে।

এবং নরক ভোগও পশ্বাদিরূপে জন্ম কষ্টদায়ক, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় করিয়া] কৃতেন (কর্ম্মদ্বারা) অকৃতঃ (নিত্য পদার্থ=মোক্ষ) নাস্তি (হয় না=প্রাপ্ত হওয়া যায় না) [স্বর্গাদি বাসের অনিত্যসুখ লাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ভোগাসক্ত অজ্ঞজনেই করিয়া থাকে, উহাতে আত্মজ্ঞানরূপ নিত্যসুখ লাভ হয় না, এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক] ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ *) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) আয়াৎ (আশ্রয় করিবেন) [বিবেক বিচার দ্বারা কাম্য কর্ম্মের দোষ দর্শন পূর্ব্বক উহাতে বিরত হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ নিত্য সুখের নিমিত্ত ইহ পরলোকের অস্থায়ী সুখ ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করিবেন।] [অতঃপর উপযুক্ত বিবেক বিচার সহ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া] সঃ (তিনি= সেই মুমুক্ষু ব্রাহ্মণ) সমিৎপাণিঃ (সমিৎ=হোমের জন্য তৃণ

[ব্রহ্মনিষ্ঠ (তত্ত্বজ্ঞ) না হইলে কেহ অপরোক্ষ জ্ঞানের উপদেশ করিতে পারেন না ; এবং শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে শিষ্যের সমস্ত সন্দেহ দূর করিতেও কেহ সমর্থ হয়েন না। এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মবেত্তা পুরুষই প্রকৃত সদ্‌গুরু।

গীতা—২য় অঃ ৭ম শ্লোক। ও ৪র্থ অঃ ৩৪ শ্লোক।

* ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরই বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

কাষ্ঠাদি উপহার হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক) তদ্বিজ্ঞানার্থং (তন্ত= নিত্য-সত্য-নির্গুণ-ব্রহ্মের, বিজ্ঞানার্থং=বিশেষ-জ্ঞানের অর্থাৎ আত্মরূপে অপরোক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত) শ্রোত্রিয়ং (শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন) ব্রহ্মনিষ্ঠং (ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন) গুরুম্ এব (গুরুকেই) অভিগচ্ছেৎ (আশ্রয় করিবেন অর্থাৎ গুরুকে প্রসন্ন করিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেণেত্যাদি" গীতা, ৪।৩৪।)

[ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ ব্যতীত কেবল শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না বলিয়া একমাত্র গুরুর শরণাগত হইবার জন্যই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রোত্রিয় গুরুই যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্র প্রমাণাদি দ্বারা শিষ্যের সন্দেহ নিবারণে এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুই অপরোক্ষ জ্ঞান সাধনের উপদেশ দানে সমর্থ।] ১২।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্। ১৩

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সঃ (সেই) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরু) উপসন্নায় (সমীপে আগত=শরণাগত) সম্যক্ প্রশান্ত চিত্তায় (উপরতি-শ্রদ্ধা-সমাধান যুক্ত=বিষয়ে বৈরাগ্য যুক্ত, গুরুশাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধাপরায়ণ ও আত্মধ্যানে অনুরক্ত) শমান্বিতায় (শম-দম-তিতিক্ষা সম্পন্ন=মনঃ সংযমে ও বহিরেন্দ্রিয় দমনে সমর্থ এবং ক্লেশ সহিষ্ণু) তস্মৈ (সেই মুমুক্ষু শিষ্যকে) যেন (যে পরাবিদ্যাদ্বারা =যে অন্তর্মুখী সাধনা দ্বারা) সত্যং (সত্যস্বরূপ=নিত্য) অক্ষরং (ক্ষয়হীন=অবিনাশী) পুরুষং (হৃদয়পুরে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত পরমাত্মাকে—"হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং" গীতা ১৩।১৭) বেদ (জানা যায়) তত্ত্বতঃ (যথাবৎ=অপরোক্ষানুভূতির জন্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের উপদেশ সহ) তাং (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাং (আত্মানাত্মবিচারসহ আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন প্রণালী) প্রোবাচ (বিশেষরূপে বলিবেন) [শরণাগত সৎশিষ্যকে সাধন সহ ব্রহ্মবিদ্যা দানপূর্ব্বক সংসার হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ করাও সদ্‌গুরুর অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই শাস্ত্রের বিধি।] ১৩।

ইতি প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয় মুণ্ডকে—প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং,যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ ১

[পূর্ব্বোক্ত অক্ষর পুরুষ পরব্রহ্মই প্রকৃত সত্য, এবং অপরা বিদ্যার বিষয় কর্ম্মাদি দ্বারা লব্ধ স্বর্গাদি ভোগের সুখ সমূহ অনিত্য। এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না, যাহাদ্বারা—যে সাধনায় সেই সত্য স্বরূপকে জানা যায় তাহাই পরাবিদ্যা। পূর্ব্বে অপরাবিদ্যার বিষয় কথিত হইয়াছে, এক্ষণে পরাবিদ্যার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।] তৎ (সেই) এতৎ (এই—অক্ষয় পুরুষ=অন্তরে ও বাহিরে নিত্য জ্ঞানরূপে স্থিত পরমাত্মা) সত্যং (সত্যস্বরূপ) [কিন্তু মন নিরুদ্ধ না হইলে বহির্মুখীণ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে।] সোম্য (হে সাধো!) যথা (যেরূপ) সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ (প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) সরূপাঃ (অগ্নি সদৃশ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (উজ্জ্বলকণা) প্রভবন্তে (নির্গত হয়) তথা

(সেইরূপ) [সৃষ্টিকালে] অক্ষরাৎ (অক্ষর পুরুষের সগুণ স্বরূপ হইতে) বিবিধাঃ (নানাপ্রকার) ভাবাঃ (ভাবযুক্ত= উপাধিবিশিষ্ট জীবগণ) প্রজায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) তত্র চ এব (এবং তাহাতেই) [প্রলয়কালে] অপিযন্তি (বিলীন হয়) [দ্রব্যাদির আকার ভেদেই যেমন নিরবয়ব আকাশ বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়, এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণের দেহোপাধি সম্বন্ধ বশতঃ নির্ব্বিকার অক্ষর পুরুষের জ্ঞানময় সত্তায় তাহাদের উৎপত্তি ও প্রলয় প্রতীত হইয়া থাকে] ১।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥২

[সেই অক্ষর] পুরুষঃ (পূর্ণস্বরূপ বুদ্ধিস্থ জ্ঞানরূপ আত্মা) হি (নিশ্চয়ই) দিব্যঃ (স্বয়ংজ্যোতি স্বপ্রকাশ অথবা স্ব মহিমায় অবস্থিত) অমূর্ত্তঃ (কোনও বিশেষ আকার বিশিষ্ট নহেন) স বাহ্যাভ্যন্তরঃ (বাহিরে ও ভিতরে বর্ত্তমান অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপে বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত, এবং নামরূপাদিময় বিশেষ বিশেষ জ্ঞানভেদে বহির্দ্দেশে বিদ্যমান,— "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞান গম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্", গীতা ১৩।১৮) হি (নিশ্চয়ই) অজঃ (জন্ম রহিত সুতরাং সেই পূর্ণ জ্ঞানরূপ

পুরুষের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, বিকার ও বিনাশ নাই, তিনি নিত্যই বিদ্যমান) অপ্রাণঃ (দেহধারী জীবগণের স্থায় প্রাণশক্তির ক্রিয়া তাঁহাতে প্রকাশিত নাই) হি (নিশ্চয়ই) অমনাঃ (বিভিন্ন জ্ঞানের প্রকাশক মনও তাহাতে নাই।) [প্রাণশক্তির ও মনের নিষেধ দ্বারা অক্ষর পুরুষে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় সমূহের সম্বন্ধও নিবৃত্ত হইয়াছে।] [সুতরাং পুরুষ] শুভ্রঃ (বিশুদ্ধ=প্রাণ মন প্রভৃতি উপাধির সহিত সর্ব্ব সম্বন্ধ বর্জ্জিত) [অতএব তিনি] হি (নিশ্চয়ই) পরতঃ (সৃষ্ট পদার্থের বীজরূপে স্থিত বলিয়া শ্রেষ্ঠ) [এবং সৃষ্ট পদার্থসমূহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিত্য বলিয়া] অক্ষরাৎ (অক্ষররূপা অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেও) পরঃ (শ্রেষ্ঠ বা অতীত, "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" কঠ ।১।৩।১১) [পুরুষ সর্ব্বাতীত বলিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতে প্রাণ মন প্রভৃতির বিদ্যমানতা থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্ব সম্বন্ধ বর্জ্জিত নির্ব্বিকার বলিয়া গীতায় পুরুষোত্তম রূপে উক্ত হইয়াছেন। গীতা ১৫ অঃ ১৮।] ২।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥৩

এতস্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) প্রাণঃ (প্রাণশক্তি) মনঃ (চিন্তাশক্তিরূপ অন্তঃকরণ) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়) খং (আকাশ) বায়ুঃ (বায়ু) জ্যোতিঃ (তেজ) আপঃ (জল) চ (এবং) বিশ্বস্যধারিণী (সর্ব্ববস্তুর আধার) পৃথিবী (ভূমি) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে)। [পুরুষ সর্ব্বোপাধি সম্বন্ধের অতীত হইলেও সৃষ্টির কারণ অনাদি অবিদ্যা বশতঃই পুরুষ হইতে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয় হিরণ্যগর্ভ, আকাশাদি পঞ্চসূক্ষ্ম ও স্থূলভূত এবং তাহাদের গুণ-শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু স্বপ্নজাতপুত্রের যেরূপ অন্তঃকরণাতিরিক্ত পৃথক্ সত্যতা নাই, সেইরূপ অবিদ্যার বিষয় সৃষ্ট পদার্থাদিরও পুরুষাতিরিক্ত পৃথক্ সত্তা নাই। তথাপি অবিদ্যাবশতঃ অন্তরে ও বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান পুরুষের জ্ঞানসত্তায় সৃষ্ট পদার্থ সমূহ প্রতীত হয় বলিয়া পুরুষ হইতেই উহাদের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।] ৩।

অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥৪

[পূর্ব্ব মন্ত্রে পরমাত্মরূপ পুরুষ হইতে সূক্ষ্ম শক্তি বিশিষ্ট প্রাণ সংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে

বিশ্বরূপে প্রকাশিত বিরাট্‌পুরুষও যে সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মারই বাহ্যরূপ, এবং অবিদ্যা প্রভাবে তাঁহারই জ্ঞান সত্তা হইতে উদ্ভূত, তাহাই বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইতেছে।] [বিরাট্‌রূপে প্রকাশিত] অস্য (এই সেই নির্ব্বিশেষ পুরুষের) মূর্দ্ধা (মস্তক, অগ্নিঃ (দ্যুলোক বা আকাশ), চক্ষুষী (দুইটী চক্ষু) চন্দ্রসূর্য্যৌ (চন্দ্র ও সূর্য্য) শ্রোত্রে (দুইটী কর্ণ) দিশঃ (উত্তরপূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ), বাগ্বিবৃতাঃ চ (এবং বাগ্‌বিস্তার বা বাগিন্দ্রিয়) বেদাঃ (ঋক্‌ সামাদি চতুর্ব্বেদ), প্রাণঃ (প্রাণ) বায়ুঃ (প্রবাহিত বায়ু) হৃদয়ং (হৃদয়=অন্তঃকরণ বা মন) বিশ্বং (সমস্ত জগৎ) [জাগ্রৎ কালে মনেই জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং নিদ্রাকালে মনেই লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া জগৎ বিরাট্‌ পুরুষের হৃদয়রূপে উক্ত হইল।] [বিরাট্‌ পুরুষের] পদ্ভ্যাং (পদদ্বয় হইতে) পৃথিবী (ভূমণ্ডল) [উৎপন্ন হইয়াছে] এষঃ (এই বিরাট্‌রূপে প্রকাশিত নির্ব্বিশেষ পুরুষ) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সমস্ত চেতন ও অচেতন সৃষ্ট পদার্থের অন্তরাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দর্শন, শ্রবণ, মননাদি জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান।) [পুরুষের] সত্তাতেই চেতনজীবে জ্ঞানের বিকাশ আছে, এবং অচেতন জড় বিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে। ৪।

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥৫

[সেই নির্ব্বিকার পুরুষ হইতে পরম্পরা ক্রমে কিরূপে ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণের উৎপত্তি হয়, তাহাই আকাশাদিকে পঞ্চাগ্নি-রূপে বর্ণনা পূর্ব্বক কথিত হইতেছে।] তস্মাৎ (সেই নিত্য নির্ব্বিকার পুরুষরূপ জ্ঞানসত্তা হইতে) [অবিদ্যাবশে] অগ্নিঃ (অগ্নিরূপ দ্যুলোক বা আকাশ) [উৎপন্ন হয়] যস্য (যাহার সূক্ষ্ম ভূতময় আকাশরূপ অগ্নির) সূর্য্যঃ (সূর্য্য) সমিধঃ (হোম কাষ্ঠের সদৃশ) [আকাশরূপ প্রধানঅগ্নি হইতে উৎপন্ন] সোমাৎ (জলময় অমৃত হইতে) পর্জ্জন্যঃ (মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্নি) [উৎপন্ন হয়] [মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হইলে] [তৃতীয় অগ্নিরূপে] পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) ওষধয়ঃ (ওষধি সমূহ—ধান্যাদি শস্য) [জন্মে] [অনন্তর অন্নাদি আহার দ্বারা পুষ্ট হইয়া] [চতুর্থ অগ্নিরূপ] পুমান্ (পুরুষ) যোষিতায়াং (স্ত্রীতে —স্ত্রীরূপ পঞ্চম অগ্নিতে) রেতঃ (বীর্য্যরূপ আহুতি) সিঞ্চতি (ত্যাগ করে) [এইরূপে ক্রমে ক্রমে] পুরুষাৎ (পরম পুরুষ পরমাত্মা হইতে) বহ্বীঃ (বহু) প্রজাঃ (প্রজাগণ—মনুষ্যাদি

প্রাণিগণ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্ন হইয়াছে।) [পরমাত্ম পুরুষের জ্ঞানসত্তায় অবিদ্যাদ্বারা হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌রূপে সূক্ষ্ম ও স্থূল বিশ্বের বিকাশ হইলে আকাশ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে শস্য, এবং অন্নাদি দ্বারা পুষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী হইতে মনুষ্যাদি জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। অথবা যজ্ঞকারী সকামব্যক্তি চন্দ্রলোকে বাসের পর পুণ্যক্ষয় হইলে আকাশে সূক্ষ্মাকারে থাকিয়া মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া পৃথিবীতে শস্যরূপে উৎপন্ন হন, পরে পুরুষ কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে রেতোরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীগর্ভে জন্মলাভ করেন। এইরূপে আকাশ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী পঞ্চাগ্নিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং উহাদিগের মধ্যে জীবের অবস্থানই পাঁচটী আহুতিরূপে কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫ম অঃ ৩য় খণ্ডে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।] ৫।

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥

ঋচঃ (গায়ত্র্যাদি ছন্দে ঋক্ মন্ত্র সমূহ, অর্থাৎ ঋগ্বেদ) সাম (গেয় সামাংশ, অর্থাৎ সামবেদের যে মন্ত্রসমূহ গীত হয়) যজূংষি (অনির্দ্দিষ্ট অক্ষরের পদযুক্ত যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রসমূহ) দীক্ষা

(যজ্ঞকর্ত্তার মৌঞ্জী অর্থাৎ মুঞ্জাতৃণ নির্ম্মিত কাঞ্চীসূত্র ধারণ প্রভৃতি নিয়ম) সর্ব্বে যজ্ঞাঃ চ (এবং যজ্ঞ সকল=অগ্নিহোত্র প্রভৃতি) ক্রতবঃ (যে সমস্ত যজ্ঞে পশুবন্ধনার্থ যূপ কাষ্ঠের ব্যবহার আছে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহ) দক্ষিণাঃ চ (এবং যজ্ঞের দক্ষিণা সমূহ=একটি মাত্র গো হইতে সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত দান) সংবৎসরঃ চ (এবং চান্দ্র মাসাদিতে বিভক্ত বৎসর, অর্থাৎ যজ্ঞার্থ বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কাল) যজমানঃ চ (ও যজ্ঞকর্ত্তা) লোকাঃ (যজ্ঞদ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহ অর্থাৎ যজ্ঞকারীর কর্ম্মফল সমূহ) সোমঃ (চন্দ্র) যত্র (যেখানে=যে সমস্ত লোক) পুণাতি (পবিত্র করেন) [অর্থাৎ সকাম যজ্ঞ দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিরা দক্ষিণায়ণ বা পিতৃযান মার্গে যে সমস্ত স্বর্গে গমন করে] যত্র (যেখানে, যে সমস্ত লোক) সূর্য্যঃ (সূর্য্য) [আলোকিত করেন, অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরায়ণ বা দেবযানমার্গে যে সত্য লোকাদিতে গমন করেন] [এই সমুদয়] তস্মাৎ (সেই অক্ষর পুরুষ হইতে) [সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ বেদ, বৈদিক কর্ম্ম, কর্ম্মকর্ত্তা, ও কর্ম্মফল সমস্তই সেই সত্যপুরুষের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত]। ৬।

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।

প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭

তস্মাৎ চ (এবং সেই অক্ষর পুরুষ হইতে) দেবাঃ (বসু আদি গণদেবতাগণ) বহুধা (বহু প্রকারে) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্ন হইয়াছেন) [এবং] সাধ্যাঃ (সাধ্য নামক দেবগণ) মনুষ্যাঃ (কর্ম্মানুষ্ঠাতা মনুষ্য সকল) পশবঃ (গ্রাম্য ও আরণ্য পশু সমূহ) বয়াংসি (পক্ষি সকল) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান অর্থাৎ জীবদিগের প্রাণন ক্রিয়া) ব্রীহি-যবৌ (যজ্ঞার্থ ধান্য ও যব) তপঃ চ (এবং কর্ম্মকর্ত্তার পবিত্রতা সাধক, ও পৃথক্‌ভাবে ফলদায়ক ব্রতাদিরূপ তপঃ) শ্রদ্ধা (নিষ্ঠাসহ সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্তি) সত্যং (কায়মনোবাক্যের দ্বারা জীবের প্রতি হিতকর ব্যবহার) ব্রহ্মচর্য্যং (সর্ব্বপ্রকার মৈথুন বর্জ্জন পূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন) বিধিঃ চ (এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের পদ্ধতি) [এই সমস্তই সেই সত্যপুরুষ হইতে উদ্ভূত। অর্থাৎ দেবগণ, মনুষ্যাদি জীবগণ, যাবতীয় দ্রব্যাদি ও সত্যাদি সদ্‌গুণ সমস্তই সেই সত্যস্বরূপ পুরুষ হইতে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।] ৭।

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।

সপ্ত ইমে লোকা * যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮

সপ্তপ্রাণাঃ (সাতটী ইন্দ্রিয়=মস্তকস্থ দুইটী চক্ষু, দুইটী কর্ণ, দুই নাসিকাছিদ্র ও মুখ) সপ্তার্চিষঃ (সাতটী ইন্দ্রিয় দ্বারে সাতটী জ্যোতিঃ=ইন্দ্রিয়ের বিষয়-প্রকাশিকা শক্তি) সমিধঃ (ইন্দ্রিয়দিগের সাতটী বিষয়রূপকাষ্ঠ অর্থাৎ কাষ্ঠের দ্বারা যেমন হোমাগ্নি প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ ভোগ্যবিষয় দ্বারা

---

* কাশী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ মহোদয় বলেন পূজ্যপাদ ভাষ্যকার লোক শব্দে "ইন্দ্রিয়স্থান" গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে ইন্দ্রিয়ের যে প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে রূপ, শব্দ, গন্ধ ও রস এই চারিটী মাত্র পাওয়া যায়, কারণ চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা ছিদ্র দুইটী করিয়া হইলেও তাহাদের প্রত্যেকের বিষয় এক ভিন্ন দুই নহে। আমাদের মনে হয় সপ্তলোক বলিতে প্রসিদ্ধ ভূরাদি লোক সপ্তক গ্রহণ করিলে কোন প্রকার অনুপপত্তি থাকে না। এই সমস্ত লোকই প্রাণ অথবা ইন্দ্রিয়ের সঞ্চার স্থান বলিয়া মন্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে কোন প্রকার বিরোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রকাশক।

ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তেজিত হয়) সপ্ত হোমাঃ (সাত প্রকার হোম, অর্থাৎ উপর্য্যুক্ত সাতটী ইন্দ্রিয় দ্বারে ভোগ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান) ইমে সপ্ত (এই সাতটী) লোকাঃ (ইন্দ্রিয়দিগের বিচরণ স্থান— রূপ শব্দ রস গন্ধ আশ্রয় স্থান সমূহ) যেষু (যে সমস্ত স্থানে) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়গণ) চরন্তি (সঞ্চরণ করে) [বিধাতা কর্ত্তৃক] নিহিতাঃ (নিহিত—প্রত্যেক প্রাণীতে স্থাপিত) গুহাশয়াঃ (শরীরে অবস্থিত, বা নিদ্রাকালে বুদ্ধিরূপ গুহায় লীন) [এই] সপ্ত সপ্ত (সাত সাতটী) [ইন্দ্রিয় দ্বার, তাহাদের রূপ রসাদি বিষয়, ও সেই সমস্ত বিষয়ের স্থান ও জ্ঞান] তস্মাৎ (সেই অক্ষর পুরুষ হইতে) প্রভবন্তি (প্রাদুর্ভূত হয়) [অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞগণের ও অজ্ঞানীদিগের ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয় সাধ্য ব্যাপার ও তত্তৎ কর্ম্মের ফলসমূহ সমস্তই পরমপুরুষ হইতেই প্রসূত হইয়াছে]। ৮।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে-
হস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯

সর্ব্বে সমুদ্রাঃ (সমুদ্র সকল) গিরয়ঃ চ (এবং পর্ব্বত সমূহ) অতঃ (এই অক্ষর পুরুষ হইতেই) [উৎপন্ন হইয়াছে] সর্ব্বরূপাঃ (নানা আকার বিশিষ্ট) সিন্ধবঃ (নদী সকল)

অস্মাৎ (এই পুরুষ সত্তা হইতে) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হইয়াছে) অতঃ চ (এবং এই পুরুষ হইতেই) সর্ব্বা ওষধয়ঃ (সকল প্রকার ধান্য যবাদি শস্য) রসঃ চ (এবং মধুরাম্ল লবণ ও কটু-তিক্ত কষায় রস) (সম্ভূত হইয়াছে] যেন (যে রসের দ্বারা) ভূতৈঃ (আকাশাদি স্থূল পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া) এষঃ (এই) অন্তরাত্মা (মনোময় সূক্ষ্ম শরীর) [স্থূল দেহ ও আত্মার মধ্যবর্ত্তী হইয়া] তিষ্ঠতে (অবস্থিতি করে)[সমস্ত বাহ্যজগৎ, তাহাতে উৎপন্ন পদার্থ সমুদায় এবং তদ্দ্বারা আবদ্ধ জীবদিগের সূক্ষ্মদেহাদিও সেই অক্ষর পুরুষ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ।] ৯ ।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ । ;
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০

ইত্যথর্ব্ববেদীয় দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

পুরুষঃ এব (সত্যস্বরূপ পুরুষই) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্ব) [পুরুষ হইতে পৃথক্‌রূপে জগতের অস্তিত্ব নাই] কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম) তপঃ (জ্ঞান) [কর্ম্মফল ও জ্ঞান জনিত ফল সমস্তই] ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপ—ব্রহ্মেরই বিকাশ) পরামৃতং (পর—

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অমৃতং=নিত্যজ্ঞানরূপ) এতদ্ (এই পুরুষকে) যঃ (যে ব্যক্তি) গুহায়াং (হৃদয় গুহায়=বুদ্ধিতে) নিহিতং (স্থিত) [আত্মরূপ জ্ঞানে অভিন্নভাবে প্রকাশিত বলিয়া] বেদ (জানিয়াছেন) সোম্য (হে সাধো) সঃ (তিনি) ইহ (এই জীবনেই=মৃত্যুর পূর্ব্বেই) অবিদ্যাগ্রন্থিং (অবিদ্যার বন্ধন=বুদ্ধিস্থ কামনা, ভোগাসক্তি) বিকিরতি (ছিন্ন করেন) [সেই পরম পুরুষ জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে বুদ্ধিস্থ আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্নভাবে জানিতে পারিলে এই জীবনেই ভোগ বাসনা দূর হয়, এবং দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় জীবন্মুক্তির শান্তিলাভ হইয়া থাকে।] (২য় খণ্ড। ১২ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১০।

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

—:o:—

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥ ১

[অরূপ অক্ষর পুরুষকে কিরূপে জানিতে পারা যায়, তাহাই কথিত হইতেছে।] আবিঃ (প্রকাশস্বরূপ=জ্ঞানময়) সন্নিহিতং [ইন্দ্রিয়দিগের দর্শন-শ্রবণ-চিন্তনাদি ক্রিয়া যাঁহার সত্তাবশতঃ সাধিত হয় বলিয়া যিনি] (সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে অবস্থিত) [এবং] গুহাচরং নাম (বুদ্ধিরূপ গুহায়=বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশিত বলিয়া প্রসিদ্ধ) [অক্ষর পুরুষ] মহৎ (সর্ব্বাপেক্ষা মহান্) [ও] পদম্ (সমস্ত পদার্থের আশ্রয়) [কেননা রথচক্রের নাভিতে যেমন শলাকাসকল আবদ্ধ থাকে সেইরূপ] অত্র (ইঁহাতে—এই অক্ষর পুরুষ ব্রহ্মে) এজৎ (গমনশীল পক্ষি প্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণবিশিষ্ট মনুষ্যপশ্বাদি) নিমিষৎ চ (চক্ষু স্পন্দনযুক্ত ও নিমেষবিহীন) যৎ (যে সমস্ত জীব) এতৎ (এ সমস্ত) সমর্পিতং (প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে) [হে

শিষ্যগণ!] জানথ (জানিও) এতৎ (এই অক্ষর ব্রহ্মই) সদসৎ (স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্তই, অর্থাৎ কোনও পদার্থেরই তদতিরিক্ত সত্তা নাই) বরেণ্যং (সকলের বরণীয়) [কেননা তিনি নিত্য এবং শিষ্যদিগের আত্মাও তিনি] যৎ (যিনি) প্রজানাং (লোকদিগের) বিজ্ঞানাৎ (ব্যবহারিক জ্ঞানের, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাধ্য জ্ঞানের) পরং (অতীত বা অবিষয়) [এবং] বরিষ্ঠম্ (সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ) [জগতের সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মের আশ্রিত, এবং সমস্তই ব্রহ্মময় হইলেও জীবের সঙ্কীর্ণজ্ঞানে ব্রহ্মের অরূপসত্তায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত।] ১।

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিংল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং
তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২

যৎ (যিনি) দীপ্তিমৎ (দীপ্তিমান্, অর্থাৎ সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কদিগেরও প্রকাশক, কেননা আলোকও জ্ঞানেরই স্থূল বিকাশ) যৎ (যিনি) অণুভ্যঃ (সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও) অণু (সূক্ষ্ম; অর্থাৎ সূক্ষ্মতম—ইন্দ্রিয়াদির অগোচর) চ (এবং)

[স্থূল পৃথিব্যাদি অপেক্ষাও অতিশয় স্থূল] যস্মিন্ (যাঁহাতে) লোকাঃ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এই সপ্তলোক) লোকিনঃ চ (এবং সেই সমস্ত লোকের মনুষ্যাদি ও দেবতাগণ) তৎ এতৎ (তিনিই এই=সর্ব্বাশ্রয়) অক্ষরং ব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম=নিত্যজ্ঞানস্বরূপপুরুষ পরব্রহ্ম) সঃ প্রাণঃ (তিনি জীবের প্রাণ স্বরূপ) তৎ উ (এবং তিনিই) বাঙ্মনঃ (বাক্‌শক্তি ও মন) [অর্থাৎ চৈতন্যরূপে তিনিই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়] তৎ (সেই তিনি=প্রাণাদির অন্তরস্থ অক্ষরচৈতন্য) এতৎ সত্যং (এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম) তৎ (সেই তিনি=অক্ষর পুরুষ) অমৃতং (অমৃতস্বরূপ অবিনশ্বর ব্রহ্ম) সোম্য (হে সাধো) তৎ (তাঁহাকে) বেদ্ধব্যং (বিদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাতে মন সমাহিত করিতে হইবে) বিদ্ধি (জানিও) [অতএব সেই অক্ষর ব্রহ্মরূপ জ্ঞানসত্তায় চিত্ত নিবিষ্ট করিতে যত্নবান্ হও।] ২।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সংদধীত *।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩

* সন্ধয়ীত ইতি পাঠান্তরং। সন্ধানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

সোম্য (হে সাধো!) ঔপনিষদং (উপনিষদে প্রসিদ্ধ=উপদিষ্ট) মহাস্ত্রং (মহৎ অস্ত্র স্বরূপ = মহামন্ত্র ওঁ) ধনুঃ (ধনুক) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) [অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ জীবাত্মাকে শরবৎ লক্ষ্যের প্রতি প্রেরণ করিবার জন্য ওঁকাররূপ ধনুকে] হি উপাসা নিশিতং (তীক্ষ্ণ অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানের অভ্যাসে নিশ্চলতা প্রাপ্ত, একনিষ্ঠ বা অনুরক্ত) শরং (বাণ=বুদ্ধিরূপ শর) সংদধীত (যোজনা কর অর্থাৎ প্রণব স্মরণপূর্ব্বক বুদ্ধিকে ভগবদভিমুখীন কর) [এবং] আযম্য (আকর্ষণ পূর্ব্বক, অর্থাৎ প্রণবরূপ ধনুর সাহায্যে অন্তঃকরণসহ জীব চৈতন্যকে বহিরিন্দ্রিয় দ্বার হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া) তদ্ভাবগতেন (ব্রহ্মভাবে তন্ময়তাপ্রাপ্ত=অনুরক্ত, ভগবৎ প্রেমে আসক্ত) চেতসা (চিত্তদ্বারা, ভগবদ্ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া) তৎ অক্ষরম্ এব (সেই অক্ষর পুরুষ পরমাত্মার জ্ঞান স্বরূপকেই) লক্ষ্যং (লক্ষ্যরূপে) [বিদ্ধ করিতে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও) [ওঁকার স্মরণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ ভগবদভিমুখীন হইলে অক্ষর পর-ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপ লক্ষিত হয়।] ৩।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪

[অক্ষর পরব্রহ্মরূপ লক্ষ্যভেদের উপায় বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইতেছে] প্রণবঃ (প্রণব=ও কার) ধনুঃ (ধনুকের স্থানীয়) আত্মাহি (আত্মাই=বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্যই) শরঃ (বাণ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মচৈতন্য) তল্লক্ষ্যং (তত্=বুদ্ধিস্থ জীব-চৈতন্যের, লক্ষ্যং=লক্ষ্যস্থানীয় বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) [অর্থাৎ জীব-চৈতন্যের আত্মানুরাগ বশতঃই বুদ্ধি শরেরন্যায় ব্রহ্মচৈতন্যে প্রবিষ্ট বা লীন হয়] [সেই অক্ষর ব্রহ্মকে] অপ্রমত্তেন (বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মের চিৎস্বরূপে তন্ময় বা একাগ্র হইয়া) বেদ্ধব্যং (বিদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মার অহং জ্ঞান ব্রহ্মের ভূমরূপ জ্ঞানসত্তায় প্রবিষ্ট বা লীন হইবে) শরবৎ (শরের ন্যায়, অর্থাৎ শর যেমন মৃগাদি লক্ষ্যে প্রবিষ্ট হইলে আর দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সাধকের অহংভাব পৃথক্ না থাকিয়া) তন্ময়ঃ (ব্রহ্মের জ্ঞানসত্তা হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ জ্ঞানময়) ভবেৎ (হইয়া যাইবে)। [ওঁকার মন্ত্রের সহিত সদ্গুরূপদিষ্ট উপায়ে ব্রহ্মচৈতন্যের ধ্যান করিতে করিতে জীবচৈতন্য বুদ্ধ্যাদি উপাধিশূন্য হইলে ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপতা লাভ করে, অর্থাৎ জ্ঞানময় হইয়া যায়।] ৪।

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫

যস্মিন্ (যে অক্ষর পুরুষে) দ্যৌঃ (দেবলোক) পৃথিবী (মর্ত্ত্যলোক) অন্তরিক্ষং চ (এবং আকাশ) সর্ব্বৈঃ প্রাণৈঃ সহ চ (এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত) মনঃ (অন্তঃকরণ) ওতং (গ্রথিত বা প্রতিষ্ঠিত আছে) [হে শিষ্যগণ ! তোমরা] একং (একমাত্র=অদ্বিতীয়) তং (সেই অক্ষর) আত্মানম্ এব (আত্মাকেই=অন্তরস্থ চৈতন্যকেই) জানথ (অবগত হও) [এবং] অন্যা বাচঃ (অন্যান্য বাক্য সমূহ, অর্থাৎ অপরা-বিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্রাদি ও তদুপদিষ্ট ইহ পরলোকের সুখকর, অনিত্যফলযুক্ত সকামকর্ম্মাদি সাধনের প্রমাণাদি) বিমুঞ্চথ (পরিত্যাগ কর) [নতুবা কর্ম্মফলাদিতে লোভ হইলে মন নিবৃত্ত ও অন্তর্মুখীণ হইতে পারিবে না] [কেননা] এষঃ (ইনি, এই অক্ষর পুরুষ=পরমাত্মা) অমৃতস্য (অমৃতের=মোক্ষ প্রাপ্তির,=একাত্মভাবে ভগবৎ সাক্ষাৎকার দ্বারা জন্মমৃত্যুর অতীত হইবার) সেতুঃ (সেতু বা উপায় স্বরূপ)। ["তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" শ্বেতাশ্বতর-৩।৮ তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করা যায় আর অন্য পথ নাই।] ৫।

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় * তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬

রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) অরাঃ ইব (শলাকা সমূহের ন্যায়) নাড্যঃ (নাড়ী সকল=স্নায়ুপ্রভৃতি) যত্র (যেখানে=হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধি বিকাশের স্থান মস্তিষ্ক মধ্যে) সংহতাঃ (সন্নিবিষ্ট আছে) অন্তঃ (অন্তরে=সেই হৃদয়ের অর্থাৎ বুদ্ধির অন্তরে) বহুধা (নানাপ্রকারে) [সুখদুঃখাদিরূপ অন্তঃকরণের বহুবিধ ভাব দ্বারা] জায়মানঃ (প্রকাশিত হইয়া) সঃ এষঃ (সেই এই আত্মা, বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষিরূপে) চরতে (বিচরণ করেন=বিদ্যমান আছেন। [বুদ্ধির সুখ-দুঃখাদি ভাবদ্বারা নির্লিপ্ত ও সাক্ষিরূপে স্থিত আত্মার পরিবর্ত্তন কল্পিত হয় মাত্র।] [হে শিষ্যগণ! তোমরা] [সেই জ্ঞান স্বরূপ] আত্মানং (আত্মাকে=আত্মচৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে) ওম্ ইতি এবং (ওঁ এই মন্ত্র সহ=ওঁকারকে আত্মস্মরণের আলম্বন করিয়া) [সদ্গুরূপদিষ্ট উপায়ে] ধ্যায়থ (ধ্যান কর) তমসঃ (অজ্ঞানান্ধকারের) পরস্তাৎ (অতীত) [সংসার সাগরের]

---

* পরায় ইতি পাঠান্তরং।

পারায় (পরপার গমনে=মোক্ষ লাভে) বঃ (তোমাদের) স্বস্তি (কল্যাণ হউক) [শিষ্যগণ নির্ব্বিঘ্নে আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞানলাভে সমর্থ হউন, সদ্‌গুরু এই শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছেন।]৬।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥৭

[সাধকের শরীরমধ্যে কোথায় ধ্যান করিলে ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহাই স্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে] যঃ (যিনি=যে অক্ষর ব্রহ্ম) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞ=সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানের আশ্রয়) সর্ব্ববিদ্ (যাঁহার জ্ঞানস্বরূপতা লাভ করিলে আর কোনও জ্ঞাতব্য থাকে না) ভুবি (জগতে) যস্য (যাঁহার) এষঃ মহিমা (এই ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি) [অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানশক্তির প্রভাবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, চন্দ্র সূর্য্য ও ঋতু প্রভৃতির গতি নিয়মিত হইতেছে এবং সরিৎ সমুদ্রাদি তাহাদের সীমা অতিক্রম করিতেছে না] এষঃ হি আত্মা (এই আত্মাই) দিব্যে (জ্ঞান-শক্তিতে দীপ্ত=প্রকাশময়) ব্যোমনি (আকাশে=ব্রহ্মরন্ধ্রে) ব্রহ্মপুরে (জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশস্থান হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অভিব্যক্ত আছেন) [ভূমরূপ ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বগত হইলেও ব্রহ্মরন্ধ্রে পূর্ব্বোক্তনিয়মে প্রণব স্মরণপূর্ব্বক চিত্ত ধারণা করিলে চিদ্রূপে প্রকাশিত হন। "তুরীয়ং মূর্দ্ধি

সংস্থিতং" শ্রুতিঃ। মূর্দ্ধায় অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে মন স্থির করিলে আত্মার তুরীয় স্বরূপ অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত হয়। ৭॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা

প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ৮

[বুদ্ধিমধ্যে অবস্থিত আত্মা = ব্রহ্মচৈতন্য] মনোময় (মনোময় অর্থাৎ মনোবৃত্তি সমূহ দ্বারাই সাধারণতঃ অনুভূত হন) প্রাণ-শরীর-নেতা (প্রাণ ও শরীরের নেতা, অর্থাৎ তাঁহার প্রেরণায় মৃত্যুকালে আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগের স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর দেহান্তরে নীত হয়) [তিনি] অন্নে (অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট দেহে) [শীর্ষস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে] হৃদয়ং (বুদ্ধিকে) সন্নিধায় (স্থাপন করিয়া) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত বা প্রকাশিত আছেন) [ব্রহ্ম-রন্ধ্রই অহংজ্ঞানযুক্তবুদ্ধির কেন্দ্রস্থান, এবং অহং জ্ঞানের অন্তরালে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপ আত্মা নিত্য অবস্থিত] যৎ (যে) আনন্দরূপং (আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্ব দুঃখাদি রহিত) অমৃতং (নিত্যসুখস্বরূপ আত্মা) বিভাতি (বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন) ধীরাঃ (বিবেকিগণ অর্থাৎ আত্মানাত্ম-বিচার-পরায়ণ সাধকগণ) বিজ্ঞানেন (বিশিষ্টজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ

গুরুশাস্ত্রের উপদেশসহ বৈরাগ্য-শম-দম-শ্রদ্ধা-ধ্যানাদি সাধনা দ্বারা) তৎ (সেই আত্মস্বরূপ) পরিপশ্যন্তি (সর্ব্বতোভাবে পূর্ণরূপে দর্শন করেন) [বৈরাগ্যযুক্ত ধ্যানদ্বারা বিবেকী সাধকের মনোবৃত্তিসমূহ নিবৃত্ত হইলে তিনি স্বপ্রানে আত্মস্বরূপের অপরোক্ষতা লাভ করেন।] ৮।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৯

তস্মিন্ পরাবরে দৃষ্টে (সেই পরাবর * ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ সজ্ঞানে, অপরোক্ষভাবে সাধকের আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে সেই পরমাত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ-কৃত হইলে) অস্য (ইঁহার—আত্মদ্রষ্টা সাধকের) হৃদয়গ্রন্থিঃ (বুদ্ধিস্থ অবিদ্যা বাসনা=সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষাদি) ভিদ্যতে (বিনষ্ট হয়) সর্ব্ব সংশয়াঃ (সমস্ত সন্দেহ, অর্থাৎ আত্মা নিত্য কিনা, এবং দেহাদি হইতে পৃথক্ কিনা এই সমস্ত ভ্রম) ছিদ্যন্তে (ছিন্ন বা বিদূরিত হয়) কর্ম্মাণি চ (এবং কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত-কর্ম্ম, এবং বর্ত্তমান জন্মে কৃত কর্ম্ম) ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহের ফলে আর

---

* পরাবর—পর=কারণরূপে শ্রেষ্ঠ বা নিত্য, অবর=কার্য্যরূপে নিকৃষ্ট বা পরিণামী। অথবা নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্ম।

স্বর্গাদি ভোগ বা জন্মাদি গ্রহণ করিতে হয় না।) [কিন্তু বর্ত্তমান জন্মে সুখ দুঃখ ভোগের কারণ প্রারব্ধ-কর্ম্ম দেহান্ত পর্য্যন্ত ফল দিয়া থাকে। আত্মজ্ঞের দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় সুখে বা দুঃখে অবিচার জনিত ভ্রম থাকে না, চিত্ত বাসনাশূন্য হয় বলিয়া ক্রিয়মাণকর্ম্ম দূষিত বা আসক্তিযুক্ত হইতে পারে না, এবং জন্মান্তরের অভাবে সঞ্চিত কর্ম্ম দ্বারা ফলদানে সমর্থ হয় না। এই জন্যই কথিত আছে যে জ্ঞানীর দেহান্তে তাঁহার অনুরাগী ও বান্ধব-গণ সঞ্চিতকর্ম্মের পুণ্য-ফল লাভ করেন, এবং শত্রু ও বিরোধী ব্যক্তিরা তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মের পাপফল ভোগ করিয়া থাকে।] [এই মন্ত্রে আত্মজ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ ফল কথিত হইয়াছে ; ইহা সাধকগণ জীবৎকালেই অনুভব করিতে পারেন।] ৯।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো
বিদুঃ ॥ ১০

[বুদ্ধির অন্তরে সাক্ষিরূপে আত্মচৈতন্য প্রকাশিত। "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ"। গীতা ৩।৪২] হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ জ্ঞান যুক্ত) পরে (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যন্তরে স্থিত) কোশে (আবরণে=অন্তঃকরণে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান বুদ্ধিতে) বিরজং (রজোদোষ রহিত=অবিদ্যা

কাম-ক্রোধ-রাগ-দ্বেষাদি শূন্য=শান্ত) নিষ্কলং (কলা বা অংশ রহিত অর্থাৎ নিরবয়ব) ব্রহ্ম (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্থাৎ মহান্ পুরুষ) [অবস্থিত আছেন] তৎ (তিনি) শুভ্রং (শুদ্ধ, অর্থাৎ অবিদ্যার বা অজ্ঞানতার অতীত বলিয়া জ্ঞান মাত্র) তৎ (তিনি) জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃসমূহেরও প্রকাশক,অর্থাৎ স্বপ্রকাশ সূর্য্যাদি জ্যোতিরও প্রকাশক। অন্তঃস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য জড় জ্যোতিঃ সমূহের প্রকাশক বলিয়া তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বা জ্ঞান স্বরূপ) যদ্ (যাঁহাকে=যে অন্তরস্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যকে) আত্মবিদঃ (আত্মবিদ্গণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে বিদ্যমান জ্ঞানরূপ আত্মাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ বিবেকীসাধকগণ) বিদুঃ (অবগত আছেন) [সুতরাং যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত, তাহারা অন্তরস্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।] ১০।

* ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

---

* সেই স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপের তেজে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র তারাগণও প্রকাশ দানে অসমর্থ, বিদ্যুৎগণও তথায় প্রকাশ দিতে পারে না, অগ্নিই বা কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই সমস্তের প্রকাশ, ও তাঁহারই জন্য সমস্ত জগৎ প্রতীত হইতেছে। গীতা ২য় অঃ ১৮ শ্লোক।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১১

[এক্ষণে স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতা কথিত হইতেছে] তত্র (তাঁহাতে—ব্রহ্মের জ্ঞানসত্তার) সূর্য্যঃ ন ভাতি (সূর্য্য প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ সূর্য্যের জড় জ্যোতিঃ ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না, কেননা ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত স্বাধীন ভাবে জ্ঞানসহ নিজকে ও অন্য অনাত্মবস্তুসমূহকে প্রকাশ করিবার শক্তি সূর্য্যে নাই) [সেইরূপ] চন্দ্রতারকং (চন্দ্র ও তারকাসমূহ) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না, চন্দ্র ও নক্ষত্রের আলোকও ব্রহ্মতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না) ইমাঃ (এই পরিদৃশ্যমান) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের আলোক মালা) ন ভান্তি (প্রকাশ পায় না, আত্মার জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশে সমর্থ হয় না) অয়ং অগ্নিঃ (এই প্রত্যক্ষ অগ্নি) কুতঃ (কিরূপে) [ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারিবে ? অর্থাৎ অচেতন অগ্নির জ্যোতিঃ চেতনব্রহ্মকে প্রকাশে অসমর্থ।] [অধিক কি] ভান্তং (স্বতঃ প্রকাশ—জ্ঞানস্বরূপ) তম্ এব (তাঁহাকেই—সেই ব্রহ্ম চৈতন্যকেই) অনু (অনুসরণপূর্ব্বক, অর্থাৎ তাঁহারই জ্ঞানরূপ প্রকাশে) সর্ব্বং (সকল পদার্থ—সূর্য্য প্রভৃতি) ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত—চরাচর জগৎ)

তন্ত তাসা (তাঁহার জ্যোতিঃ দ্বারা—ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞানরূপ আলোক দ্বারা) বিভাতি (প্রকাশিত হইতেছে) [উত্তপ্ত জল বা জ্বলদঙ্গার যেমন অগ্নি সংযোগে দাহ করে, কিন্তু জল বা অঙ্গারের দাহিকা শক্তি নাই, সেইরূপ জ্ঞানাভাব বশতঃ সূর্য্যাদি অচেতন জ্যোতিঃসমূহের প্রকৃত প্রকাশ শক্তি নাই, কিন্তু তাহারা ব্রহ্ম-চৈতন্য-সত্তার জ্ঞানপ্রভায় প্রকাশিত হইয়া অন্যান্য পদার্থসমূহকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যই স্বয়ংপ্রকাশ ও সর্ব্ব জগতের প্রকাশক]।১১

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম
পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১২

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়-
মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

[পরিদৃশ্যমান জগৎও যে ব্রহ্মরূপ, তাহাই বিশেষভাবে বর্ণিত হইতেছে] ইদং (এই স্বয়ংপ্রকাশ, জ্ঞানময়) অমৃতং (নিত্য অর্থাৎ ত্রিকালে একরূপ, সুতরাং সত্যস্বরূপ) ব্রহ্ম এব

(ব্রহ্মই) পুরস্তাৎ (সম্মুখে=সম্মুখস্থ সমস্ত পদার্থে) পশ্চাৎ (পশ্চাদ্ভাগে) দক্ষিণতঃ উত্তরেণ চ (দক্ষিণ ভাগে ও উত্তরে) [অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে] অধঃ চ (এবং নিম্নদিকে) ঊর্দ্ধং চ (এবং ঊর্দ্ধদিকে=উপরিভাগে) [অর্থাৎ সর্ব্বত্রস্থিত পদার্থ সমূহে] ব্রহ্ম প্রসৃতং (ব্রহ্মব্যাপ্ত আছেন) [অধিক কি] ইদং (এই) বরিষ্ঠং (বিশাল, মহান্) বিশ্বং (জগৎ) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) [ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগের নিকট জড়রূপে দৃষ্ট এই জগৎও ব্রহ্মস্বরূপ হইতে বিভিন্ন নহে। যেরূপ রজ্জুই সত্য, তাহাতে সর্পভ্রম মিথ্যা, সেইরূপ জগদ্রূপ মিথ্যা, ব্রহ্মের জ্ঞানসত্তাই সত্য। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান হইলেই অন্যান্য সমস্ত অনাত্ম পদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়, যেহেতু ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই পৃথক্ সত্তা নাই, একমাত্র জ্ঞানরূপ ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য। যেমন স্বর্ণ ব্যতীত অলঙ্কারের পৃথক্ সত্তা নাই, দেশকাল বিচ্ছিন্ন স্বর্ণের অনিত্য আকার মাত্র অলঙ্কার নামে খ্যাত হইলেও স্বর্ণই সত্য, সেইরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত বিশ্বের পৃথক্ সত্তা নাই, ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মের জ্ঞানরূপেই বিশ্ব জগৎ পূর্ণ। এই জন্য একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই সমস্ত বিশ্ব বিজ্ঞাত হয়। (১ম খণ্ড। ৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।)] ১২।

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তৃতীয় মুণ্ডকে—প্রথমঃ খণ্ডঃ।

—:০:—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যন-
শ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১

[অবিদ্যা বাসনা বিনাশের নিমিত্ত অক্ষয় পুরুষের জ্ঞান বিষয়িণী পরাবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং সেই পুরুষ সাক্ষাৎকারের জ্ঞান-লাভের উপায় প্রণবসহ ধ্যানযোগ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এই শরীরে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয় পূর্ব্বক অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি বর্ণিত হইবে।] সযুজা (সযুজৌ—সর্ব্বদাযুক্ত—একত্রস্থিত) সখায়া (সখায়ৌ—সমান স্বভাব বিশিষ্ট) দ্বাসুপর্ণা (দ্বৌ-সুপর্ণৌ)—দুইটী পক্ষিসদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) সমানং (একই) বৃক্ষং (বৃক্ষে—বৃক্ষের ন্যায় ক্ষয়শীল শরীরে) পরিষস্বজাতে (অবস্থিত আছেন) [এই ক্ষেত্ররূপ শরীরে জীব ভোক্তারূপে, এবং ঈশ্বর সাক্ষিরূপে বিদ্যমান আছেন, গীতা ১৩ অঃ ১-২] তয়োঃ (সেই উভয়ের মধ্যে অন্যঃ (একটী, অর্থাৎ জীব) স্বাদু পিপ্পলং (সুমিষ্ট ফল—সুখদুঃখমিশ্রিত বিচিত্র কর্ম্মফল অতি

(ভোজন করে—অবিবেকবশতঃ ভোগ করে) অন্যঃ (অপরটী নিত্য-মুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর) অনশ্নন্ (ভোজন না করিয়া কর্ম্মফলের অতীত ও তাহাতে অনাসক্ত বলিয়া) [কেবলমাত্র সাক্ষী ও কর্ম্ম ফলাদির প্রেরকরূপে] অভিচাকশীতি (দর্শন করেন) [ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভাবেই জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহাই ঈশ্বরের প্রেরণা, গীতা ৫ম অঃ। ১৪, ১৫।]

সর্ব্ব ব্যাপক পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপ জীবশরীরেও প্রকটিত, এবং অন্তঃকরণরূপ উপাধি দ্বারা যেন পৃথক্ হইয়া সেই অদ্বয় জ্ঞান জীবরূপে প্রতীত হয়েন।] ১।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ২

পুরুষঃ (জীব) [ঈশ্বরের সহিত] সমানে বৃক্ষে (একই বৃক্ষরূপ দেহে) নিমগ্নঃ (অবস্থিত হইয়াও) অনীশয়া (স্বীয় ঐশ ভাবের অজ্ঞানতা বশতঃ অর্থাৎ স্বদেহে কর্ম্ম ফলে ও বিষয়াদিতে আসক্তি বশতঃ নিজ ঐশস্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায়) মুহ্যমানঃ (মোহ গ্রস্ত হইয়া) [দেহাত্ম বুদ্ধি বশতঃ স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগে

ও অর্থাদির নাশে শোকাচ্ছন্ন হইয়া] শোচতি (দুঃখ ভোগ করে) [কিন্তু সেই ভ্রান্ত জীব] যদা (যখন) [অর্থাৎ বহুজন্মে বিশুদ্ধ ধর্ম্মলাভ পূর্ব্বক শম দমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া সদ্গুরূপদেশে ধ্যান যোগ দ্বারা] জুষ্টং (সাধুজন সেবিত=শুদ্ধচিত্তে লক্ষিত) অন্যং (জীব হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শোক মোহাতীত জ্ঞান রূপ) ঈশং (ঈশ্বরকে=সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে) [এবং] অস্য (ইঁহার=আত্মরূপ ভগবানের) মহিমানম্ ইতি (এই মহিমা=জগৎরূপ ঐশ্বর্য্য) পশ্যতি (দর্শন করে, অর্থাৎ অন্তরেও তিনি, এবং বাহিরেও তাঁহারই বিকাশ সুতরাং তাঁহা হইতে জীবেরও আর পৃথক্ সত্তা নাই, জীব আপনাকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় করে) [তখনই জীব] বীতশোকঃ (শোক মুক্ত=দুঃখাতীত) [হয়] । [বিবেক—বৈরাগ্য যুক্ত, শান্ত ও সমাহিত হইয়া ধ্যানযোগে মায়াতীত ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপের অপরোক্ষতা লাভ করিতে পারিলেই জীবের নিজস্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্তি দূর হয় এবং স্বীয় ঈশ্বরতা নিশ্চয় হইলে জীব আর নিজেকে দেহাদিতে আবদ্ধ মনে করে না, ও নিত্য শান্তি লাভ করে ।] ২ ।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩

[মনঃ আত্মসংস্থ হইয়া ধ্যান করিবার সময়ে] পশ্যঃ (দ্রষ্টা = জ্ঞানীসাধক) যদা (যখন) রুক্মবর্ণং (সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ চিদ্রূপ) কর্ত্তারং (জগতের কর্ত্তা) ব্রহ্মযোনিং (কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের ও কারণ) ঈশং পুরুষং (প্রভু পরমাত্মাকে) পশ্যতে (দর্শন করেন, চৈতন্যস্বরূপে সমাধিস্থ হয়েন) তদা (তখন) বিদ্বান্ (জ্ঞানী সাধক) পুণ্যপাপে (পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল) বিধূয় (দগ্ধ করিয়া) [আত্মস্বরূপের জ্ঞান দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরেও আসক্তির অভাব বশতঃ পুণ্য পাপের অতীত হওয়ায়] নিরঞ্জনঃ (নির্লেপ = ক্লেশবিরহিত হইয়া) পরমং সাম্যং (পরম সাম্য = অত্যুৎকৃষ্ট অভেদভাব, অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপতা) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) [আত্মধ্যান করিতে করিতে সাধক নিজ পৃথক্ সত্তা বিস্মৃত হইয়া পরমাত্মার চিৎ-স্বরূপতা লাভ করেন) ৩।

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

* আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ । ৪

যঃ (যিনি—যে ঈশ্বর) সর্ব্বভূতৈঃ (সর্ব্বভূতস্থ ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থে উপলক্ষিত হইয়া) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) এষঃ (ইনি=ঈশ্বর) হি (প্রকৃতই) প্রাণঃ (প্রাণের-প্রাণ=অন্তরস্থ পরমাত্মা) [এই সর্ব্বভূতস্থ ও অন্তরস্থিত পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপে] বিজানন্ (অবগত হইয়া—ধ্যানদ্বারা অপরোক্ষ-জ্ঞানে অভিন্নভাবে নিশ্চয় করিয়া) বিদ্বান্ (সম্যক্জ্ঞানী সাধক) অতিবাদী (অতিবাদী=আত্মাতিরিক্ত অন্যকিছু আছে ইহা বলিতে সমর্থ) ন ভবতে (হন না)। [আত্ম-সাক্ষাৎকারের পর সমস্তই আত্মার বিকাশ বলিয়া যাঁহার ধারণা হইয়াছে, আত্মাতিরিক্ত কিছুই যাঁহার জ্ঞানগোচর হয় না, তিনি আত্মাকে অতিক্রম করিয়া

---

* যিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রতি করেন, সমস্ত ক্রিয়ার গতি ও সমাপ্তি যাঁহার আত্মাতে, তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের কিছু মাত্র কারণ দেখা যাইতেছে না। যিনি স্বয়ং কৃতকৃত্য তাঁহার আবার কর্ম্মের প্রয়োজন কি? গীতা (৩য় অঃ ১৭ শ্লোঃ)

কোনও কথাই বলিতে পারেন না।] এষঃ (ঈদৃশ জ্ঞানী) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মানুসন্ধান রূপ ক্রীড়ায় রত) [স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্ত নহেন] আত্মরতিঃ (আত্মধ্যানে নিবিষ্ট সুতরাং বাহ্য বিষয়ে প্রীতিশূন্য) ক্রিয়াবান্ (বিবেক-বৈরাগ্য-ধ্যানাদি সাধননিষ্ঠ) [এবং] ব্রহ্মবিদাং (ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে) বরিষ্ঠঃ (প্রধান)। [ক্রিয়াবান্ অর্থে বাহ্যকর্ম্মানুষ্ঠানশীল নহে, কেননা কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত না হইলে আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হওয়া যায় না। সুতরাং সাধক সন্ন্যাস পূর্ব্বক মনন-নিদিধ্যাসনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠালাভে যত্ন করিবেন।] ৪।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫

[এক্ষণে সন্ন্যাসীর নিবৃত্তিপ্রধান সাধনসমূহ কথিত হইতেছে] এষঃ (এই) হি আত্মা (আত্মাই) হি (প্রকৃতই) জ্যোতির্ম্ময়ঃ (স্বয়ং-প্রকাশ=চিদ্রূপ) [এবং] শুভ্রঃ (বিশুদ্ধ=অবিদ্যার অতীত) [দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে আত্মস্বরূপের দর্শন হয় না, "দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা

প্রকীর্ত্তিতা।"] যং (যাঁহাকে=যে আত্মাকে) ক্ষীণদোষাঃ (রাগ দ্বেষাদি শূন্য) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিগণ) অন্তঃশরীরে (শরীর মধ্যে =বুদ্ধির বিকাশস্থান ব্রহ্মরন্ধ্রে) [চিত্তধারণাপূর্ব্বক] পশ্যন্তি (দর্শন করেন=আত্মার জ্ঞানস্বরূপে মন নিবিষ্ট করিয়া তন্ময়তা লাভ করেন) [তিনি=আত্মা] নিত্যং (সর্ব্বদা) সত্যেন (সত্য পালন দ্বারা—মনোগতভাব বাক্যদ্বারা যথাবথ প্রকাশ পূর্ব্বক) তপসা (ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা রূপ তপস্যা দ্বারা) সম্যগ্‌জ্ঞানেন (সমস্তই ব্রহ্মময় এইরূপ নিশ্চয় ধারণা দ্বারা) ব্রহ্মচর্য্যেণ (বীর্য্য ধারণপূর্ব্বক শরীর ও মনের শক্তি সঞ্চয় করিয়া) লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য) [অন্তরে আত্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত সর্ব্বদা সত্য পালন, মনের একাগ্রতা সাধন, সর্ব্বত্রই জ্ঞানের বিকাশ দর্শন ও বীর্য্যধারণ করা একান্ত আবশ্যক।] ৫।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং,
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা,
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্‌॥ ৬

[সর্ব্বোত্তম সাধন সত্যের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে।] সত্যং এব (সত্যই=সত্য পরায়ণ পুরুষই) জয়তে (জয়লাভ করেন,

অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েন) অনৃতং ন (মিথ্যাবলম্বী নহে, মিথ্যাচারী ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।) দেবযানঃ পন্থাঃ (ব্রহ্মলোকে যাইবার নিমিত্ত দেবযান নামক পথ, অর্থাৎ নিবৃত্তি পরায়ণ সাধকদিগের অপুনরাবৃত্তিকারক দেবযান মার্গ) সত্যেন (সত্য সাধন দ্বারা) বিততঃ (বিস্তৃত বা প্রসারিত) [হয়]। আপ্তকামাঃ (ভোগতৃষ্ণা রহিত) ঋষয়ঃ (ঋষিগণ) যেন হি (যাহা দ্বারাই—যে দেবযান পথেই) সত্যস্য (সত্যের—সত্য সাধনের) তৎ (সেই) পরমং (শ্রেষ্ঠ) নিধানং (ফল) [অপুনরাবৃত্তিরূপ অত্যুৎকৃষ্ট ফল] যত্র (যেথানে) [আছে তথায়—ব্রহ্মলোকে] আক্রমন্তি (গমন করেন) [আত্ম সাক্ষাৎকার না হইলেও সম্যক্‌রূপে সত্যপালন দ্বারা সাধক মৃত্যুর পর দেবযান মার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক অপুনরাবৃত্তি লাভ করিতে পারেন, ইহাই সত্যসাধনের মাহাত্ম্য; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও মনের একাগ্রতাদি সাধনের দ্বারাই মনে, বাক্যে ও কার্য্যে সত্যানুষ্ঠান করিবার শক্তিলাভ হইয়া থাকে।] ।৬

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭

[সত্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ব্রহ্মকে লাভ করিতে হয়, তিনি কে ও কিরূপ তাহাই কথিত হইতেছে] তৎ (তিনি=ব্রহ্ম) বৃহৎ (মহান্=সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত) দিব্যং (অলৌকিক বা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর স্বয়ং প্রকাশ) অচিন্ত্যরূপং চ (এবং চিন্তার অতীত অর্থাৎ মন বুদ্ধ্যাদি দ্বারাও তাঁহাকে ধারণা করা যায় না। *) তৎ চ (এবং তিনি) সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং (সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থের কারণ বলিয়া অতীন্দ্রিয়রূপে) [সুতরাং অজ্ঞগণের পক্ষে] দূরাৎ সুদূরে (দূর হইতেও অতি দূরে অর্থাৎ অগম্যরূপে) [অবস্থিত] ইহ অন্তিকে চ (এবং এই দেহে অতি নিকটে "সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ" গীতা ১৩।১৫।) তৎ (ব্রহ্ম) [বর্ত্তমান আছেন] [অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্ম অন্তরস্থ আত্মরূপে অতি নিকটবর্ত্তী] [এবং] পশ্যৎসু (চেতনা বিশিষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে, অর্থাৎ চেতন জীবদিগের মধ্যে) ইহ এব (এই দেহেই) গুহায়াং (বুদ্ধিরূপ গুহা মধ্যে অর্থাৎ বুদ্ধির অন্তরে "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" গীতা ৩।৪২) নিহিতং (অবস্থিত) ["বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান-চক্ষুষঃ" গীতা ১৫।১০। অজ্ঞ লোকে আত্মাকে দেহের দর্শনাদি

---

* "চৈতন্যরূপিণী মা যে চিন্তাতীতা" পরিব্রাজকের সঙ্গীত

ক্রিয়া হইতে জ্ঞানরূপে পৃথক্ করিয়া জানিতে পারে না, জ্ঞানিগণই ধ্যানে আত্মাকে স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকেন] ৭।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নাম্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। ৮

[আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া এইমন্ত্রে আত্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত সত্য, সম্যক্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যাদি অসাধারণ সাধনের মধ্যেও বিশেষসাধন উক্ত হইতেছে।] [আত্মস্বরূপ] চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) ন গৃহ্যতে (গ্রহণ করা যায় না) [কোনও রূপ না থাকায় আত্মা চক্ষুগ্রাহ্য নহেন] বাচা অপি ন (বাক্যের দ্বারাও নহে) [বাক্যের দ্বারাও আত্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ ব্যাখ্যা করা যায় না বলিয়া আত্মা অনির্ব্বচনীয়] অন্যৈঃ দেবৈঃ (অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিগের দ্বারাও) ন (নহে, অর্থাৎ অপর ইন্দ্রিয়েরাও আত্মাকে ধারণা করিতে পারে না, কেননা আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও বিষয় নহেন) তপসা কর্ম্মণা বা (তপস্যা দ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা) [আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না : কেননা আত্মা কষ্টকর ব্রতাদির অথবা স্মৃতি বেদ বিহিত কর্ম্মের

ফলরূপ নহেন।] [কিন্তু একমাত্র জ্ঞানই জীবের আত্মস্বরূপ ধারণা করিতে সমর্থ বলিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় -রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধে ও তত্তৎ চিন্তায় আসক্তিবশত দূষিতজ্ঞান আত্মস্বরূপের ধারণায় অসমর্থ হয় বলিয়া] [যখন সাধক] জ্ঞান প্রসাদেন (জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা, অর্থাৎ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিত রাগ-দ্বেষাদি দোষশূন্য হইলে) বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ (নির্ম্মল ও শান্ত চিত্ত) [হয়েন] ততঃ (তদনন্তর) [তিনি] [সত্যাদি সাধনসম্পন্ন ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া] ধ্যায়-মানঃ (একাগ্রতাসহ ধ্যান করিতে করিতে) নিষ্কলং (কলা শূন্য=অবয়ব ভেদ রহিত) তং (তাঁহাকে=আত্মাকে) পশ্যতে (দর্শন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন) [মনকে ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তিকে অন্তরে একত্র করিলে আত্মা স্বতঃই জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়েন। কঠ ১ অঃ। ৩।৯—১৩।] ৮।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা। ৯

[মনুষ্যের এই শরীরে জীবিতকালে আত্মা প্রকাশিত হন, ইহাই কথিত হইতেছে] যস্মিন্ (যে শরীরে) প্রাণঃ (প্রাণ

বায়ু) পঞ্চধা (পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া অর্থাৎ প্রাণ-অপান-উদান-ব্যান-সমানরূপে) সংবিবেশ (সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট বা প্রবাহিত আছে) [সেই শরীরে অর্থাৎ শরীর প্রাণযুক্ত বা জীবিত থাকিতে] এষঃ (এই=শরীর স্থিত) অণুঃ (অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অতীত) আত্মা (চিদ্রূপ বা জ্ঞ-স্বরূপ আত্মাকে) চেতসা (জ্ঞানের দ্বারা) বেদিতব্যঃ (জানিতে হইবে) প্রজানাং (প্রাণিগণের=মনুষ্যদিগের) সর্ব্বং চিত্তং (সম্পূর্ণ-চিত্ত অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারবিশিষ্ট অন্তঃকরণ) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয় বর্গের সহিত) [সেই জ্ঞানদ্বারা, অর্থাৎ আত্মসত্তার জ্ঞানে] ওতং (ব্যাপ্ত অর্থাৎ জ্ঞানময় বা চেতনাযুক্ত হইয়া রহিয়াছে) [নবনীত যুক্ত দুগ্ধের ন্যায় আত্ম-জ্ঞানপ্রভায় অন্তঃকরণ জ্ঞানময় হইয়া রহিয়াছে] যস্মিন্ বিশুদ্ধে (যাহা (অন্তঃকরণ) শুদ্ধ হইলে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়াদিতে আসক্তি শূন্য হইলে, এবং ভগবদনুরাগ বর্দ্ধিত হইলে) এষঃ আত্মা (এই আত্মা= জ্ঞানগম্য আত্মা) [গীতোক্ত জ্ঞানের ২০টী সাধন দ্রষ্টব্য ১৩শঃ অঃ, ৮—১২] বিভবতি (স্ব-স্বরূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত করেন) । ৯ ।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ ।

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ । ১০

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয় মুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

[এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের গৌণফল কথিত হইতেছে] বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ (বিশুদ্ধ চিত্ত = বিষয়ে রাগ-দ্বেষ-শূন্য, বিবেকবান্ ও ভগবদনুরক্ত সাধক) যং যং লোকং (যে যে লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি বা পিতৃলোক প্রভৃতি) মনসা (মনের দ্বারা = মনে মনে) সংবিভাতি (নিজের বা অপরের জন্য কামনা করেন) যান্ চ (এবং যে সমস্ত) কামান্ (ভোগ্য বিষয়সমূহ) কাময়তে (প্রার্থনা করেন, পাইতে ইচ্ছা করেন) [তিনি] তং তং লোকং (সেই সমস্ত স্বর্গাদি লোক) তান্ চ (এবং সেই সকল) কামান্ (কাম্য বিষয়) জয়তে (জয় করেন = প্রাপ্ত হন) তস্মাৎ (সেইহেতু, অতএব) ভূতিকামঃ (ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি = ঐহিক বা পারলৌকিক সুখলুব্ধ ব্যক্তি) আত্মজ্ঞং (আত্মজ্ঞ পুরুষকে) অর্চ্চয়েৎ হি (অর্চ্চনা করিবেনই অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহ সেবাদি করিবেন) [আত্মজ্ঞ পুরুষের স্বর্গাদি লোক গমনে বা কোনও বিষয় ভোগে কামনা হইতেই পারে না, সুতরাং আত্মজ্ঞের স্বর্গাদি লাভের বা বিষয় ভোগের ইচ্ছা পূর্ণ হয়

বলা আত্মজ্ঞানের সাধনায় উৎসাহ দানার্থ অর্থবাদ মাত্র। অরুচির সময়ে নানা পদার্থ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা থাকে বটে; কিন্তু অরুচি আরোগ্য হইলে আর সেই সকল আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেইরূপ অজ্ঞানাবস্থায় রজস্তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ স্বর্গাদি সুখের আকাঙ্ক্ষা হয়; কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভে বাসনা নিবৃত্ত হয় বলিয়া স্বর্গাদি লাভে যে তৃপ্তি হইত, তদপেক্ষাও অধিক শান্তি ও সন্তোষ হইয়া থাকে। এই জন্য ইহা বলা যাইতে পারে, যে আত্মজ্ঞ স্বর্গাদি কামনা করিলে তাহা পূর্ণ হয়, কেননা এরূপ কামনা তাঁহার মনে উদয় হইতেই পারে না, আর কোনও কামনা করিবার পর তাহা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা আদৌ কামনার উদয় না হওয়াই অধিক সুখকর। জীব মাত্রই পরম শান্তি লাভ করিয়া সুখী হউক, আত্মজ্ঞ পুরুষ কেবল এই মাত্র শুভ কামনা করিয়া থাকেন। (তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম ও দ্বিতীয় ও পঞ্চম মন্ত্রে এই ভাব আরও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) সকাম ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবাদি করিলে তাঁহার প্রসন্নতায় ভগবৎ কৃপাবশতঃ শুভ ফল লাভ করিতে পারেন। আত্মজ্ঞ পুরুষ কোনও কামনা সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেন না; কিন্তু তাঁহার ভগবদ্ভাব-পরায়ণতা শ্রদ্ধালুসেবকের ভগবৎকৃপালাভের নিমিত্ত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞের অহং বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়, সুতরাং নিজের বা অন্যের

জন্ত তিনি কোনও প্রার্থনা করিতে পারেন না, আত্মজ্ঞানের গভীরতার সহিত কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং ভগবৎ কৃপাই সমস্ত কল্যাণের কারণ বলিয়া আত্মজ্ঞের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়।] ১০।

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১

[এতৎ মন্ত্রে আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবার মুখ্যফল বর্ণিত হইয়াছে।] সঃ (তিনি=আত্মজ্ঞপুরুষ) এতৎ (এই=প্রসিদ্ধ=প্রভ্যুক্ত) পরমং (অত্যুৎকৃষ্ট) ধাম (আশ্রয়=সর্ব্ব-কামনার আধার, অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর কোনও কামনাই থাকে না) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে=জ্ঞানরূপ আত্মাকে) বেদ (জানেন) যত্র (যাঁহাতে) বিশ্বং (চরাচর জগৎ) নিহিতং (প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে) [এবং যিনি] শুভ্রং (শুদ্ধ স্বরূপ বলিয়া স্বীয় জ্ঞানরূপে) ভাতি (প্রকাশ পান) [অথবা যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই বিশ্ব সত্যরূপে প্রকাশিত হয়] যে (যাঁহারা) অকামাঃ (বিষয় কামনা হীন=ঐহিক পারত্রিক ভোগ-বাসনা-শূন্য অর্থাৎ মুমুক্ষু হইয়া) পুরুষং (আত্মজ্ঞ পুরুষকে) উপাসতে (উপাসনা করেন, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে

দেবতার ন্যায় সেবা পূজাদি করেন) তে ধীরাঃ (সেই ধীর (বুদ্ধিমান্) বিবেকী ব্যক্তিগণ,) হি (নিশ্চয়ই) এতৎ (এই=প্রত্যক্ষ) শুক্রং (শরীর লাভের উপাদান বীজরূপ শুক্রধাতুকে অর্থাৎ শরীরকে) অতিবর্ত্তন্তি (অতিক্রম করেন)] অর্থাৎ যে বিবেকী ব্যক্তিগণ ইহ পরলোকে কোনও সুখ ভোগের আশা না করিয়া শ্রদ্ধা সহ আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহারা সকাম ব্যক্তিদিগের ন্যায় সুখৈশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত হন না ; কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে আত্মজ্ঞ মহাত্মার সেবায় শুদ্ধ চিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ পূর্ব্বক জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া স্বর্গাদি অনিত্যসুখের পরিবর্ত্তে নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হন। ১।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র ।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২

যঃ (যে ব্যক্তি) কামান্ (কামনা সমূহকে=ইহ পরলোকের ভোগ্য বিষয় সকল) মন্যমানঃ (চিন্তা করিয়া=ভোগ্য বিষয়ের গুণসমূহ স্মরণ করিয়া) কাময়তে (প্রার্থনা করে, অর্থাৎ সেই সমস্ত ভোগ্য বিষয় পাইবার জন্য কামনা করে)

সঃ (সে ব্যক্তি) কামভিঃ (কামনা সমূহের দ্বারা) [শুভাশুভ প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়বাসনার সহিত] তত্র তত্র (সেই সেই লোকে) [বাসনানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শরীর ধারণ পূর্ব্বক] জায়তে (উৎপন্ন হয়) [কামনার বশীভূত হইয়া তদনুরূপ জন্মগ্রহণে বাধ্য হয়] তু (কিন্তু) পর্য্যাপ্তকামস্ত কৃতাত্মনঃ (পর্য্যাপ্ত কাম কৃতাত্মা পুরুষের) [সত্য ও সুখস্বরূপ আত্মাকে অন্তরে লাভ করিয়া যাঁহার কামনাসমূহ নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং আত্ম-স্বরূপ-লাভে যিনি সর্ব্ব কাম্যপদার্থে ভোগের তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাকে অতিক্রম পূর্ব্বক কৃতাত্মা (শুদ্ধচিত্ত=অবিদ্যার অতীত) [অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে স্বস্বরূপে স্থিত হইয়াছেন, তাঁহার] সর্ব্বে কামাঃ (সমুদয় কামনা=বিষয় ভোগের ইচ্ছা) ইহ এব (এই জন্মেই বা এই শরীরেই) প্রবিলীয়ন্তি (নষ্ট হইয়া যায়) [আত্মজ্ঞান হইলে বিষয় ভোগের বাসনা নষ্ট হয় বলিয়া জন্মান্তরের কারণ বাসনা বীজ না থাকায় আত্মজ্ঞ পুরুষের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, এই জন্য আত্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে হইলে মুমুক্ষুর পক্ষে কামনা ত্যাগই প্রধান সাধন। কামনা থাকিতে আত্ম-সাক্ষাৎকারের—ভগবানের নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎকারের আশা ত নাই-ই এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুজনিত ক্লেশ নাশেরও সম্ভাবনা নাই।] ২।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্। ৩

[এক্ষণে আত্মলাভের মুখ্যতম উপায় কথিত হইতেছে] অয়ং (এই শরীর মধ্যে জ্ঞানরূপে প্রকটিত) আত্মা (ভগবানের স্বরূপ) [কেবল] প্রবচনেন (বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন দ্বারা) ন লভ্যঃ (লাভ করা যায় না) ন মেধয়া (শাস্ত্রার্থ ধারণে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা ও নহে) [ভগবদনুরাগ ব্যতীত বিষয়াসক্ত-বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম বিচারে সমর্থ হইলেও ভগবানের স্বরূপ ধারণা করিতে পারে না] বহুনা শ্রুতেন (বহুশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন দ্বারাও) ন (না) [আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না] [কিন্তু] এষঃ (ইনি=উপাসনাশীল সাধক) যম্ এব (যাঁহাকে=যে পরমাত্মাকে) বৃণুতে (বরণ করেন, লাভ করিতে ইচ্ছা করেন) তেন (তদ্দারাই অর্থাৎ আত্মস্বরূপ লাভের একান্ত অনুরাগ বা আগ্রহ দ্বারাই) [পরমাত্মা] লভ্যঃ (লাভ যোগ্য) [হয়েন] [পরমাত্মার স্বরূপ জীবের অন্তরে নিত্য প্রকটিত থাকিলেও, জীবের বিষয়াসক্ত মলিনবুদ্ধি তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না; কিন্তু পরমাত্মসাক্ষাৎকারের জন্য

তীব্র অনুরাগ বশতঃ অন্তঃকরণ আসক্তিশূন্য ও অন্তর্মুখীণ হইলে আত্মা স্বতঃই সাক্ষাৎকৃত হয়েন।] এষঃ আত্মা (এই আত্মা—হৃদয়স্থ পরমাত্মা) তস্য (তাঁহার=সেই উপাসকের) [শুদ্ধবুদ্ধিতে] স্বাং তনুং (স্বীয় মূর্ত্তি=চিৎস্বরূপ) বিবৃণুতে (বিবৃত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন) [একান্ত অনুরাগ সহ ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যত্ন করিলে তিনি কৃপা পূর্ব্বক উপাসকের অন্তরে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন, এই জন্য অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনাই আত্ম-স্বরূপ সাক্ষাৎকারের সর্ব্বোত্তম সাধনা।] ৩।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম। ৪

[এক্ষণে আত্মস্বরূপ লাভের আনুষঙ্গিক সাধনাসমূহ বর্ণিত হইতেছে।] অয়ং (এই=উল্লিখিত) আত্মা (আত্মার চিৎস্বরূপ) বলহীনেন (বলহীন কর্ত্তৃক=আত্মজ্ঞান লাভে উদ্যমহীন অথবা আত্মনিষ্ঠাজনিত শক্তি বিহীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক) ন লভ্যঃ (লভ্য নয়) [শারীর বলের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় না

অথবা হঠযোগ প্রভৃতির প্রণালীতে কৃত্রিম উপায় দ্বারা শারীর-ক্রিয়া রুদ্ধ করিলেও আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না। আত্মলাভে একনিষ্ঠা বশতঃ সানুরাগ আগ্রহজাত মানসিক বলব্যতীত আত্মসাক্ষাৎকারে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।] ন চ প্রমাদাৎ (এবং প্রমাদ হইতেও আত্মলাভ হয় না) [ঐহিক বিষয়ে অথবা স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তিবশতঃ প্রমাদ অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠার অভাব হইলেও আত্মসাক্ষাৎকার হয় না।] বা (অথবা) অলিঙ্গাৎ তপসঃ অপি (সন্ন্যাসচিহ্ন রহিত তপস্যা হইতেও, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া কেবল জ্ঞানের সাধন বা কৃচ্ছ সাধন হইতেও) [আত্মলাভ হয় না।] তু (কিন্তু) যঃ বিদ্বান্ (যে বিদ্বান্=বিবেকী সাধক) এতৈঃ উপায়ৈঃ (এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা, অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠা জনিত মানসিক বল, বিষয়াসক্তি রহিত আত্মানুরাগ ও সন্ন্যাসসহ জ্ঞানের সাধন দ্বারা) [আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য] যততে (যত্ন করেন) তস্য (তাঁহার) এষঃ আত্মা (আত্মাই) ব্রহ্মধাম (ব্রহ্মস্বরূপে) বিশতে (প্রবিষ্ট হয়েন) [আত্মানুরক্ত ও আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীই জ্ঞান সাধনদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে পারেন]। ৪।

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।

তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি । ৫

অন্বয়ঃ (ঋষিগণ=আত্মদর্শনক্ষম অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান-সম্পন্ন সাধকগণ) এনম্ (ইহাকে=পরব্রহ্মকে) সংপ্রাপ্য (সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া) জ্ঞান তৃপ্তাঃ (আত্মজ্ঞান লাভেই তৃপ্ত) [ঐহিক সুখ ঐশ্বর্য্য বা সিদ্ধি প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা করেন না] কৃতাত্মনঃ (পরমাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত) বীতরাগাঃ (বিষয়াসক্তি শূন্য) প্রশান্তাঃ (বিষয়ে বৈরাগ্যবশতঃ নিবৃত্তি পরায়ণ) [হয়েন] তে ধীরাঃ (সেই ধীর (বিবেকী) ব্যক্তিগণ) সর্ব্বগং (সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বগত আত্মাকে) [জ্ঞানরূপে] সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি পূর্ব্বক) যুক্তাত্মনঃ (নিত্য সমাহিত ভাবে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া) সর্ব্বম্ এব (সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মেই) আবিশন্তি (প্রবেশ করেন) [ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্মাত্ম দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক (ঋষি) গণ জীবনের অবশিষ্ট-কাল আত্মধ্যানে নিরত থাকায় বিষয় বিতৃষ্ণ হইয়া জীবন্মুক্তির শান্তিলাভ করেন। তাঁহারা লৌকিক প্রতিষ্ঠার জন্য বা সিদ্ধিশক্তি প্রভৃতির অর্জ্জনে জীবন নষ্ট করেন না ; কেননা পরমাত্মস্বরূপ লাভেই তাঁহারা পরম তৃপ্ত হন, এবং জীবনের

অবসান সময়েও তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপতার কৈবল্যের শাশ্বতশান্তি সুখ লাভ করেন] ৫।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে। ৬

[যে] যতয়ঃ (যত্নশীল সাধকগণ) সন্ন্যাসযোগাৎ (সন্ন্যাসযোগ হইতে, অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি ও বিষয়াসক্তি ত্যাগের নিমিত্ত সন্ন্যাসযোগ (সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ লক্ষণ সন্ন্যাসাশ্রম) অবলম্বন পূর্ব্বক) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (শুদ্ধান্তঃকরণ অর্থাৎ আসক্তিশূন্য ও আত্মৈকনিষ্ঠ হইয়া) [এবং] বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তের (উপনিষদের) বিশেষ জ্ঞানলাভ দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমে গুরুশাস্ত্রের উপদেশানুরূপ সাধনসহ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা) শ্রুতি সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্যার্থ একমাত্র পরমাত্মাই জ্ঞাতব্য এই সত্যে দৃঢ় নিশ্চয়) [করিয়াছেন] তে সর্ব্বে (তাঁহারা সকলে=সেই যত্নশীল যতিগণ) পরামৃতাঃ (পর=পরম, অমৃত= মরণ ধর্ম্মরহিত, ব্রহ্ম যাঁহাদের আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ জীবদবস্থাতেই ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) পরান্ত কালে (অত্যুৎকৃষ্ট অন্তকালে) [কেননা জ্ঞানিগণের দেহান্ত হইলে আর সংসারীদিগের

ন্যায় পুনঃ দেহ ধারণ করিতে হয় না] ব্রহ্মলোকেষু (ব্রহ্মস্বরূপ লোক সকলে * অর্থাৎ ব্রহ্মে) পরিমুচ্যন্তি (বিমুক্তিলাভ করেন, অর্থাৎ নিত্যব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন) [জীবৎকালের ন্যায় দেহ সম্বন্ধ বশতঃ পার্থক্য থাকে না।] [আকাশে পক্ষি-গণের ও জলে জলচর জীবের পদচিহ্ন যেমন দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মভূত সাধকের গতিও অবগত হইতে পারা যায় না। কেননা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি দেশ কালাদিদ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। ব্রহ্মের চিৎস্বরূপ দেশকালাদির অতীত, তাহা সাবয়ব নহে এবং তাঁহার প্রাপ্তি কোনরূপ ক্রিয়াসাধ্যও নহে। কেবল বিবেকবিচার সহ আসক্তিশূন্য ও আত্মানুরক্ত চিত্তে ধ্যান দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপে নিত্যস্থিতি লাভ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞ সাধকের দেহান্তে বিদেহকৈবল্য লাভ হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না।] ৬।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি। ৭

---

* সাধকদিগের ভাবানুসারে এক ব্রহ্মলোকই কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, গোলোক আদি বহুপ্রকারের ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়।

[ব্রহ্মবিদ্‌সাধক বিদেহকৈবল্য লাভ করিলে, তাঁহার পুনর্দেহধারণ হয় না বলিয়া তাঁহার অন্তিম দেহের আরম্ভক পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ] পঞ্চদশ কলাঃ (পঞ্চদশ অংশ) প্রতিষ্ঠা গতাঃ (স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়) [প্রাণ রজোগুণে, জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বগুণে, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় তমোগুণে লীন হয়] সর্ব্বে দেবাঃ চ (এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতা সকল) [চক্ষু ও কর্ণাদির সূর্য্য ও দিগভিমানী দেবতা প্রভৃতি এবং বাক্, পাণি প্রভৃতির অগ্নি, ইন্দ্রাদি দেবতা *] প্রতিদেবতাসু (মূল দেবতাগণে) [প্রবেশ করেন] কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ, অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মসকল) [যাহারা সাধকের পুনর্দেহ ধারণ না হওয়ায় ফলদানে সমর্থ হইবে না। সাধকের প্রারব্ধকর্ম্ম জীবৎ-কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং অবশিষ্ট সঞ্চিত কর্ম্ম সকল] বিজ্ঞানময়ঃ আত্মাচ (এবং বুদ্ধি যুক্ত জীব) [অবিদ্যা প্রভাবে বুদ্ধিযুক্ত চৈতন্য বিকাশই পৃথক্‌রূপে জীব-ভাবাপন্ন হয়, নতুবা জীবের পৃথক্ নিত্য সত্তা নাই, একমাত্র ব্রহ্ম সত্তাই নিত্য বলিয়া আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে সঞ্চিত কর্ম্মসমূহ ও কর্ম্মফল-ভোগী বিজ্ঞানময় জীবাত্মা] সর্ব্বে (সকলেই) পরে অব্যয়ে (সর্ব্বোত্তম ও ক্ষয়াদি দোষ

---

* "বিচার প্রকাশ" গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

রহিত ব্রহ্মে) একী ভবন্তি (একত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিলীন হয়) ব্রহ্মস্বরূপতা লাভই বিদেহকৈবল্য। জীবাত্মার পৃথক্ নিত্যসত্তা নাই, অবিদ্যা নিবৃত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্যে অভিন্নভাবে নিজ স্বরূপের নিশ্চয় জ্ঞানই জীবের মুক্তি, নতুবা মোক্ষ কোনরূপ কৃতকার্য্যের ফল বিশেষ নহে। ঘট ভগ্ন হইলে ঘটস্থ আকাশ মহাকাশে একীভূত হওয়ায় অথবা জল শুষ্ক হইলে জলস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব সূর্য্যে একীভূত হওয়ায়, যেমন ঘটাকাশ ও সূর্য্য প্রতিবিম্বের নাশ হয় না, কিন্তু নিজ নিজ নিত্য স্বরূপতা প্রাপ্তিমাত্র হয়, সেইরূপ অবিদ্যা দোষ বিদূরিত হইলে সঙ্কীর্ণ জীবভাব অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই বিদেহ কৈবল্য। আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যাজাতভ্রম দূর হওয়ায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধির অভাব বশতঃ জীবৎ কালের ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহও কোন ফল প্রকাশে বা মোক্ষলাভে (স্বরূপ লাভে) বাধা দিতে সমর্থ হয় না।] ৭।

* যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

---

* যেমন গঙ্গা যমুনাদি নদী নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়,

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্‌বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ । ৮

যথা (যেরূপ) স্যন্দমানাঃ (প্রবাহযুক্ত, স্রোতযুক্ত) নদ্যঃ নদীসমূহ) নামরূপে (নাম ও রূপ বা আকার বিশেষ, অর্থাৎ গঙ্গা যমুনাদি নাম ও তাহাদের জলের বিশেষ বর্ণাদি) বিহায় (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) সমুদ্রে (সাগর মধ্যে) অস্তং গচ্ছন্তি (অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ সমুদ্রের স্বরূপতা লাভ করে, নদীর পূর্ব্ব পার্থক্য থাকে না) তথা (সেইরূপ) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্‌পুরুষ) [বিদেহ-কৈবল্যে] নামরূপাৎ বিমুক্তঃ (নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া, অর্থাৎ জীবৎকালের নাম ও শরীর মনের বিশেষ ধর্ম্মশূন্য হইয়া) পরাৎপরং (হিরণ্যগর্ভাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ) দিব্যং পুরুষং (চিন্ময় পরব্রহ্মকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করেন) [সমুদ্রগত নদী যেমন নষ্ট না হইয়া সমুদ্রের অসীমতা প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিও সেইরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভপূর্ব্বক অদ্বয় ও অনন্ত জ্ঞানরূপে স্থিত হয়েন।

সেইরূপ বিদ্বান পুরুষ নামরূপ বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বয়ং জ্যোতিঃ পরমাত্মা পুরুষে অভিন্নরূপে মিশ্রিত হইয়া যান।
গীতা ৯ম অঃ ৩৪ শ্লোঃ।

জীবভাবের নিত্যতা নাই বলিয়া তাহার লয় বা নাশ কল্পনা করা যাইতে পারে না। অবিদ্যাজাত ভ্রান্ত-জীব-ভাব দূর হওয়াই কৈবল্য বা মুক্তি, এবং নিত্য সত্য ব্রহ্মরূপে স্থিতিই শান্তি বা সুখ। মুক্তপুরুষগণ কৈবল্য লাভের পর জগতের কল্যাণের জন্য পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না; অথবা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পৃথক্ হয়েন না, তাঁহারা জীবৎকালেই আদর্শ ও উপদেশ দ্বারা জগতের কল্যাণসাধন করিয়া যান। জগতের কল্যাণার্থ ভগবৎকৃপায় যথাকালে আবার অন্যান্য মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কোন কোন সাধক যে ধ্যানে বা স্বপ্নে মুক্ত পুরুষদিগের বা দেবতাদিগের দর্শন অথবা উপদেশ বা প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাযুক্ত বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মশক্তির বিকাশ বলিয়া যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থে নির্ণীত হইয়াছে।] ৮।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি। ৯॥

যঃ হ (যিনিই) বৈ তৎ পরমংব্রহ্ম (সেই নিত্য-সিদ্ধ চিন্ময় পরব্রহ্মকে) বেদ (জানেন, অর্থাৎ নিদিধ্যাসন দ্বারা

আত্মা হইতে অভিন্নরূপে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন) সঃ (সেই ব্রহ্মবিদ্ সাধক) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্ম স্বরূপই) ভবতি (হয়েন) [তাঁহার—ব্রহ্মস্বরূপতা লাভে আর কোনও বিঘ্ন হইতে পারে না ; কেননা একমাত্র অবিদ্যাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের বাধা, তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মের চিন্ময়স্বরূপে নিজের অভিন্নতা নিশ্চয়ের নামই মোক্ষ, মোক্ষ আত্মস্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। ব্রহ্ম হইতে নিজের পৃথক্জ্ঞানই অবিদ্যা। অপরোক্ষজ্ঞানে অবিদ্যা তিরোহিত হইলে সাধক ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া দেবতা-দিগেরও আত্মস্বরূপ হয়েন; সুতরাং তাঁহার দেহান্তে দেবতারাও মোক্ষলাভে বাধা দিতে পারেন না] অস্য (ব্রহ্মবিদের) কুলে (বংশে) [ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রভাবে কুলের পবিত্রতা বশতঃ] অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মনিষ্ঠাহীন ব্যক্তি) ন ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন না *) [ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের দেহাত্মবুদ্ধি না থাকায় তিনি] শোকং তরতি (শোক অতিক্রম করেন) [আত্মার কর্তৃত্ব বুদ্ধি না থাকায়] পাপ্মানং (পাপকে) (এবং পুণ্যকেও) তরতি

---

* প্রব্রজিত ব্রহ্মজ্ঞের মাহাত্ম্যে তদীয় পবিত্রকুলে সদাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের জন্ম হইতে পারে, গীতা ৬ অঃ। ৪২ অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতামিত্যাদি।

(অতিক্রম করেন) [অর্থাৎ পুণ্য পাপের অতীত হয়েন] গুহা-গ্রন্থিভ্যঃ (হৃদয় গুহাস্থিত অবিদ্যাপ্রাপ্ত মোহ মমতাদি বন্ধন সমূহ হইতে) বিমুক্তঃ (নির্মুক্ত হইয়া, অর্থাৎ স্বাত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া) [২য় মুণ্ডকে ২।৯] অমৃতঃ ভবতি (অমৃত হয়েন, অর্থাৎ বিদেহকৈবল্যে ব্রহ্মরূপ হইয়া জন্মমৃত্যুর অতীত হয়েন।] ৯।

তদেতদৃচাহভ্যুক্তং
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্। ১০ ॥

[এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানের পাত্রের বিষয় কথিত হইতেছে] তৎ এতৎ (সেই এই ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদানের বিধান) ঋচা (ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা) অভ্যুক্তং (সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে) যে (যাঁহারা) ক্রিয়াবন্তঃ (ক্রিয়াবান্=শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর) শ্রোত্রিয়াঃ (ব্রহ্মচর্য্য সহ বেদাধ্যয়নে রত) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভে একান্ত আগ্রহযুক্ত) [এবং] শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্ হইয়া) স্বয়ং (নিজে) একর্ষিং (একর্ষি নামক

অগ্নিতে) জুহ্বতে (হোম করেন) তেষাম্ এব (তাঁহাদিগের নিকটে) যৈঃ তু (এবং যাঁহাদের দ্বারা) শিরোব্রতং (মস্তকে অগ্নিধারণরূপ শিরোব্রত) বিধিবৎ (যথাবিধানে) চীর্ণং (অনুষ্ঠিত হইয়াছে) [তাঁহাদের নিকটে] এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং (এই ব্রহ্ম বিদ্যা=ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়) বদেত (বলিবে) [ক্রিয়াহীন, অসংযত, অনধীত ও নিষ্ঠাবিহীন অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করা নিষ্ফল বলিয়া অনুচিত ।১০।]

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরম ঋষিভ্যো
নমঃ পরমঋষিভ্যঃ। ১১ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়
মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

পুরা [পূর্ব্বকালে) ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরা নামক ঋষি) তৎ এতৎ সত্যং (সেই এই সত্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ) [শৌনককে, ১ম মুণ্ডকে ১।৩] উবাচ (বলিয়াছিলেন) [এইরূপ অন্য কেহও শৌনকের মত জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলে

ব্রহ্মবিদ্যাচার্য্য উপযুক্ত অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া থাকেন, গীতা—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ইত্যাদি" ৪ অঃ। ৩৫] অচীর্ণ ব্রতঃ (যে ব্রতাচরণ করে নাই অর্থাৎ অশুদ্ধচিত্ত অনধিকারী) এতৎ (এই উপনিষৎ) ন অধীতে (পাঠ করে না, (করিবে না।) [কেন না ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধ না হইলে শাস্ত্রের মুখ্যার্থ ধারণার শক্তি জন্মেনা, সেই জন্যই "যদ্ যদ্ শাস্ত্রমধীয়তাং তস্য তস্য ব্রতং চরেৎ" যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহার অনুরূপ ব্রতাচরণ করিবার উপদেশ আছে। পরম ঋষিভ্যঃ নম, (ব্রহ্ম, অথর্ব্ব অঙ্গির, ভারদ্বাজ, সত্যবাহ প্রভৃতি (মুণ্ডক ১ম ।১।) পরমর্ষিগণকে নমস্কার, কেননা তাঁহারাই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া পরম্পরা ক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিয়াছেন) [অতএব] পরমঋষিভ্যঃ নমঃ (পরম ঋষিগণকে পুনর্ব্বার নমস্কার) [দ্বিরুক্তি সমধিক আদর ও উপনিষদের সমাপ্তি সূচক।] ১১।

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা।

মাণ্ডূক্যোপনিষদের আভাস।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। ওঁকারই পরব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ, সুতরাং ত্রিকালে বিদ্যমান সমস্তই ওঁকারাত্মক। পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্মের রূপ, এবং জীবদেহস্থ আত্মাও ব্রহ্মস্বরূপ। এই আত্মা চারি অবস্থায় চারি অংশবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হন। যথা জাগ্রদবস্থায় আত্মা স্থূলবিষয়ভোগী বৈশ্বানররূপে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মবিষয়ভোগী তৈজসরূপে, সুষুপ্তাবস্থায় আনন্দমাত্র ভোগী প্রাজ্ঞরূপে, এবং চতুর্থ বা তুরীয়াবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির অতীত, চিন্তার অবিষয় কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপে স্থিত। ওঁকার (অ+উ+ম্) আত্মচৈতন্যের প্রতীক (অবলম্বন) বলিয়া 'অ' আত্মার প্রথম পাদ বৈশ্বানর, 'উ' আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজস, এবং 'ম্' আত্মার তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞ। ওঁকারের এই তিন মাত্রার অতীত জ্ঞানমাত্র তুরীয় বা চতুর্থ মাত্রাই আত্মার চৈতন্য-স্বরূপ। ওঁকার অবলম্বনে এইরূপ উপাসনা দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ।

(শান্তিপাঠ)

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

দেবাঃ (হে দেবগণ!) যজত্রাঃ (যজ্ঞপরায়ণ, অগ্নিহোত্রী) [আমরা] কর্ণেভিঃ (কর্ণ দ্বারা) ভদ্রং (উত্তম বিষয়) শৃণুয়াম (যেন শ্রবণ করিতে পারি) অক্ষভিঃ (চক্ষু দ্বারা) ভদ্রং (উত্তম বিষয়) পশ্যেম (যেন দর্শন করিতে পারি) [এবং] স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ (স্থির অঙ্গ সমূহের দ্বারা) তনূভিঃ (দেহসম্পন্ন হইয়া) তুষ্টুবাংসঃ (স্তোত্রপরায়ণ) [আমরা] দেবহিতং (দেবগণের হিতকর) যৎ আয়ুঃ (যে আয়ুর পরিমাণ) [তাহা] ব্যশেম (যেন ভোগ করিতে পারি)।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানং
ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কারএব ॥ ১ ॥

ইদং সর্ব্বম্ (এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ) এতৎ অক্ষরম্ (এই অক্ষরাত্মক) ওম্ ইতি (ওঁকারের রূপ), তস্য (তাহার—ওঁকারের) উপব্যাখ্যানং (সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা) [এই] ভূতং; ভবৎ, ভবিষ্যৎ (অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ) [অর্থাৎ ত্রিকালে বিদ্যমান] ইতি সর্ব্বম্ (সমস্ত পদার্থই) ওঁকার এব (ওঁকার রূপই) অন্যৎ যৎ চ (এবং অন্য যে কিছু) ত্রিকালাতীতং (ত্রিকালের অতীত) [অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়া] তৎ অপি (তাহাও) ওঁকারঃ এব (ওঁকারই—ওঁকার হইতে অভিন্ন)। ["ওঁ" পর ব্রহ্মের বাচক, এবং সমস্ত শব্দরাশিই ওঁকারের বিভিন্ন পরিণাম, সুতরাং ওঁকার হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মে কল্পিত নামরূপময় জগৎও শব্দ দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে. এই জন্য জগতের সমস্তই ওঁকারাত্মক, এবং ওঁকারের বাচ্য ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে,-অর্থাৎ অভিন্ন]। ১।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম,
সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥

এতৎ সর্ব্বং হি (এই সমস্তই) [ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা গ্রাহ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থ, এবং দেশকালেরও অতীত প্রকৃতি বা মায়াশক্তি] ব্রহ্ম (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) [ব্রহ্মেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র] । অয়ং আত্মা (এই আত্মা, অর্থাৎ "আমি" এই প্রতীতি দ্বারা অনুভূত জীবাত্মা) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) সঃ অয়ং আত্মা (সেই এই আত্মা অর্থাৎ মনুষ্যের অহং বুদ্ধিতে প্রতীত ব্রহ্মরূপ আত্মা) চতুষ্পাৎ (চারি পাদে বিভক্ত অর্থাৎ চারি অবস্থা বিশিষ্ট) [ওঁকারের চারি মাত্রা বা পাদের সহিত আত্মার আরোপিত তিনটী অবস্থা এবং তাঁহার নিত্য তুরীয় (চতুর্থ—চৈতন্যময়) স্বরূপ এই চারিটীর সাদৃশ্য বর্ণিত হইতেছে] । ২ ।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ
একোনবিংশতিমুখস্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ
প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

জাগরিতস্থানঃ (জাগ্রদবস্থাগত) বহিঃপ্রজ্ঞঃ (শব্দস্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা) সপ্তাঙ্গ (সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট) [স্বর্গ, সূর্য্য, বায়ু আকাশ, অন্ন বা জল, পৃথিবী ও আহবনীয়াখ্য অগ্নি যথাক্রমে বিরাট পুরুষের শীর্ষ, চক্ষুঃ, প্রাণ, দেহ, বস্তি, পাদ ও মুখ—এই

সপ্ত অঙ্গরূপে কল্পিত] একোনবিংশতিমুখঃ (উনবিংশতি মুখবিশিষ্ট,—অর্থাৎ বিষয়োপলব্ধির নিমিত্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপ উনবিংশতি দ্বারযুক্ত) স্থূলভুক্ (স্থূল বিষয়ের ভোক্তা, অর্থাৎ উপর্য্যুক্ত দ্বার সমূহের সাহায্যে শব্দাদি স্থূল বিষয়ের গ্রহণে সমর্থ) বৈশ্বানরঃ (নরগণের সর্ব্বসুখ সম্পাদক বা সর্ব্বনরস্বরূপ — বিরাট পুরুষ) [আত্মার] প্রথমঃ পাদঃ (প্রথম পাদ অর্থাৎ প্রথম প্রতীতির বিষয়) [জাগ্রদবস্থায় স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অভিন্নভাবে স্থিত আত্মাই বৈশ্বানর; স্বর্গাদি সপ্ত অঙ্গ বৈশ্বানরের অঙ্গরূপে উল্লেখিত হওয়ায় আত্মার সর্ব্বভূতস্থ আধিদৈবিক বিরাটরূপের এবং আধ্যাত্মিক রূপ বৈশ্বানরের একত্ব সিদ্ধ হইতেছে]।৩।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ
একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্
তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

স্বপ্নস্থানঃ (স্বপ্নাবস্থাগত) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (অন্তঃকরণস্থিত মনোগ্রাহ্য বিষয় সমূহের জ্ঞাতা) সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ (অন্তঃকরণের সংস্কাররূপ স্বর্গাদি সপ্তাঙ্গ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি উনবিংশতি মুখ সহ বিদ্যমান) প্রবিবিক্তভুক্ (সূক্ষ্ম বিষয়ের

ভোক্তা, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়সমূহের অন্তঃকরণস্থিত সংস্কার মাত্র গ্রহণে সমর্থ) তৈজসঃ (তেজোময়—প্রকাশময় বা জ্ঞানবিশিষ্ট আত্মা, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি হইতে অভিন্নভাবে স্থিত জীবাত্মা) [বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যের] দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (দ্বিতীয় পাদ) [অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় ক্রিয়াশীল, চিন্তাদিযুক্ত ও মনোগ্রাহ্য বিষয় ভোগে সমর্থ জীবাত্মাই তৈজস ; মনোগ্রাহ্য (বাসনাময়) স্বর্গাদি সপ্তাঙ্গ তৈজসের অঙ্গরূপে উল্লেখিত হওয়ায় সর্ব্ব জীবান্তঃকরণের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভের ও তৈজসরূপ জীবাত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে] । ৪ ।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে,
ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ; তৎ সুষুপ্তম্ ।
সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো
হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৫॥

যত্র (যে অবস্থায়) সুপ্তঃ (নিদ্রিত, অর্থাৎ মনোবুদ্ধ্যাদির ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় স্থিত) [ব্যক্তি] কঞ্চন কামং (কোনরূপ ভোগ্য বিষয়) ন কাময়তে (কামনা করেন না) কঞ্চন স্বপ্নং (কোনও রূপ স্বপ্ন) ন পশ্যতি (দর্শন করেন না) তৎসুষুপ্তম্

(তাহা সুষুপ্তি বা নিদ্রা)। সুষুপ্তস্থানঃ (সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা) একীভূতঃ (একভাবাপন্ন) [অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থার বাহ্যবিষয় এবং স্বপ্নাবস্থার মনোগ্রাহ্য বাসনাময় বিষয় তাহাতে পৃথকভাবে থাকে না] প্রজ্ঞানঘনঃ এব (কেবল স্বীয় অস্তিত্বের পৃথক্‌জ্ঞান মাত্রে পূর্ণ, অর্থাৎ অবিবেকবশতঃ অন্যান্য পদার্থের পার্থক্যজ্ঞানশূন্য) আনন্দময়ঃ (প্রচুর আনন্দপূর্ণ) হি (যেহেতু) আনন্দভুক্ (আনন্দভোগী, অর্থাৎ মনের লয় হওয়ায় সুখ-দুঃখাদি রহিত। চেতোমুখঃ (বোধশক্তিযুক্ত) প্রাজ্ঞঃ (কেবল মাত্র জ্ঞান-ধর্ম্মবিশিষ্ট, অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের বিশেষ জ্ঞান রহিত জীবাত্মা) [শুদ্ধ চৈতন্যের] তৃতীয়ঃ পাদঃ (তৃতীয় পাদ) [অর্থাৎ অবিদ্যাভিভূত প্রাজ্ঞরূপ জীবাত্মার সহিত বিদ্যাযুক্ত অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অভিন্ন সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল]। ৫।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ

এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য

প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

এষঃ (ইনি, অর্থাৎ প্রাজ্ঞরূপে প্রকাশিত আত্মা) সর্ব্বেশ্বরঃ (সর্ব্ব জগতের ঈশ্বর বা শাসনকর্ত্তা) [অর্থাৎ অবিদ্যারূপ

আবরণ তিরোহিত হইলে প্রাজ্ঞই স্বরূপাবস্থায় ঈশ্বর] এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ চৈতন্যপ্রধান হইলে প্রাজ্ঞই সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞাতা) এষঃ অন্তর্যামী (ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত নিয়ন্তা) এষঃ (ইনি) সর্ব্বস্য (সকলের) যোনিঃ (উৎপত্তিস্থান), হি (যে হেতু) [ইনি] ভূতানাং (ভূতসমূহের, অর্থাৎ চরাচর জগতের) প্রভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ) [যেমন ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মে, মনোময় হিরণ্যগর্ভে ও স্থূলরূপ বিরাটে এক চৈতন্যেরই বিকাশ রহিয়াছে, সেইরূপ সুষুপ্তির প্রাজ্ঞ জীবে, স্বপ্নের তৈজসে এবং জাগ্রদবস্থায় বৈশ্বানরে (বিশ্বে) এক "আমি" ভাবই প্রকাশিত আছে। এইজন্য ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের, হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসের, এবং বিরাট্ ও বৈশ্বানরের (বিশ্বের) সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে]। ৬।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন
প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।
অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্-
পদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং
শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে,
স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

[উপর্য্যুক্ত আত্মার শেষ পাদ] ন অন্তঃপ্রজ্ঞম্ (অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ তৈজস নহেন) ন বহিঃপ্রজ্ঞং (বহিঃপ্রজ্ঞ বা বৈশ্বানর নহেন) ন উভয়তঃপ্রজ্ঞং (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞাতা নহেন) ন প্রজ্ঞানঘনং (প্রজ্ঞানঘন বা সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ নহেন) ন প্রজ্ঞং (দ্বৈত ভাবের জ্ঞাতা নহেন) ন অপ্রজ্ঞং (অচেতন নহেন)। [জ্ঞানিগণ] [তাঁহাকে] অদৃষ্টং (চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়) অব্যবহার্য্যং (পৃথক বিষয় রূপে ব্যবহারের অতীত) অগ্রাহ্যং (কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য) অলক্ষণং (জ্ঞানোপযোগী-চিহ্নাদিরহিত, অর্থাৎ অনুমানের অবিষয়) অচিন্ত্যং (চিন্তার অতীত) অব্যপদেশ্যং (শব্দের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়) একাত্মপ্রত্যয়সারং (জাগ্রদাদি বিভিন্নাবস্থায় আত্মরূপে এক আমিই আছি, কেবল মাত্র এইরূপ জ্ঞানের বিষয়) প্রপঞ্চোপশমং (জগদ্বিকাশের নিবৃত্তিরূপ, অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সম্বন্ধশূন্য) শান্তং (নির্ব্বিকার) শিবং (পরম কল্যাণময়) অদ্বৈতং (ভেদকল্পনার অতীত) চতুর্থং (জাগ্রদাদি ত্রিবিধ অবস্থার অতীত—চতুর্থ বা তুরীয়) [বলিয়া] মন্যন্তে (জ্ঞাত আছেন) সঃ আত্মা (তিনিই আত্মা) [প্রকৃত বিশুদ্ধ চৈতন্য] সঃ বিজ্ঞেয়ঃ (তিনি বিশেষরূপে জ্ঞেয়)। [জাগ্রদাদি তিন অবস্থার নিষেধ দ্বারা আত্মার তুরীয় স্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। অবিদ্যাবস্থার জ্ঞেয়ত্ব ধরিয়াই তুরীয় আত্মা "বিজ্ঞেয়" বলা হইয়াছে মাত্র]। ৭।

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং
পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদা—
অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥ *

সঃ (সেই—পূর্ব্বোক্ত) অয়ং আত্মা (এই চতুষ্পাৎ আত্মা) অধ্যক্ষরং (অক্ষরাধিকারে অর্থাৎ অক্ষররূপে) ওঁকার (ওম্) [এবং ওঁ-] অধিমাত্রং (মাত্রারূপে অবস্থিত), পাদাঃ মাত্রাঃ (পাদ সকল মাত্রা স্বরূপ) মাত্রা চ পাদাঃ (এবং মাত্রাসমূহও পাদ স্বরূপ) অকারঃ উকারঃ মকারঃ ইতি (অ, উ, ম্,—ওঁকারের এই তিন মাত্রাই আত্মার তিন পাদ—বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ) ।৮

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকার
প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্
বা, আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্
কামানাদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

---

* সেই আত্মা ওঁকার অক্ষরকে বা মাত্রাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করেন, আত্মার যে পাদ তাহাই ওঁকারের মাত্রা এবং ওঁকারের যে মাত্রা তাহাই আত্মার পাদ, সে মাত্রা এই যে অকার, উকার, মকার।

জাগরিতস্থানঃ (জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা) বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর রূপে প্রকাশিত আত্মা) [ওঁকারের] প্রথমা মাত্রা অকারঃ (প্রথম মাত্রা অ) আপ্তেঃ আদিমত্বাদ্ বা (ব্যাপকত্বা বশতঃ, অথবা আদি বলিয়া) [অর্থাৎ যেমন অকার দ্বারা সকল বাক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং অকার সর্ব্ব বর্ণের আদি, সেইরূপ বৈশ্বানর রূপ আত্মা কর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং বৈশ্বানর আত্মার পাদ সমূহের আদি] যঃ (যিনি—যে উপাসক) এবং বেদ (এইরূপ জানেন), [অর্থাৎ যিনি অকার ও বৈশ্বানরের অভিন্নতা অবগত আছেন] হ [তিনি] বৈ (নিশ্চয়ই) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কাম্য বিষয়) আপ্নোতি (লাভ করেন) আদিঃ চ (এবং প্রথম, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের মধ্যে প্রথম) ভবতি (হয়েন) । ৯ ।

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্ বা ; উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবত, য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

স্বপ্নস্থানঃ (স্বপ্নাবস্থাগত) তৈজসঃ (তৈজস আত্মা) [ওঁকারের] দ্বিতীয়া মাত্রা উকারঃ (দ্বিতীয় মাত্রা উ) উৎকর্ষাৎ উভয়ত্বাৎ বা

(শ্রেষ্ঠতা ও মধ্যবর্ত্তিতা বশতঃ) [অর্থাৎ ও-কারের দ্বিতীয় মাত্রা উ যেমন অ হইতে উৎকৃষ্ট, এবং "অ" ও "ম্" এই দুই মাত্রার মধ্যে স্থিত, সেইরূপ আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজস অন্তঃকরণ রূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া স্থূলোপাধি বৈশ্বানর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ এই দুই পাদের মধ্যে অবস্থিত] [এই জন্ত তৈজস আত্মা এবং ওঁ স্থিত উকারের সাদৃশ্য আছে] যঃ (যিনি—যে উপাসক) এবং বেদ (এইরূপ জানেন) [তৈজস আত্মা ও ওঁ মধ্যস্থ উকারের এইরূপ একত্ব অবগত আছেন] হ [তিনি] বৈ (অবশ্যই) জ্ঞানসন্ততিং (জ্ঞানের প্রবাহ বা বিকাশ) উৎকর্ষতি (বৃদ্ধি করেন) সমানশ্চ (এবং সমান) [অর্থাৎ মিত্র ও শত্রু উভয়েরই প্রতি সমভাবাপন্ন] ভবতি (হয়েন)। অস্ত কুলে (ইঁহার বংশে) অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি) ন ভবতি (হয় না, অর্থাৎ জন্মে না)।১০।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা ; মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি ; য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

সুষুপ্তস্থানঃ (সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ আত্মা) [ওঁকারের] তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ (তৃতীয় মাত্রা "ম্"), মিতেঃ

অপীতেঃ বা (পরিমাণ ও একত্বহেতু)। [অর্থাৎ ওঁ উচ্চারণের অন্তে যেরূপ অ এবং উ মকারে প্রবিষ্ট এবং উচ্চারণের আরম্ভে মকার হইতে উদ্ভূত হইয়া যেন মকার কর্ত্তৃক পরিমিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির অন্তে—প্রলয়কালে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়া এবং উৎপত্তিকালে প্রাজ্ঞ হইতে আবির্ভূত হইয়া যেন প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক পরিমিত হয়েন ; আবার উচ্চারণ কালে অ এবং উ যেমন মকারের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞের সহিত এক হইয়া থাকেন। এই জন্য আত্মার তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞ এবং ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা মকারের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইল।] যঃ (যিনি) [প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব] এবং বেদ (এইরূপে অবগত আছেন) হ [তিনি] বৈ (নিশ্চয়ই) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত) [জগৎকে] মিনোতি (প্রমিত করেন, অর্থাৎ প্রকৃতরূপে জানেন) অপীতিঃ চ (এবং [সমস্ত জগতের] কারণ বা আশ্রয় স্বরূপ) ভবতি (হয়েন)। ১১।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

অমাত্রঃ (মাত্রাশূন্য, অর্থাৎ শব্দের অতীত) [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রার অতীত] চতুর্থঃ (চতুর্থ বা তুরীয়) অব্যবহার্য্যঃ (বাক্য ও মনের অগোচর) প্রপঞ্চোপশমঃ (বিশ্ববিস্তৃতির নিবৃত্তিস্বরূপ, অর্থাৎ জগৎসম্বন্ধরহিত) শিবঃ (পরম কল্যাণপ্রদ) অদ্বৈতঃ (দ্বৈতভাববর্জ্জিত) এবং ওঁকারঃ (এই চিন্মাত্র ওঁ) আত্মা এব (আত্মচৈতন্যস্বরূপই) যঃ (যিনি) [ওঁকার সাধনার লক্ষ্য স্বরূপ চতুর্থ মাত্রা এবং আত্মার তুরীয় পাদ চিন্ময় সত্তার একতা] এবং বেদ (এইরূপে অবগত আছেন) [তিনি] আত্মনা (স্বয়ংই) [অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্ত হইয়া] আত্মানং (আত্ম চৈতন্যরূপ ব্রহ্মে) সংবিশতি (প্রবেশ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন) [ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিজ পৃথক্ সত্তার ভ্রান্তি দূর হইলে মনুষ্যকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি জীবনে ও মরণে শোকমুক্ত ও শান্ত হইয়া থাকেন।] "য এবং বেদ" বাক্যের পুনরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তির সূচক। ১২।

ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ।

পরিশিষ্ট

নিরালম্বোপনিষৎ।

ভরদ্বাজ উবাচ, কিং ব্রহ্মেতি

ভরদ্বাজ মুনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্রহ্ম কি?

ব্রহ্মোবাচ, অচিন্ত্যোপাধিবিনির্ম্মুক্ত-
মনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং
নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং
অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন, অচিন্ত্য, উপাধি বর্জ্জিত, অনাদি ও অনন্ত, শুদ্ধ, শান্ত, নির্গুণ (সত্বরজস্তমোগুণাতীত), নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, অখণ্ডৈকরস (নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও জ্ঞান স্বরূপ), অদ্বিতীয়, এতাবস্তাবসমূহযোগে যে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় তাহাই ব্রহ্ম।

প্রশ্ন। কঃ ঈশ্বরঃ।

ঈশ্বর কে?

উত্তর। ব্রহ্মৈব স্বপ্রকৃতিশক্ত্যভিলেশমাশ্রিত্য লোকান্ দৃষ্ট্বান্তর্য্যামিত্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরঃ।

ব্রহ্মই স্বয়ং নিজ প্রকৃতি শক্তির লেশকে আশ্রয় পূর্ব্বক সকল লোক দৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামী (অন্তরে গমন করিব) এতদ্রূপ চিন্তনানন্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক জগৎস্থ তাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তাই ঈশ্বর।

প্রশ্ন। কা প্রকৃতিঃ।

প্রকৃতি কে?

উত্তর। ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধজগদ্বিচিত্র-নির্ম্মাণ-সমর্থ-বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ।

ব্রহ্ম হইতে জাত জগতের বিবিধ বিচিত্র নির্ম্মাণ নিপুণ বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিই প্রকৃতি।

প্রশ্ন। কঃ সংসারঃ।

সংসার কাহাকে কহে?

উত্তর। অনাদ্যবিদ্যাবাসনয়া জাতোঽহমিত্যাদি ষড়্ভাববিকারঃ সংসারঃ।

অনাদি অবিদ্যা বাসনা দ্বারা (অহং বুদ্ধিতে) আমি জাত হইলাম, আমি মৃত হইলাম ইত্যাদি ষড়্বিকারের (অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশের) নাম সংসার।

প্রশ্ন। কিং কর্ম্ম।

কর্ম্ম কি?

উত্তর। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাহঙ্কারস্বরূপবন্ধনং জন্মাদিকর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিকযাগাদিব্রততপোদানেষু ফলানুসন্ধানং যৎ তৎ কর্ম্ম।

আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অহঙ্কার স্বরূপ বন্ধন এবং জন্ম মৃত্যুর জন্য নিত্য নৈমিত্তিক যাগ ব্রত তপস্যা দান ইত্যাদি কর্ম্মেতে যে ফলের অনুসন্ধান, তাহার নামই কর্ম্ম।

প্রশ্ন। কঃ স্বর্গঃ।

স্বর্গ কি?

উত্তর। সৎসঙ্গঃ স্বর্গঃ।

সৎসঙ্গের নামই স্বর্গ।

প্রশ্ন। কো নরকঃ।

নরক কি?

উত্তর। অসৎসংসারবিষয়িসংসর্গ এব নরকঃ।

অত্যন্ত সংসারাসক্ত ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নামই নরক।

প্রশ্ন। কো মূঢ়ঃ।

মূঢ় কে?

উত্তর। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাহঙ্কারভরণারূঢ়ঃ মূঢ়ঃ।

যিনি আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা ইত্যাদি রূপ মহাহঙ্কার পদ বিশিষ্ট, তিনিই মূঢ়।

প্রশ্ন। কো বিদ্বান্।

বিদ্বান্ কে?

উত্তর। সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি স বিদ্বান্।

—যিনি সকলের অন্তঃকরণস্থ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে বিলক্ষণ রূপে জানেন, তিনিই বিদ্বান্।

(১২৮৪ সনের ধর্ম্মপ্রচারক—১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)।